এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ ১ জুনের আগেই জনতার দরবার, অভিযোগ শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী
দীর্ঘ তিনমাস ফেরার, সোমে স্ত্রীকে নিয়ে ইডি দপ্তরে সোনা পাপ্পু ৩

কলকাতা ১৯ মে ২০২৬ ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ৩৩৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.05.2026, Vol.19, Issue No. 336, 8 Pages, Price 3.00

দুর্নীতি-কাটমানির তদন্তে কমিশন গড়লেন শুভেন্দু

নারী নির্যাতনের কমিশনে ফেরালেন দময়ন্তীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিগত সরকারের আমলে রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এবং নারী ও শিশুদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে দু'টি পৃথক কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, বিধানসভা নির্বাচনের সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যে প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছিলেন, তারই অংশ হিসেবে জনস্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দ্রুত ফল পাওয়ার লক্ষ্যে সরকার মাত্র দশ দিনের মধ্যেই কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেছে বলেও জানান তিনি।

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নেতৃত্বে প্রথম কমিশনটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিশন ১ জুন থেকে কাজ শুরু করবে। কমিশনের সদস্য-সচিব করা হয়েছে এডিজি পদমর্যাদার আইপিএস অফিসার কে. জয়রামনকে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সামাজিক প্রকল্প, সরকারি অর্থে হওয়া নির্মাণকাজ, পরিষেবা প্রদান এবং সরকারি তহবিলের অপব্যবহার সংক্রান্ত অভিযোগ এই কমিশন তদন্ত করবে। কাটমানি, ঘুষ লেনদেন, সরকারি অর্থ তছরুপ এবং সাধারণ মানুষকে প্রতারণার অভিযোগও খতিয়ে দেখা হবে।

সরকারি আধিকারিক, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, কাউন্সিলর, সমবায় সংস্থা, এনজিও-সহ বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করা হবে। তবে লোকায়ুক্তের আওতায় থাকা বিষয়গুলি এই কমিশনের বাইরে থাকবে। সাধারণ মানুষ সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবেন। কমিশন কাজ শুরু করার ৩০ দিনের মধ্যেই সুপারিশ জমা দিতে শুরু করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সুপারিশের ভিত্তিতে পুলিশ এফআইআর দায়ের করবে এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি তহবিল থেকে যে অর্থ অপব্যবহার হয়েছে, তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টাও করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় কমিশনটি গঠন করা হয়েছে নারী ও শিশুদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ তদন্তে। কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায়কে এই কমিশনের চেয়ারপার্সন করা হয়েছে। সদস্য-সচিব হয়েছেন আইপিএস অফিসার দময়ন্তী সেন। গত কয়েক বছরে বিশেষ করে তপসিলি জাতি, উপজাতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মহিলা ও শিশুকন্যাদের উপর হওয়া অত্যাচারের অভিযোগ খতিয়ে দেখবে এই কমিশন।

অভিযোগ গ্রহণের জন্য পৃথক পোর্টাল, হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর এবং ই-মেল আইডি চালু করা হবে। পুরনো পেন্ডিং জিডি ও এফআইআর-ও সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করা হবে।

গ্রেপ্তার সোনা পাপ্পু

■ **গ্রেপ্তার কসবার ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পু। ভোটের আগে থেকেই বার বার নানা কারণে খবরের শিরোনামে ছিলেন তিনি। বিভিন্ন অভিযোগে নাম জড়ালেও অধরা ছিলেন। ইডি সূত্রে জানা যায়, পাপ্পুর বাড়ি থেকে একটি বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয়।শুধু তা-ই নয়, পাপ্পুর বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগও ওঠে। তবে ভোটপর্ব মিটতেই সোমবার সকালে সল্টলেকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেন পাপ্পু। সকাল থেকে টানা ৯ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর রাতে তাঁকে আর্থিক প্রতারণা এবং তোলাবাজি মামলায় গ্রেপ্তার করল ইডি।** -বিস্তারিত শহরের পাতায়

‘কাশ্মীরে পাথরবাজি বন্ধ হয়েছে, এখানেও হবে’

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘বাংলায় পাথরবাজি চলবে না। পুলিশের গায়ে হাত লাগলে পুলিশমন্ত্রী হিসেবে যতদূর যেতে হয় যাব’। পার্কসার্কাস কাণ্ডের পর কলকাতার ডিসি অফিসে আক্রান্ত আধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার পার্কসার্কাসে দাঁড়িয়ে সমাজ বিরোধীদের কড়া বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কাশ্মীরে পাথর ছোড়া বন্ধ হয়েছে। এখানেও বন্ধ হবে। যদি মনে করেন আগের সরকার আছে, আগের নিয়ম আছে, তাহলে খুব ভুল করছেন। আমি বলে যেতে চাই, কেউ পাথর হাতে তুলে নেবেন না। এটাই শেষ ঘটনা। এর পর এমন ঘটনা ঘটলে আমার চেয়ে খারাপ পুলিশমন্ত্রী আর কেউ হবে না। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই ঘটনার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাঁরা কোনওভাবেই ছাড় পাবেন না।’ দেশদ্রোহী’দের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘কান খুলে শুনে রাখুন, এটাই শেষ ঘটনা। এরপর এমন ঘটনা ঘটলে আমার চেয়ে খারাপ পুলিশমন্ত্রী আর কেউ হবে না।’ পুলিশের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, ‘এই ধরনের গুন্ডামি, গা জোয়ারি, ভাঙচুর, দেশ বিরোধী এবং সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ বরদাস্ত করব না। পুলিশমন্ত্রী হিসেবে লাস্টবার বললাম। একটা পুলিশের গায়ে যদি হাত পড়ে এই সরকার তার আইন প্রয়োগ করে যতদূর যেতে হয় যাবে।’ শুভেন্দুর স্পষ্ট বার্তা, ‘যদি মনে করেন আগের সরকার আছে, আগের নিয়ম আছে, তাহলে খুব ভুল করছেন।’ বাংলায় প্রধানমন্ত্রীর ‘ভয় আউট, ভরসা ইন’ বার্তা পুলিশকে ‘ফ্রি-হ্যান্ড’ দেন শুভেন্দু।

চন্দ্রনাথ খুনে ধৃত মূল চক্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার মুজফফরনগরের ছপার টোল প্লাজার কাছে ৫৮ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে ধরা পড়ল চন্দ্রকান্ত রথ হত্যাকাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত রাজকুমার সিং ওরফে রাজ সিং। সে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রাক্তন আপ্তসহায়ককে খুনের ঘটনায় মূল মাথা। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ও উত্তরপ্রদেশ পুলিশের যৌথ দল ফাঁদ পেতেছিল হাইওয়েতে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, হরিদ্বার থেকে বাসে চেপে দিল্লি পালাচ্ছিল রাজকুমার। খুনের দিন থেকেই তার ফোন বন্ধ ছিল। শেষমেশ টোল প্লাজার কাছে হাতেনাতে ধরে ফেলে তদন্তকারীরা।

‘মেধা থাকুক পশ্চিমবঙ্গেই’

কৃতী পরীক্ষার্থীদের সংবর্ধনায় বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে মেধার অভাব নেই। আমেরিকা, ইউরোপের নানা প্রথম সারির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মেধাবীরা। সোমবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে আয়োজিত কৃতী পরীক্ষার্থীদের সংবর্ধনা সভায় এ কথা জানিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য, ‘আমরা চাই সেই মেধা পশ্চিমবঙ্গেই থাকুক।’

রাজ্য স্কুলশিক্ষা দপ্তরের তরফে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, মাদ্রাসা বোর্ড এবং কেন্দ্রীয় বোর্ডের (সিবিএসই এবং আইসিএসই) পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। গত ৮ মে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। আর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে গত ১৪ মে। উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পরেই প্রথম স্থানাধিকারী আদৃত পালের সঙ্গে ভিডিয়ো কলে কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। তখনই তিনি জানিয়েছিলেন, কৃতীদের সংবর্ধনা দেবেন। সোমবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে কৃতী পরীক্ষার্থীদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী উদ্ধৃত করে প্রকৃত শিক্ষা আহরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, এপিজে আবদুল কালাম-প্রসঙ্গ টেনে তিনি পড়ুয়াদের বোঝান, শিক্ষার কোনও বিকল্প নেই। পড়ুয়াদের বলেন, চিন্তার কোনও কারণ নেই, সরকার সকলের পাশে আছে। সেই মঞ্চ থেকেই ধর্মের ভিত্তিতে ভাতা বন্ধ নিয়েও কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই পড়ুয়াদের জন্য সুখবর শোনালেন তিনি। বলেন, ‘আজ থেকেই রাজ্যে চালু করা হচ্ছে বিবেকানন্দ মেরিট স্কলারশিপ। ধর্ম নয়, মেধা ও আর্থিক অবস্থার ভিত্তিতে এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন পড়ুয়ারা।’ শুভেন্দু জানিয়েছেন, এই স্কলারশিপের জন্য যোগাযোগ করতে হবে শিক্ষাদপ্তরে। তবে এই প্রকল্পটি আগেও চালু ছিল। যা পরবর্তীতে বন্ধ হয়ে যায়।

ঘটনাচক্রে, সোমবারই রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল ঘোষণা করেছেন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের অধীনস্ত ধর্মীয় শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তিতে প্রদত্ত সহায়তামূলক প্রকল্প বন্ধ হবে। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সংবর্ধনা সভায় শুভেন্দু বলেন, ‘‘আমরা এ বার ‘বিবেকানন্দ মেরিটস স্কলারশিপ যোজনা’ চালু করব।’’ রাজ্যের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, ‘অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে এমন করবে না যাতে সাধারণ পরিবারগুলির অসুবিধা হয়। সরকার বিব্রত হয়।’ পড়ুয়াদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও যত্নবান হওয়ারও পরামর্শ দেন তিনি।

অন্নপূর্ণা প্রকল্পে অনুমোদন মন্ত্রিসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের মহিলাদের জন্য ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার’ প্রকল্পে নীতিগত অনুমোদন দিল রাজ্য মন্ত্রিসভা।

সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করেন নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। তিনি জানান, আগামী ১ জুন থেকে নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের অধীনে ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার’ প্রকল্প চালু হবে। এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মহিলাদের মাসে ৩ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, যাঁরা ইতিমধ্যেই ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’-এর সুবিধা পাচ্ছেন, তাঁরা সরাসরি ‘অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার’-এর আওতায় চলে আসবেন।

ফলে তাঁদের নতুন করে আবেদন করার প্রয়োজন হবে না। তবে এসআইআর-এ যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁরা এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন না বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। যদিও যাঁদের মামলা এখনও ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন, তাঁদের ক্ষেত্রে প্রকল্পের সুবিধা পেতে কোনও বাধা থাকবে না।

ফাইল খুলছে ২০২১-র ভোট-পরবর্তী হিংসার

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগেই ঘোষণা হয়েছিল। সেই মতো পশ্চিমবঙ্গের ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসার ফাইল আবার খুলতে শুরু করল শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। কিছু মামলা ফের নতুন করে অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে নতুন করে এফআইআর দায়ের করার প্রক্রিয়াও চলছে। শুধু তা-ই নয়, ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসার এমন কিছু মামলা আছে, যেগুলি তদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা পড়েছে, তেমন অনেক মামলার ফাইল আবার নতুন করে খুলল।

বন্ধ হচ্ছে ধর্মীয় ভাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ধর্মীয় শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তিতে চালু থাকা সহায়তামূলক ভাতা প্রকল্পগুলি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। চলতি মাস পর্যন্ত এই ভাতা কার্যকর থাকবে। আগামী মাস থেকে তা বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের দ্বিতীয় রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত সরকারি বিজ্ঞপ্তি পরে প্রকাশ করা হবে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর রাজ্যের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল জানান, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকা সহায়তা প্রকল্পগুলি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রী নির্দিষ্টভাবে প্রকল্পের নাম না জানালেওসরকারি সূত্রে ইঙ্গিত, ইমাম ও পুরোহিত ভাতার মতো প্রকল্পগুলিও এই সিদ্ধান্তের আওতায় আসতে পারে। একই সঙ্গে স্পষ্ট করা হয়েছে, কোনও ধরনের বৃত্তি বা স্কলারশিপ প্রকল্প বন্ধ করা হচ্ছে না।

অন্যদিকে, সংরক্ষণ নীতি নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের ২২ মে, ২০২৪ সালের রায়ের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারি চাকরি ও বিভিন্ন সরকারি পদে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণের হার এবং তালিকাভুক্ত গোষ্ঠীগুলির পুনর্বিবেচনা করা হবে। পাশাপাশি বর্তমানে চালু থাকা উপ-শ্রেণি বিভাগও বাতিল করা হবে বলে জানিয়েছে সরকার।

নতুন করে সমীক্ষা ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতে কোন কোন গোষ্ঠীকে তালিকাভুক্ত করা হবে, সে বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য সরকার। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই গোটা প্রক্রিয়া এগোনো হবে বলে মন্ত্রিসভার তরফে জানানো হয়েছে।

গঠন হচ্ছে সপ্তম বেতন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে সপ্তম রাজ্য বেতন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমবঙ্গের নতুন বিজেপি সরকার। সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় বৈঠকে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল জানান, রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বেতন কাঠামো পুনর্বিবেচনা ও সংশোধনের লক্ষ্যে সপ্তম রাজ্য বেতন কমিশন গঠন করা হবে।

মন্ত্রী জানান, শুধু সরকারি কর্মচারীরাই নন, বিধিবদ্ধ সংস্থা, বোর্ড, নিগম, স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাও এই কমিশনের আওতায় আসবেন। খুব শীঘ্রই এই কমিশনের কাঠামো, সদস্য এবং কার্যপদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত ঘোষণা করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বিজেপির অন্যতম বড় প্রতিশ্রুতির মধ্যে ছিল সপ্তম বেতন কমিশন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একাধিক নির্বাচনী সভায় সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশে এই কমিশন গঠনের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও জানিয়েছিলেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে অল্প সময়ের মধ্যেই সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হবে। মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তকে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রথম ধাপ হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

প্রশাসনিক মহলের মতে, নতুন বেতন কমিশন কার্যকর হলে শুধু মূল বেতন নয়, মহার্ঘ ভাতা, বাড়িভাড়া ভাতা-সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভাতার ক্ষেত্রেও বড় পরিবর্তন আসতে পারে। এর ফলে রাজ্যের সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের আর্থিক সুবিধা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, নতুন বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হলে কর্মচারীদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং বাজারে অর্থের প্রবাহও বাড়বে। একই সঙ্গে অবসরকালীন পেনশন ও অন্যান্য আর্থিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

ফলতা পুনর্নির্বাচনে পোলিং এজেন্ট পাচ্ছে না তৃণমূল!

শুভাশিস বিশ্বাস

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে আগামী ২১ মে ফলতায় পুনর্নির্বাচন। ২৪ মে ফলপ্রকাশ। এদিকে শুক্রবার ফলতায় তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানকে দেখা যায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা শ্রীরামপুরের নিজের দলীয় কার্যালয়ে যেতে, যেখানে গত ২৯ এপ্রিল ভোট পরিচালনা করেছিলেন তিনি। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই এই অফিসটিতে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়ে বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। তবে এমন ঘটনার পরও তাঁকে কেন দেখা যায়নি সেই প্রশ্নের উত্তরে জাহাঙ্গিরের জবাব, ‘বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই প্রতিদিন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে প্রশাসন যেভাবে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসাচ্ছে, সে কারণেই এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রকাশ্যে আসিনি। পুলিশ আমাকে বাড়িতে ফিরিয়েছে, ডাহা মিথ্যে কথা। বাড়িতেই ছিলাম। প্রশাসন যেভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে, অশান্তি এড়াতেই প্রকাশ্যে আসিনি।’

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, ২৯ এপ্রিল ভোটের আগে পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মার হুঁশিয়ারির পরেও জাহাঙ্গির বলেছিলেন, ‘পুষ্পা ঝুঁকেগা নেহি।’ তারপরও এতদিন গৃহবন্দি থাকার ঘটনায় জাহাঙ্গিরের সাফাই, ‘অজয় পাল শর্মা তো অনেক তাণ্ডব চালিয়েছিলেন। তারপরও ভোট করিয়েছিলাম। নির্বাচন কমিশন আবার গোটা বিধানসভায় পুনর্নির্বাচন করছে। আমি যদি ভয় পেতাম তবে সেদিন ভোট করালাম কী করে? মানুষ আমাকে ভোট দিয়েছিলেন। সেই ইভিএম খুলে গোনা হোক। একইসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী এও জানাতে ভোলেননি, ২০১৭ এর মিথ্যে একটি মামলায় তাঁকে জড়ানো হয়েছে। আর এখানেই জাহাঙ্গিরের প্রশ্ন, ‘এসবই কি নিরপেক্ষ ভোটের দৃষ্টান্ত?’ একইসঙ্গে তিনি এও জানান, ‘ফলতার মানুষ এতদিন ভোট দিতে পারতেন না, আতঙ্কিত ছিলেন। এখন তাঁরা প্রকাশ্যে মুখ খুলতে পারছেন বলে জানাচ্ছেন। স্থানীয় কোনও নেতৃত্ব কোনও ভুল করতে পারে কিন্তু ফলতার একজন মানুষও বলতে পারবেন না জাহাঙ্গির খান তাঁদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে। মানুষের সুখে-দুঃখে তাঁদের পাশে থেকেছি। ফলতার উন্নয়ন করেছি। আগামী দিন মানুষ সুযোগ দিলে ফলতাকে আরও উন্নয়নের পথে নিয়ে যাব।’ আর পুনর্নির্বাচন নিয়ে মোটেও চিন্তিত নন জাহাঙ্গির। বরং ‘পুষ্পা’ স্টাইলেই বললেন, ‘ফলতার মানুষের উপর বিশ্বাস রয়েছে। মানুষ যা রায় দেবেন, সেই রায় মাথা পেতে নেব।’

তবে জাহাঙ্গির মুখে যাই বলুন, ফলতায় আগের ছবিটা এখন সম্পূর্ণ উলটো। এখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বিজেপি। তৃণমূল কর্মীদের অনেকেই আতঙ্কে ঘরছাড়া। ভোটের দিন ও গণনার দিন কর্মীদের কতটা পাশে পাবেন তা নিয়ে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত জাহাঙ্গির। বলেন, ‘আদালত নির্দেশ দিয়েছে, ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরানোর জন্য। আমরাও বার্তা দিচ্ছি, ঘরছাড়ারা যেন ঘরে ফেরেন। গণতন্ত্রে মানুষই শেষ কথা। ভোট মানুষ দিতে পারত না এটা বিজেপির মিথ্যে প্রচার ছিল। ফলতার ভূমিপুত্র আমি। মানুষ জাহাঙ্গিরের সঙ্গে আছেন, থাকবেনও। মানুষের উপর আশা, ভরসা রয়েছে আমার। ঝড় আসে, ঝড় চলেও যায়। মানুষ যা রায় দেবেন সেই রায়ই মাথা পেতে নেব।’ বিজেপি নেতা বিধান পাড়ুই জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির উৎসের তদন্তের জন্য ইডিকে চিঠি দিয়েছেন। তার জবাবে জাহাঙ্গির বলছেন, ‘এসব আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা। বিষয়টা একসময় আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। আদালত সেই মামলার নিষ্পত্তি করে দিয়েছে। সেই প্রমাণও থানার আধিকারিক ও পুলিশ সুপারকে দিয়েছি।’

এদিকে ২০২৬-এর নির্বাচনী ফল ঘোষণার পর তোলবাজি, হুমকি, ভোট লুট আর সন্ত্রাসের ডায়মন্ড হারবার মডেল ভেঙে পড়েছে তাসের ঘরের মতো। বদলে গিয়েছে গ্রামের চেহারা, এটা বাস্তব। যে ফলতা থেকে দু'বছর আগে লোকসভা নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ১ লক্ষ ২০ হাজারের বেশি ‘লিড’ নিয়েছিলেন সেই ফলতায় ২৮৩টা বুথে তৃণমূল ক'টা এজেন্ট বসাতে পারবে তা তা বলতে কর গুণতে হচ্ছে। খাস বেলসিংহ গ্রামে, অভিষেকের স্নেহধন্য জাহাঙ্গির খাসতালুকে দাঁড়িয়েই শনিবার ভরদুপুরে এক তৃণমূল কর্মীর সটান উত্তর, ‘আরে সব পঞ্চায়েত প্রধানরা নিজেরাই পালিয়ে গিয়েছে। এত চুরি করেছে। আমরা কিন্তু পালাইনি। আর ভোট হবে কী করে? ২৮৩ বুথের মধ্যে আট-দশটা বুথে পোলিং এজেন্ট বসানোর লোক নেই আমাদের।’ আর এটাও বাস্তব গত প্রায় দশ বছর ধরে মধ্যযুগীয় বর্বরতার সাক্ষী থাকা সন্ত্রাসের এই ভূখণ্ডে তৃণমূলী দাপট কার্যত শেষ। অবরুদ্ধ ফলতায় মানুষের ঘৃণার মুখে তৃণমূল। ২০১৬-র সালের পর থেকে এমন একটা ভোটও হয়নি যেখানে তৃণমূলী অনুমতি ব্যতীত কোনও মানুষ বুথের লাইনে দাঁড়াতে পেরেছে? ইভিএমে বিরোধী সব প্রার্থীদের বোতামে সেলোটেপ লাগিয়ে দেওয়া, তৃণমূলের বোতামে আতর লাগিয়ে রাখা থেকে শুরু করে বুথ দখল, গণনাকেন্দ্র দখল সব কিছুই সাক্ষী ফলতা।

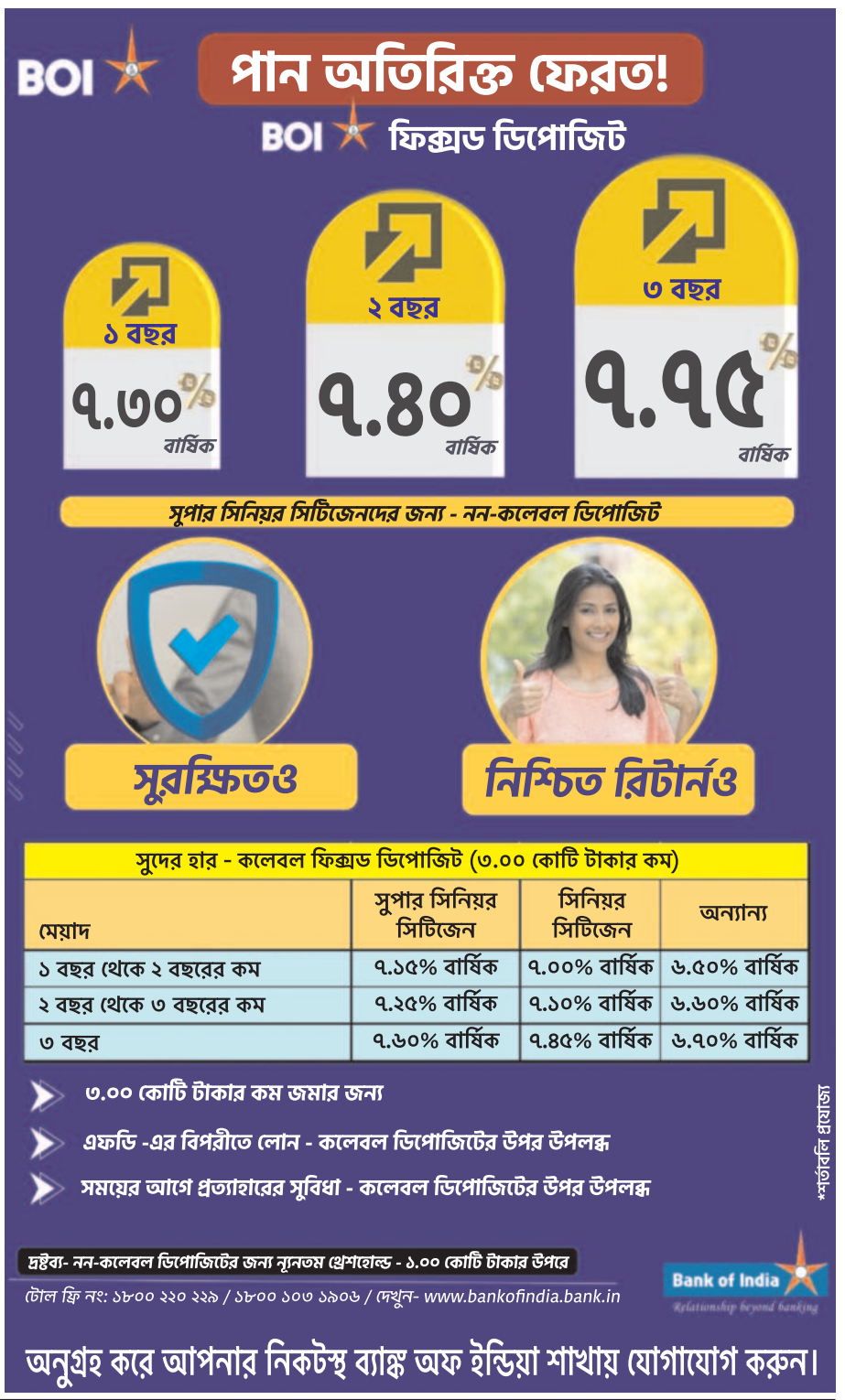

জল জীবন মিশনে কেন্দ্রীয় সহায়তার অনুমোদন, স্বাক্ষরিত হল চুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জল জীবন মিশনের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৩৯ হাজার কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সহায়তার অনুমোদন মিলল। সোমবার কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি আর পাতিল এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০২৮ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, বাংলার মানুষ ডবল ইঞ্জিন সরকারের উপর আস্থা রেখেছেন। তিনি দাবি করেন, গত পাঁচ বছরে কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে ২৯ হাজার কোটি টাকা দিলেও প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি হয়নি এবং বহু ক্ষেত্রে কাজ শুধুমাত্র কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর অভিযোগ, মাঝখানে প্রকল্পের নাম বদলে 'জল স্বপ্ন' করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী জানান, দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩৯ হাজার কোটি টাকার নতুন চুক্তির মাধ্যমে প্রতিটি ঘরে নলের মাধ্যমে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ আরও গতি পাবে। পাশাপাশি সেচ প্রকল্পের ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সহায়তা চেয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের সহযোগিতা ছাড়া বৃহৎ পরিকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়ন কঠিন।

কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সি আর পাতিল জানান, ২০২৬ সালে 'জল জীবন মিশন ২' শুরু হয়েছে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার কোটি টাকার বাজেট নিয়ে, যা ২০২৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। তাঁর দাবি, ২০১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১ শতাংশ গ্রামীণ পরিবারে নলের জল পৌঁছত, বর্তমানে সেই হার বেড়ে ৫৬ শতাংশ হয়েছে। যদিও স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়িতে পানীয় জল পরিষেবার হার এখনও জাতীয় গড়ের নিচে রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

পাতিল আরও জানান, মোট বরাদ্দের মধ্যে কেন্দ্রের অংশ ৩৩ হাজার ৩৬৩ কোটি টাকা হলেও এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে এবং ১১ হাজার ৬৭০ কোটি টাকা অব্যবহৃত রয়েছে। গঙ্গার উপর এসটিপি তৈরির জন্য দ্রুত জমি দেওয়ার আবেদনও করেন তিনি। এদিন জল সংরক্ষণ এবং জন অংশগ্রহণের উপরও জোর দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী 'জল সঞ্চয় জন অংশগ্রহণ' কর্মসূচির আওতায় দেশজুড়ে ১ কোটি জল সংরক্ষণ কাঠামো তৈরির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৮৯ লক্ষ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। মনরেগা তহবিলের বড় অংশ বৃষ্টির জল সংরক্ষণে খরচ করার পরামর্শও দেন তিনি। প্রকল্প বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসনের ভূমিকা আরও সক্রিয় করতে খুব শীঘ্রই জেলা কালেক্টরদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করার কথাও জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী। তাঁর দাবি, এই চুক্তির ১৯টি শর্ত মন্ত্রিসভার অনুমোদিত এবং সেগুলি কার্যকর করা বাধ্যতামূলক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ভি সোমান্না, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, কেন্দ্রীয় পানীয় জল ও স্বচ্ছতা বিভাগের সচিব অশোক কে কে মিনা, পশ্চিমবঙ্গের প্রিন্সিপাল রেসিডেন্ট কমিশনার দুষ্মন্ত নারিয়ালা-সহ কেন্দ্র ও রাজ্যের শীর্ষ আধিকারিকরা।

মহার্ঘ ভাতা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি পে কমিশন গঠনেই ভরসা: ভাস্কর ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মহার্ঘ ভাতা নিয়ে কর্মীদের লড়াই থামেনি, থেমে আছে সিদ্ধান্তও। সোমবার স্পষ্ট করলেন সরকারি কর্মচারী সংগঠনের নেতা ভাস্কর ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, আগের মন্ত্রিসভায় রাজনৈতিক বিতর্কের পর ঘোষণা ছিল পরের মন্ত্রিসভায় মহার্ঘ ভাতা নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে। কিন্তু আজকের বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে মহার্ঘ ভাতা ছিল না। বদলে গঠন করা হয়েছে প্রথম বিনিয়োগ কমিশন। ভাস্কর ঘোষের প্রশ্ন, এই কমিশন কবে গঠন হবে, কবে কাজ শুরু করবে, কী বিষয়ে কাজ করবে, তা এখনও অস্পষ্ট।

জাল ওবিসি সার্টিফিকেট বানিয়ে মোহনপুর পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছেন নির্মল কর: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: উনি ওবিসি নন। অথচ জাল ওবিসি সার্টিফিকেট বানিয়ে মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছেন নির্মল কর। সোমবার মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শনে গিয়ে এমনই অভিযোগ করলেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং। তিনি বলেন, জাল ওবিসি সার্টিফিকেট বানিয়ে নির্মল কর প্রধান হয়েছেন। ওনার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জাল ওবিসি শংসাপত্র বানানো ছাড়া প্রধানের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ এবং দুর্নীতি নিয়েও এদিন সরব হন নোয়াপাড়ার বিধায়ক। তাঁর হুঁশিয়ারি, যাঁরা দুর্নীতিতে যুক্ত, তাঁরা কেউ ছাড় পাবেন না। তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে। শিউলি গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শনে গিয়ে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, এখানে অবৈধ নির্মাণ এবং পুকুর ভরাট হয়েছে। এই বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধানকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

অনুমতি একতলার, উঠল ছ'তলা, হাওড়ায় বুলডোজার চালাল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: নিয়ম ভাঙলে ছাড় নেই। সোমবার হাওড়ার ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে জেসিবির দাঁত বসল জি প্লাস ফাইভ বহুতলের গায়ে। কাগজে ছাড় ছিল শুধু জি প্লাস ওয়ান। তবু ফাঁকি দিয়ে মাথা তুলেছিল আরও পাঁচটি তলা। প্রশাসন এবার সোজা ভেঙে দিল বাড়তি অংশ। স্থানীয়দের অভিযোগ অনেক দিনের। তদন্তে ধরা পড়ে গরমিল। তারপরই পুরসভা ও প্রশাসনের যৌথ সিদ্ধান্তে শুরু হয় ভাঙার কাজ। উত্তেজনা ঠেকাতে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী।

ক্ষমতার বদলের পর বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান রাজনীতির ময়দানেও বার্তা দিচ্ছে। পুরনো জমানায় যে অবৈধ ইমারত চোখের সামনে গজিয়েছে, নতুন সরকারের বুলডোজার সেখানে সোজা জবাব দিচ্ছে। প্রশাসনের হুঁশিয়ারি, অনুমোদন ছাড়া এক ইঞ্চি ইটও থাকবে না। এই অভিযান চলবে। জমি মাফিয়াদের দিন শেষ, হাওড়া থেকে সেই বার্তাই স্পষ্ট করল নতুন রাজ্য সরকার।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে উদযাপিত হল বিশ্ব জাদুঘর দিবস।

কলকাতায় 'বাংলার গৌরব সম্মান ২০২৬'-এর প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় এনবি প্রোডাকশন হাউস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্টের উদ্যোগে আয়োজিত 'বাংলার গৌরব সম্মান ২০২৬'-এর প্রথম গ্রুমিং সেশন শেষ হল। আয়োজক নীল বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সমাজ, ব্যবসা, বিনোদন ও ফ্যাশন জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী ব্যক্তিদের সম্মান জানানো হবে। সমাজসেবা, উদ্যোগপতি, সংগীত, অভিনয়, ফ্যাশন আইকন, কনটেন্ট নির্মাতা, মডেল-সহ একাধিক বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ থাকছে বৃহৎ ফ্যাশন শো। প্রথম গ্রুমিং সেশনে অংশগ্রহণকারীদের র‍্যাম্প ওয়াক, স্টেজ প্রেজেন্স ও ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা জনপ্রিয় অভিনেত্রী পায়েল সরকারের। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ৫ জুন পরবর্তী গ্রুমিং সেশন এবং ৭ জুন সেক্টর ফাইভে মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চলছে।

বিশ্ব জাদুঘর দিবসের আড়ালে তালাবন্ধ গুরুসদয় সংগ্রহশালার দুষ্প্রাপ্য সম্ভার

অশোক সেনগুপ্ত

সোমবার বিশ্বের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় হইহই করে পালিত হল বিশ্ব জাদুঘর দিবস। একরাশ অনিশ্চয়তা আঁধারেই পড়ে রইল জোকার তালাবন্ধ ঐতিহ্যপূর্ণ গুরুসদয় সংগ্রহশালা। বাংলার গর্ব এই সংগ্রহশালা ২০২০-র সেপ্টেম্বর থেকে বন্ধ হয়ে আছে। অভিযোগ, সরকারের আন্তরিকতার অভাব আর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের শিকার হয়েছে আইসিএস গুরুসদয় দত্তের এই স্বপ্নের মন্দির।

অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জায়গায় প্রশাসক ছিলেন গুরুসদয় দত্ত। পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ছিল তাঁর আগ্রহের বিষয়। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগ্রহ করতেন প্রাচীন বঙ্গসংস্কৃতির নানা দ্রষ্টব্য। মূলত ১৯২৯ থেকে এক দশকের সংগ্রহ নিয়ে ১৯৬৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ঠাকুরপুকুরে গুরুসদয়বাবুর কেনা প্রায় ৫ বিঘা জমির একাংশে তৈরি হয় সংগ্রহশালা।

গ্রামবাংলার সমাজজীবনের হরেক ছবি জীবনভর কাঁথায় তুলে রেখেছিলেন চপলাবালা রায়। আর এক বধূ মানদাসুন্দরী দাসী ছোট বয়সে বিধবা হয়ে জমিদার বাবার বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন। এঁদের মতো অনেকে বয়নশিল্পে ফুটিয়ে তুলেছিলেন জীবনের নানা কথা, গল্প। এ ধরনের বেশ কিছু কাঁথা ছাড়াও প্রাচীন মন্দিরের দরজার ফ্রেম, পুরনো তাস, নানা ধরনের পট, স্ক্রলপেন্টিং প্রায় ২৩০০ লোকশিল্প সংগ্রহ করেছিলেন গুরুসদয় দত্ত। প্রাচীন কাঁথা থেকে

কাঠশিল্প, পট থেকে মুখোশ, বাংলার দুর্মূল্য নানা লোকশিল্প ও ঐতিহ্যের সম্ভার বাক্সবন্দি হয়ে আছে সেখানে।

সংগ্রহশালা বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে এর প্রাক্তন কার্যকরী সচিব বিজনকুমার মণ্ডল বলেন, ১৯৮৪ সালে বেঙ্গল ব্রতচারী সমিতির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের ডেভলপমেন্ট কমিশনারের (হ্যান্ডলুম) চুক্তিতে ঠিক হয়েছিল, সংগ্রহশালা রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের যাবতীয় অর্থ দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। এই অর্থ পেতাম প্রতি বছর এপ্রিল থেকে পরের বছর মার্চের হিসাবে।

বিজনবাবু জানান, ক্রমে সেই অনুদান বন্ধ হয়ে যায়। সংগ্রহশালার ১৩ জন কর্মীর ১০ জন স্থায়ী। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের টাকা না-পেয়ে তাঁরা এমনিতেই ছিলেন হতাশ ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিজনবাবুর বক্তব্য, পঞ্চম বেতন কমিশনের হিসেবে ওঁদের বেতন খাতে বছরে ৩১ লক্ষ টাকা লাগে। এই টাকা আর রক্ষণাবেক্ষণের খাতে ৫ লক্ষ মোট ৩৬ লক্ষ কেন্দ্র দিয়েছিল। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের টাকা বরাদ্দ করতে ডেভলপমেন্ট কমিশনারের কাছে অনুরোধ করেছিলাম। দিল্লির নেতিবাচক সিদ্ধান্ত জেনে সবাই হতাশ।

সংগ্রহশালার দুষ্প্রাপ্য পেন্টিংগুলি বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলেন? বিজনবাবুর জবাব, কেন্দ্রের দেওয়া ১২ লক্ষ টাকায় ২০০৮-এ লখনউ থেকে ৫৫টি স্ক্রল পেন্টিং সংরক্ষণ করিয়ে এনেছিলাম। আর ছোটগুলি এখানকার বিভাগে সংরক্ষণের চেষ্টা হচ্ছিল। সংরক্ষণের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছিল উপরমহলে। সম্মতি আসেনি। তিনি বলেন, সাধারণত সেপ্টেম্বর মাসে আসত এই অনুদান। তা বন্ধ হয়ে যায়। কয়েক দফায় আমরা বিভিন্ন জায়গায় চিঠি দিই। পরে দিল্লি থেকে চিঠিতে জানতে পারি ওরা আর অনুদান দেবে না। আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ চেয়েছিলাম। সাড়া পাইনি। গুরুসদয় সংগ্রহশালা খোলা রাখার চেষ্টায় তহবিলের খোঁজে করছিলেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সাড়া না পেয়ে বন্ধ হয়ে যায় গোটা দেশের অন্যতম ঐতিহ্যপূর্ণ, অনন্য এই সংগ্রহশালা।

বকেয়া টাকা না পেয়ে সংগ্রহশালার ২-৩ জন কর্মী চাবিগুচ্ছ নিজেদের কাছে রেখে দেয়। কোনও পরিস্থিতিতে তারা সেই চাবি আমাদের হাতে দেননি। একটি বিশেষ দলের মদতপুষ্ট ওই কর্মীরা চাবি হস্তান্তর করতে রাজি না হওয়ায় আমরাও ভিতরে ঢুকতে পারছি না। আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস তাই আমাদের কাছে নিছকই ধূলিমলিন চকচকে বাক্য!

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

NAME CHANGE

I Sabina Yasmin W/o- Babul Sk, resident of Vill- Andhua, PO: Beniagram, PS- Farakka, Dist- Murshidabad, WB-742212 vide an affidavit before the Notary, Jangipur Court on 16.05.2026 that Sabina Yasmin and Jeelle Bibi is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Jahar Majumdar,** S/o- Lt. Arun Krishna Majumdar, resident of Krishna Nath Ray Lane,Ward No.13, P.O.- Krishnagar, P.S.- Kotwali, Dist- Nadia, Pin -741101, W.B. That the "Jahar Majumdar" and "Jahar Majuimdar" is one and same identical person vide affidavit In the Court of the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Krishnagar, Nadia dated 16-05-2026

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী, মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর।

রেফা ঃ এ্যক্ট ৩৯ এল এ কেস নং ৪৯/ ২০২৩

দরখাস্তকারী ঃ- শ্রী শুভাশীষ দেশমুখ, পিতা- মৃণাল কান্তি দেশমুখ স্বয়ং এবং নাবালিকা কন্যা শুভশ্রী দেশমুখের পক্ষে পিতা- শ্রী শুভাশিষ দেশমুখ, উভয়ের ঠিকানা- সি/ ৩০৩ জ্যোতি রেসিডেন্সি, ২০ গোপাল বাগ, পোঃ ও থানা- [illegible]

AFFIDAVIT

I, **Deep Saha** S/O Sri Nemai Chandra Saha residing at 62, Harish Mukherjee Road, P.S. - Kalighat, Kolkata - 700025, W.B. do hereby declare vide affidavit no. 51 dated 05.05.2026 before the Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate, Calcutta that my father's actual and full name is Nemai Chandra Saha and it is recorded in his Aadhar Card but due to some inadvertence, his name has been recorded as Nemai Saha in my Madhyamik Admit Card, Mark Sheet and certificate issued by the WBBSE. Nemai Chandra Saha and Nemai Saha are both same and one identical person i.e. my father.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী বলাকা মলি দত্ত,** পিতা ৺মানবেন্দ্রনাথ বসু, সাকিম ২৬ মনোহর পুকুর রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, লেক, উত্তর ২৪ পরগনা, মহাশয়া বিগত ইং ১৫/০১/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-II, আলিপুর, সাউথ ২৪ পরগনা, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00551/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী সায়নদীপ ঘোষ,** পিতা ৺শঙ্কর ঘোষ, সাকিম ৭৮ বকুল বাগান রোড, ভবানীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি, সম্পত্তির অপর শরীকগণ **১)শ্রী সরোজেন্দ্র নাথ বসু,** পিতা ৺ননীগোপাল বসু, **২)শ্রী দেবাশীষ বসু,** পিতা ৺সৌরেন্দ্রনাথ বসু, **৩)শ্রীমতী তপতী বসু,** পিতা ৺সৌরেন্দ্রনাথ বসু, স্বামী শ্রী অমিতাভ বসু, **৪)শ্রীমতী কাজরী ঘোষ,** পিতা ৺মানবেন্দ্রনাথ বসু, স্বামী শ্রী সায়নদীপ ঘোষ, মহাশয়/ মহাশয়াগণের সহিত যৌথ ভাবে বিগত ইং ১৩/০১/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, [illegible] 2026 [illegible] **শ্রী শ্যাম সুন্দর পাল** [illegible]

ইতি- শ্রী সায়নদীপ ঘোষ, আমমোক্তার

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 14/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12100 নং এফিডেভিড বলে আমি Aishee Das, D/o. Kartick Das, R/o. Rameswarpur, Pandua, Hooghly-712152, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 139, dtd. 21.04.1998) আমার পিতার সঠিক নাম Kartick Das-এর পরিবর্তে Karttick Das লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Kartick Das, Karttick Das & Kartick Chandra Das S/o. Kedar Nath Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

গত 14/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 12123 নং এফিডেভিট আমি Sonali Sarkar (old name) W/o. Asim Kumar Rudra, D/o. Tarun Sarkar, R/o. 209, Jugipara Lane, Jain Mandir, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sonali Sarkar নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Indrani Rudra (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Indrani Rudra & Sonali Sarkar W/o. Asim Kumar Rudra, D/o. Tarun Sarkar, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 13/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12000 নং এফিডেভিড বলে আমি Jahir Hasan S/o. Md. Habibullah, R/o. Khanyan Paschim Para, Khanyan, Pandua, Hooghly-712147, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার আধার কার্ডে, প্যান কার্ডে, ভোটার কার্ডে ও আমার শিক্ষাগত নথিপত্রে আমার পিতার সঠিক নাম Md. Habibullah-এর পরিবর্তে Mahammad Habibullah or Maha Habibullah লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Md. Habibullah, Mahammad Habibullah or Maha Habibullah সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

আমি, Sujata Roy D/o. Asim Roy, R/o. 23 Jashra, Chakdaha, Nadia-741222, W.B. গত ইংরাজীর 15/05/2026 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ও নাম পরিবর্তন করিয়া Ayesa Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর 18/05/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর হুগলী কোর্টে 15416 নং এফিডেভিট বলে আমি Ayesa Khatun & Sujata Roy D/o. Asim Roy, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমি, Raju Malick S/o. Uttam Malick, R/o. Brindabanpur, Uluberia, Howrah-711316, W.B. গত ইংরাজীর 12/05/2026 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া ও নাম পরিবর্তন করিয়া Raju Mallick নামে পরিচিত হইয়াছি। গত ইংরাজীর 18/05/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর হুগলী কোর্টে 15417 নং এফিডেভিট বলে আমি Raju Mallick & Raju Malick S/o. Uttam Malick, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION WEST BENGAL
KRETA SURAKSHA BHAWAN (GROUND FLOOR) 11A, MIRZA GHALIB STREET, KOLKATA- 700087

NOTICE

To,
Sri Rathijit Das S/O Late Rathindra Nath Das, Resident Of Duttapukur Station Road, PO: & PS: Duttapukur; District- North 24 Parganas, Pin- 743248, West Bengal

Whereas, The Oriental Insurance Co. Ltd. & Ors. have instituted an Appeal being No. SC/19/FA/30/2025 against you. Therefore, you are hereby summoned to appear before the Hon'ble Bench- II of this Commission in person or by a pleader or by authorised representative on the 4th day of June '26 at 10: 30 O' Clock in the forenoon failing which the case will be heard and considered in your absence.

Given under my hand and seal on behalf of the Commission, this 16th day of January, 2026.

By Order
**Sd/- Registrar-in-charge
State Commission, W.B.**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **মৃত্যুঞ্জয় মান্না ওরফে মৃত্যুঞ্জয় ধীবর,** পিতা ৺পশুপতি মান্না ওরফে পশুপতি ধীবর, সাকিম নপাড়া, কেওতারা, জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩১৬৬, মহাশয়, বিগত ইং ৩০/০১/২০২৪ তারিখে A.D.S.R., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-00436/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**পূর্ণিমা মাল,** [illegible]

ইতি- পূর্ণিমা মাল, আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

In the court of Additional District and Sessions Judge Fast Track 2nd Court, Contai, Dist.- Purba Medinipur

Mat. Suit - 153/2023

U/s.- 9 of Hindu Marriage Act-1955 for Restitution of Conjugal Rights

D.F.-...21/05/2026

শ্রী গৌরব জানা ....দরখাস্তকারি

বনাম

শ্রীমতী গীতারানী ....প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা আপনাকে **শ্রীমতী গীতারানী জানা,** স্বামী শ্রী গৌরব জানা প্রযত্নে পিতা শ্রী প্রশান্ত মান্না , সাং - ভবানীপুর, পোঃ- সুভাষগ্রাম , থানা- সোনারপুর, জেলা-দঃ ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১৪৭। আপনাকে জানানো যায় যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারি **শ্রী গৌরব জানা** আপনার বিরুদ্ধে ভারতীয় হিন্দু বিবাহ আইনের ৯ of ১৯৫৫ ধারা মতে মামলা দায়ের করিয়াছে। এতদ্বারা আপনাকে জানানো যায় যে, উক্ত বিষয়ে আপনার কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ইং - ২১/৫/২০২৬ তারিখে মাননীয় আদালতে বেলা ১০.৩০ মিনিটে হাজির থাকিয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক কার্য করা হইবে।

অনুমত্যানুসারে, Biswanath Jana
Bench Clerk,
Addl. Dist. & Sessions Judge
Fast Track 2nd Court at Contai,
Purba Medinipur. 15.05.26

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)আল্পনা মন্ডল ওরফে আল্পনা মন্ডল, ২)সান্ত্বনা রায়, ৩)শ্রী সুব্রত সামন্ত,** [illegible]

ইতি- শ্রীমতী বন্দনা অমিয় মন্ডল ওরফে বন্দনা এ মন্ডল, আমমোক্তার

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা — [illegible]

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯শে মে, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ। মঙ্গলবার। তৃতিয়া তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী রবি র মহাদশা কাল বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সন্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্ত্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্ত্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ১৯ মে ২০২৬, ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, মঙ্গলবার

জাহাঙ্গিরকে শর্তসাপেক্ষ রক্ষাকবচ

■ **ফলতার ময়দানে ব্যালট যুদ্ধের আগেই আইনি লড়াইয়ে জয় পেলেন তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান। কলকাতা হাইকোর্ট সোমবার স্পষ্ট জানাল, ২৬ মে পর্যন্ত তাঁকে আটক করা যাবে না। তবে শর্ত আছে। তদন্তে পুরো সহায়তা করতে হবে, ভোটারদের উপর কোনও চাপ সৃষ্টি করা চলবে না, আর নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মানতে হবে অক্ষরে অক্ষরে। ২৯ এপ্রিলের ভোট বাতিল হওয়ার পর ২১ মে ফের ভোট ফলতায়। ফল ঘোষণা ২৪ মে। ঠিক তার আগে মে মাসেই জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে পাঁচটি ফৌজদারি মামলা দায়ের হয় ফলতা থানায়। রাজ্যের আইনজীবীর দাবি, কেন্দ্রের বুথ দখল ও যন্ত্রে কারচুপির নেপথ্যে এই প্রার্থীই মূল চক্রী। জাহাঙ্গিরের পক্ষের আইনজীবী কিশোর দত্তের পালটা যুক্তি, ৪ মে বিধানসভার ফল বেরোতেই মামলার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ভোটে লড়া গণতান্ত্রিক অধিকার। আবার অভিযোগও হালকা নয়। তাই দরকার ভারসাম্য। গুরুতর অপরাধের প্রমাণ মিললে পুলিশ আদালতকে জানাবে। সব মামলার নথি সাত দিনে জাহাঙ্গিরকে দিতে হবে। ডায়মন্ড হারবারের এই দাপুটে নেতা এক সময় পুলিশ কর্তাকে বলেছিলেন, আপনি সিংহম হলে আমি পুষ্পা, ঝুঁকেগা নেহি। পালাবদলের বাংলায় সেই 'পুষ্পা' আপাতত আইনের রক্ষাকবচে। ভোটের আগে গ্রেপ্তারির খাঁড়া সরলেও, প্রচারের মাঠে তাঁর প্রতিটি শব এখন নজরদারিতে।**

কলেজে ভর্তির আবেদন শুরু

■ **ফর্ম তুলতে ভোররাতের লাইন, এক কলেজ থেকে আরেক কলেজে দৌড়;উচ্চমাধ্যমিক পেরোনো ছাত্রছাত্রীদের সেই দিন শেষ। সোমবার থেকে চালু হল রাজ্যের কেন্দ্রীয় ভর্তি পোর্টাল। টাকা ছাড়াই আবেদন চলবে ১ জুন পর্যন্ত। http//www.banglaruchchashiksha.wb.gov.in বা সরাসরি http//wbcap.in-এ গিয়ে নিজের মোবাইল নম্বর দিয়ে নথিভুক্তি। তারপর আবেদনপত্র পূরণ। এক জন সর্বোচ্চ ২৫টি কলেজ বা বিষয়ে আবেদন করতে পারবে। ৪৬০টি সরকারি ও সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে তালিকায়। ৯ জুন প্রকাশিত হবে বিষয় ও কলেজভিত্তিক মেধা তালিকা। প্রথম দফার ভর্তি ৯ থেকে ১৫ জুন। ২০ জুন ফের আসন বরাদ্দের তালিকা। দ্বিতীয় দফার ভর্তি ২০ থেকে ২৩ জুন। ২৭ জুন থেকে ৪ জুলাই কলেজে গিয়ে নথি যাচাই। ক্লাস শুরু ৬ জুলাই। অতীতে ভর্তি ঘিরে বাড়তি টাকা নেওয়ার নালিশ উঠেছে বারবার। সেই দুর্নীতি রুখতেই গত বছর কেন্দ্রীয় পোর্টাল চালু করেছিল তৎকালীন সরকার। নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়েই সেই ব্যবস্থা বহাল রাখল। শিক্ষায় স্বচ্ছতার দাবি শুধু স্লোগান নয়, প্রমাণ হয় পদ্ধতিতে। এই পোর্টাল সেই পরীক্ষার প্রথম ধাপ। ভর্তি হবে মেধায়, পকেটের জোরে নয়; বার্তা স্পষ্ট। এখন দেখার, সার্ভার ঠিক চলে কি না, আর গ্রামের ছেলেমেয়েরা সত্যিই সুবিধা পায় কি না।**

ভোগান্তি থেকে রেহাই!

■ **দীর্ঘদিনের যানজটের অভিশাপ পেরিয়ে অবশেষে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল পূর্ব কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত সংযোগস্থল চিংড়িঘাটা। মেট্রো রেল প্রকল্পের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের কাজ নির্দিষ্ট সময়সীমার আগেই শেষ হওয়ায় চরম ভোগান্তি থেকে রেহাই পেলেন লক্ষাধিক নিত্যযাত্রী। প্রশাসনের আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে যেভাবে দ্রুততার সঙ্গে এই পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হল, তা এক কথায় নজিরবিহীন।ইএম বাইপাস এবং সল্টলেকের এই সংযোগস্থলে গত কয়েকদিন ধরে রুদ্ধশ্বাস গতিতে কাজ চলেছে। ট্রাফিক পুলিশের কড়া নজরদারি এবং মেট্রো ইঞ্জিনিয়ারদের যৌথ তৎপরতায় সাত দিনের নির্ধারিত কাজ মাত্র কয়েক দিনেই গুটিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে সপ্তাহের প্রথম দিনেই চেনা যানজটের মুখোমুখি হতে হয়নি সাধারণ মানুষকে।**

১ জুনের আগেই জনতার দরবার, অভিযোগ শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কথা ছিল জুনের প্রথম দিন থেকে। কিন্তু ১৮ মে সকালেই সল্টলেকের বিজেপি সদর দপ্তরে বসে গেল মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবার। শুভেন্দু অধিকারী শুরু করলেন দশ দিন আগেই। ছিলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়ও। শুভেন্দু অধিকারীকে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা অভ্যর্থনা জানান। বর্তমানে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনছেন তিনি। জানা গিয়েছে, 'জনতার দরবারে'র প্রথম দিনেই চাকরিপ্রার্থীদের ভিড়। ভোর থেকে লাইন। জেলায় জেলায় ছড়িয়ে থাকা ক্ষোভ, জমির দখল, প্রশাসনের ঢিলেমি, চাকরির আর্জি, আইনশৃঙ্খলার নালিশ; সব এসে জমল এক ছাদের নিচে। শিক্ষার্থী থেকে কৃষক, দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা। প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী। কয়েকটি ক্ষেত্রে

তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থার আশ্বাসও দিলেন। দলের এক নেতার দাবি, ৯ মে শপথের পরই নিয়মিত জনশুনানির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন শুভেন্দু।

উল্লেখ্য, এর আগে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে বিএসএফকে জমি হস্তান্তর, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, সরকারি চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা পাঁচ বছর বৃদ্ধি, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার চালু করার মতো একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথ, ও এক সময় বিহারে নীতীশ কুমারের দেখানো পথেই হাঁটলেন তিনি। প্রাচীন রাজসভার ছায়া ফিরল আধুনিক দপ্তরে। তবে উমা ভারতীর মধ্যপ্রদেশের অভিজ্ঞতা বলছে, ভিড় সামলাতে না পারলে এই উদ্যোগও মুখ থুবড়ে পড়ে। বিজেপির দাবি, ৯ থেকে ১৬ মে; এক সপ্তাহেই 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার দেখিয়েছে গতি। পনেরো বছরে যা হয়নি, তা শুরু হয়েছে প্রথম সাত দিনে। জনতার দরবার সেই বার্তারই অংশ। পালাবদলের পর আস্থা অর্জনই বড় চ্যালেঞ্জ। সল্টলেকের এই জমায়েত বোঝাল, মানুষ সরাসরি শাসকের কাছে পৌঁছতে চায়। শুভেন্দুর পরীক্ষা এখন, শোনার পর কতটা সমাধান হয়।

টানা ৯ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর ইডির হাতে গ্রেপ্তার সোনা পাপ্পু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইডির হাতে গ্রেপ্তার বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পু। সোমবার সকালে সল্টলেকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেন পাপ্পু। সকাল থেকে টানা ৯ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর রাতে তাঁকে আর্থিক প্রতারণা এবং তোলাবাজি মামলায় গ্রেপ্তার করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। গত ফেব্রুয়ারিতে রবীন্দ্র সরোবর থানা এলাকায় গোলমালের ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল পাপ্পুর। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই গন্ডগোলের নেপথ্যে ছিলেন সোনা পাপ্পু। তাঁর সঙ্গীরাই গন্ডগোল, ভাঙচুর চালিয়েছিল। ওই ঘটনায় পুলিশ বেশ কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করলেও পাপ্পু ফেরার ছিলেন। টানা তিন মাস খোঁজ ছিল না। যদিও এদিন ইডির দরজায় পা রেখেই সাংবাদিকদের বলেছিলেন, কোনও অপরাধ করিনি। জীবনে তোলাবাজি করিনি। যদিও তাঁর নাম প্রথম বড় করে উঠে আসে রবীন্দ্র সরোবর থানা এলাকায় বোমাবাজির পর। তদন্তে বেরোয় বেআইনি লেনদেনের সূত্র। দক্ষিণ কলকাতার

বাড়িতে হানা দেয় কেন্দ্রীয় সংস্থা। সেই সূত্র ধরেই গ্রেপ্তার হন ডেপুটি কমিশনার শান্তনু সিনহা বিশ্বাস ও ব্যবসায়ী জয় এস কামদার। ইডির দাবি, সোনা পাপ্পুর হাত ধরেই লাভবান হয়েছিলেন শান্তনু। অথচ ফেরার থেকেও নিয়মিত ফেসবুক লাইভে সরব ছিলেন পাপ্পু। রাজ্যে পালাবদলের পরই গ্রেপ্তারির তালিকা লম্বা হয়। নোটিসের পর নোটিস যায়, হদিস মেলে না। শেষে আত্মসমর্পণের সুরে হাজিরা দিলেও ইডির হাতে গ্রেপ্তার হলেন সোনা পাপ্পু।

রবীন্দ্র সরোবর থানা এলাকায় গোলমালের ঘটনায় যখন পাপ্পুর খোঁজখবর চলছে, সেই সময় তাঁর বাড়িতে হাজির হয় ইডি। একই সঙ্গে ব্যবসায়ী জয় কামদারের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়েছিল। ওই অভিযানে টাকা ছাড়াও একটি দামি গাড়ি এবং বেশ কিছু সম্পত্তির নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ইডি সূত্রে জানা যায়, পাপ্পুর বাড়ি থেকে একটি বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয়। যে বিদেশি পিস্তল তাঁর বাড়িতে মিলেছিল, তা কামদারের মাধ্যমে কেনা হয়েছিল বলে অভিযোগ। পাপ্পুর নামে বেশ কয়েকটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। তোলাবাজি, হুমকি-সহ নানা অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। অস্ত্র আইনেও মামলা রয়েছে। এই মামলার সূত্র ধরেই গত মাসে ফার্ন রোডে কলকাতার পুলিশকর্তা (ডিসি) শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের বাড়িতে হানা দিয়েছিল ইডি। পাপ্পুর মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে থানায় ডাকা হয়েছিল শান্তনুকে। পরে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়েন যাঁরা, তাঁদের যোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে: সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বত্রিশ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরির ভবিষ্যৎ এবার শীর্ষ আদালতের নজরে। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট মামলাটি শুনানির জন্য গ্রহণ করেছে। তবে আপাতত কোনও স্থগিতাদেশ না থাকায় কর্মরত শিক্ষকরা কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি সতীশ চন্দ্র শর্মার বেঞ্চ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সমন পাঠিয়েছে। আগামী অগস্টের তৃতীয় সপ্তাহে পরবর্তী শুনানি। শুনানির সময় বেঞ্চের স্পষ্ট বার্তা, ছোটদের ভবিষ্যৎ গড়ার দায়িত্ব যাঁদের কাঁধে, তাঁদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আছে কি না, তা দেখা জরুরি। শিক্ষকতার মতো দায়িত্বপূর্ণ কাজে মান নিয়ে কোনও ছাড় চলে না, জানিয়েছে আদালত। এই আইনি লড়াইয়ের শুরু ২০১৬ সালের নিয়োগ ঘিরে। অনিয়মের অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চ বত্রিশ হাজার শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল করেছিলেন তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। পরে ডিভিশন বেঞ্চ সেই আদেশ খারিজ করে শিক্ষকদের বহাল রাখে। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করেই সুপ্রিম কোর্টে আসা। শীর্ষ আদালত আপাতত হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করেনি। ফলে শিক্ষকরা বর্তমান অবস্থায় বহাল থাকছেন। অগস্টের শুনানিতে যোগ্যতা যাচাইয়ের দিকেই নজর থাকবে আদালতের। রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা ও নিয়োগ বিতর্কে নতুন মোড় আনল সোমবারের এই পদক্ষেপ। রায়ের দিকে তাকিয়ে হাজারো শিক্ষক, অভিভাবক ও রাজনৈতিক মহল।

দক্ষিণ দমদমের প্রাক্তন পুরপ্রধান ইডি দপ্তরে, পুর নিয়োগ তদন্তে নতুন মোড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতির জট খুলতে এবার দুজনকে এক ঘরে বসাতে চায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল। দক্ষিণ দমদমের প্রাক্তন পুরপ্রধান পাঁচু রায় সোমবার সল্টলেকের কেন্দ্রীয় দপ্তরে ঢুকতেই জল্পনা তুঙ্গে। গত সপ্তাহে গ্রেপ্তার হওয়া প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের ফারাক মাপতে চায় সংস্থা।

অভিযোগের কেন্দ্রে দেড়শো নামের এক গোপন তালিকা। তদন্তকারীদের দাবি, সেই তালিকা ধরেই অযোগ্য প্রার্থীদের চাকরি পাইয়ে দিতে চাপ দেওয়া হয়েছিল। বিনিময়ে বিপুল বেআইনি লাভের হিসাব মিলেছে। সুজিত বসু এখন হেপাজতে। নিয়োগ পর্বে পুরসভার শীর্ষে ছিলেন পাঁচু রায়। তাই অনুমোদনের ছাপ্পা কীভাবে পড়ল, কার নির্দেশে পড়ল, সেই শিকড়ে পৌঁছতে মরিয়া দলটি। দু'জনের কথার অমিল ধরতে পারলেই তদন্তের পরবর্তী ধাপ খুলে যাবে।

এই কেলেঙ্কারি শুধু দক্ষিণ দমদমে থেমে নেই। মধ্যমগ্রাম পুরসভার নিয়োগ নিয়েও মন্ত্রী রথীন ঘোষকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে আগেই। একের পর এক শীর্ষ নাম জড়িয়ে পড়ায় প্রাক্তন শাসক শিবিরের অস্বস্তি বাড়ছে। কোনও সাময়িক রক্ষাকবচ দেয়নি আদালত। ফলে তদন্তের গতি থামছে না।

গারুলিয়া পুরসভায় কাজ না করেই ১০০ জন কর্মী বেতন নিতেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ৪ মে নির্বাচনের ফল বেরোতেই তৃণমূল পরিচালিত পুরসভাগুলোতে পরিষেবা পুরো অচল হয়ে পড়ে। চরম ভোগান্তির শিকার হন পুর অঞ্চলের বাসিন্দারা। পরিষেবা সচল রাখতে ময়দানে নামেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। সোমবার বেলায় নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং গারুলিয়া পুরসভায় পুরপ্রধান ও আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, ১০০ জন কর্মী কাজ না করেই বেতন নিতেন। একজন কাউন্সিলরের পুত্র আড়াই বছর কাজই করেনি। অথচ তিনি বেতন তুলেছেন। তাঁর হুঁশিয়ারি, যাঁরা দুর্নীতিতে যুক্ত। তাঁরা কেউ ছাড় পাবেন না। দুর্নীতি প্রমাণিত হলে তাঁকে জেলে ঢুকতে হবে। বিধায়কের সাফ বক্তব্য, যাঁরা কাজ না করে বেতন নিয়েছেন। তাঁদের যাঁরা হাজিরা নিয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে টাকা ফেরত নিতে হবে। তাঁর দাবি, তৃণমূলের অধিকাংশ কাউন্সিলর পুরসভার ঠিকাদার। ঠিকাদারেরা উন্নয়নমূলক কাজ না করেই টাকা তুলেছেন। তাঁর কথায়, সাতদিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। গঙ্গা ভাঙন নিয়ে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, গঙ্গা ভাঙন রোধে প্রজেক্ট তৈরি করে তাঁর কাছে জমা দিলেই তিনি কাজ শুরু করবেন। উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভা পরিদর্শনে গিয়ে জঞ্জাল সমস্যা-সহ বেশ কিছু সমস্যা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং। বৈঠক শেষে তিনি বলেন, জঞ্জাল এখানকার বড় সমস্যা। রাস্তার ধারে জমে থাকে আবর্জনার স্তূপ। জমি সংক্রান্ত সমস্যার জন্য এখানে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু হয়নি। জমির সামনে কিছু লোক বসবাস করছেন। উক্ত জমি উদ্ধার করে ওই প্রকল্প শীঘ্রই চালু করতে হবে। তাঁর অভিযোগ, পুর অঞ্চলে পুকুর ভরাট ও অবৈধ নির্মাণ হয়েছে। পুরসভায় বসেই কিছু সরকারি কর্মী দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। এক্সিকিউটিভ এবং ফিন্যান্স অফিসারদের বলা হয়েছে তদন্ত করে তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে। এফআইআর দায়ের না করা হলে আধিকারিকদের বিরুদ্ধেই তাঁরা এফআইআর দায়ের করবেন। ব্যারাকপুর পুরসভা পরিদর্শনে গিয়ে নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং বলেন, যাঁরা দুর্নীতিতে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে পুরপ্রধানকে বলা হয়েছে। অন্যথায় পুরপ্রধানের বিরুদ্ধেই এফআইআর করা হবে। বিধায়ক বলেন, উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হলে জানালে তিনি সেই সমস্যা সমাধানের জন্য সহযোগিতা করবেন।

রাজ্যে বুলডোজার দিয়ে উচ্ছেদের প্রতিবাদে মিছিল করল বাম সমর্থকরা। ছবি: অদিতি সাহা

সাংসদ অভিষেকের চিঠিতে শিলমোহর নয়, বিরোধী দলনেতার ঘর পেলেন না শোভনদেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়মের গেরোয় আটকে গেল বিধানসভার বিরোধী দলনেতার আসন। সোমবারও তালাবন্ধ রইল ঘরটি। গোলমালের কেন্দ্রে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো এক চিঠি। সচিবালয় সাফ জানিয়ে দিয়েছে, ওই চিঠির কোনও আইনি মান্যতা নেই। ঘটনার শুরু বালিগঞ্জের প্রবীণ বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে পরিষদীয় দলের নেতা ঘোষণা ঘিরে। দলীয়ভাবে তাঁর নাম পাঠানো হয়েছিল অভিষেকের সই করা চিঠিতে। সচিবালয়ের যুক্তি, অভিষেক লোকসভার সদস্য,

বিধানসভার নন। ফলে বিধি মেনে পরিষদীয় দলের বিষয়ে তাঁর চিঠি গ্রহণযোগ্য নয়। কেবল বিধায়করাই এই ক্ষমতার অধিকারী। ক্ষুব্ধ শোভনদেব তথ্যের অধিকার আইনে আবেদন করেছেন। তাঁর অভিযোগ, আগে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় এমন কড়াকড়ি ছিল না। বললেন, দরকারে রাস্তায় বসে কাজ করব, অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়াব না। আপাতত কুণাল ঘোষ, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়দের নিয়ে অন্য ঘরে বসছেন তিনি। সচিবালয়ের পালটা বার্তা, কারও চাপে বিধির বাইরে যাওয়া যাবে না। রাজনৈতিক মহলের মতে, একসময় শাসক শিবিরই বিধির দোহাই দিয়ে বিরোধীদের কোণঠাসা করেছিল। আজ সেই বিধিই বুমেরাং হয়ে ফিরছে। ঘর বণ্টন নিয়ে এই টানাপোড়েন আসলে ক্ষমতা বদলের পর নতুন সমীকরণেরই ইঙ্গিত।

পৈতে-পিণ্ডে ছাড়, পুজো কমিটিতে পদ, ধূপের ধোঁয়ায় পথ খুঁজছে সিপিএম

রাজীব মুখোপাধ্যায়

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ আপাতত সিন্দুকবন্দি। 'আফিং' বলে যে ধর্মকে এতকাল দূরে ঠেলেছিল সিপিএম, সেই ধর্মের দরজাতেই এবার কড়া নাড়ছে দল। পৈতে গলায় গায়ত্রী জপ, গয়ায় পিণ্ডদান, মনসার থানে দুধকলা, দরগায় সিন্নি; কমরেডদের জন্য সব খোলা। পার্টি বলছে, 'মায়ের পায়ে জবা' হতে চাইলে হোন, রেড কার্ড কাড়া হবে না। অঞ্জলি দিলেও শাস্তি নেই, মন্দির-মসজিদ-গির্জা-গুরুদ্বারে যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল।

আসলে অঙ্কটা ভোটের। ছাব্বিশের বিধানসভার ধাক্কা সামলে মুজফফর আহমদ ভবনে টানা দু'দিন বৈঠক করলেন সেলিম-শ্রীদীপ-বিমানরা। সঙ্গে ছিলেন সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবী। সূত্র বলছে, উদ্বেগ একটাই বিজেপির উত্থান। তাই ঠিক হল, 'সাম্প্রদায়িক' বিজেপিকে ঠেকাতে ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে চলবে না। বুথ বাঁচাতে মন্দির কমিটি, মসজিদ কমিটি, পুজোর চাঁদার খাতা; সব জায়গায় লাল পতাকা গুঁজে দিতে হবে।

এক প্রবীণ নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে হাসলেন, পাঁচ হাজার বছরেও মানুষ নাস্তিক হবে না, বুঝে গেছি। পেটে খিদে মুখে লাজ করে লাভ কী? সর্বশক্তিমান নেই, এটা বুঝতে লোকে আরও পাঁচ হাজার বছর নেবে। ততদিন আমরা থাকব কোথায়? আগে লুকিয়ে অঞ্জলি, এখন প্রকাশ্যে পুরোহিতের পাশে দাঁড়ানো। আগে ধর্মাচরণে শোকজ, এখন উৎসাহ। দলের একাংশ বলছেন, পার্টিকর্মীরা যেদিন নিজে থেকে বুঝবেন ঈশ্বর নেই, সেদিন আপনিই ভাটা পড়বে ধর্মে। কিন্তু আপাতত অস্তিত্বের প্রশ্ন। তাই মনসা-শীতলার দাপট মেনে নিয়েই লড়াই। রূপরেখাও তৈরি। জুন-জুলাই জুড়ে বুথ থেকে জেলা, তথ্য সংগ্রহ। প্রশ্নমালা যাবে একেবারে নিচুতলা পর্যন্ত। নির্বাচনে খেটেছেন অথচ সাংগঠনিক কাঠামোয় নেই, এমন শুভাকাঙ্ক্ষী, সাধারণ ভোটারের কথাও শোনা হবে 'লিসেনিং মোডে'। অগস্টের ২৯, ৩০ তারিখে বর্ধিত অধিবেশন। সেখানেই চূড়ান্ত হবে নতুন পথ।

সেলিম বলছেন, মিছিলে লোক, ভোটের বাক্সে নেই। এই ফাঁক মেরামত করতে হবে। মানুষের কথা শুনতে হবে, দুর্বলতা খুঁজতে হবে। তাই এবার ধূপের গন্ধ, শাঁখের আওয়াজ, আজানের সুর; সবই কমরেডের হাতিয়ার। একসময় দেওয়ালে লেখা থাকত, ধর্ম মানে নেশা। আজ সেই নেশাতেই মুক্তি খুঁজছে দল। রাস্তায় বেরোলে দেখা যাবে, পৈতে ঝুলছে গেঞ্জির উপর, হাতে পিণ্ডের থালা, কপালে তিলক, পাশে লাল ঝান্ডা।

রাজনীতির নিয়ম নির্মম, বদলাও, নয়তো হারাও। সিপিএম বদলাচ্ছে। দেখার, ধূপ-ধুনো-মন্ত্রে ভোটের বাক্স ভরে কি না। আর ঈশ্বর, যদি থাকেন, লাল কালিতে নাম লেখেন কি না।

গ্রেপ্তারি এড়াতে আদালতের দরজায় অভিষেক, শাহকে হুমকির মামলায় নয়া মোড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের ময়দানে মুখের লাগাম আলগা করার খেসারত দিতে হচ্ছে এবার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কটাক্ষের জেরে বিধাননগর উত্তর সাইবার থানায় অভিযোগ দায়েরের পরেই কলকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে আইনি ঢাল চেয়ে আবেদন জমা দিয়েছেন তাঁর আইনজীবী অর্ককুমার নাগ। অভিযোগ, ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের প্রচারে নিজের সামাজিক মাধ্যমের পাতায় অমিত শাহকে লক্ষ্য করে উসকানিমূলক কথা বলেছেন অভিষেক।

বাগুইআটির বাসিন্দা রাজীব সরকারের দাবি, ওই বক্তব্য শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে। তার ভিত্তিতেই পুলিশ মামলা রুজু করেছে। ঘাসফুল শিবিরের পালটা তোপ, বিরোধী কণ্ঠ রোধ করতেই মামলার অস্ত্র। বিজেপি নেতাদের সাফ জবাব, দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা বললে আইন নিজের পথে হাঁটবে। ভোট মিটতেই রাজনীতির মঞ্চ থেকে লড়াই গড়াল আদালতে। ক্ষমতা বদলের পর তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকে আইনি জালে জড়ানোর এই প্রবণতা রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বার্তা দিচ্ছে। হাইকোর্ট রক্ষাকবচ দেয় কি না, তার উপরেই নির্ভর করছে অভিষেকের আগামী দিনের রাজনৈতিক ছক। শুনানির দিকে তাকিয়ে দুই শিবিরই।

সম্পাদকীয়

বেআইনি দখলদার মুক্ত অভিযান এগিয়ে চলুক

রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রান্তিক রেল স্টেশন হল হাওড়া ও শিয়ালদহ। লোকাল ও দূরপাল্লা মিলিয়ে প্রতিদিন স্টেশন দুটি থেকে কমবেশি হাজার দু'য়েক ট্রেন যাতায়াত করে। যাত্রী সংখ্যা সবমিলিয়ে ৫০ লক্ষেরও বেশি। কিন্তু এরকম দু'টি স্টেশন কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল বেআইনি দখলদারদের দৌরাত্মে। হকারির নামে যত্রতত্র রেলের জায়গা দখল। কোথাও চলে কেনাকাটা, কোথাও বেআইনি পার্কিং, কোথায় রাজনৈতিক দাদাদের মদতপুষ্ট চামচাদের অফিস। সবই চলছিল বুক ফুলিয়ে। ভুক্তভোগী ছিলেন সাধারণ রেলযাত্রীরা। তাঁদের পাশ কাটিয়ে সতর্ক হয়ে চলতে হত। তাড়াতাড়ি যাওয়ার ওপায় নেই। দশ ফুটের রাস্তা দখলের চোটে কোথাও চার ফুট, কোথাও তিন ফুট। একদিকে ট্রেন ধরার তাড়া, কারও সঙ্গে লাগেজ, তার ওপর।কারও সাজানো পসরায় ছোঁয়া লাগলেই লাল চোখ। রেলের জমিতে এই সব বেআইনি দখলদারদের মাথায় হাত ছিল রাজ্যের পূর্বতন শাসক দলের। যতবার এদের সরানোর চেষ্টা হয়েছে, বাধা এসেছে শাসক দলের দিক থেকে। তৃণমূলের আগে সিপিএমও একই কায়দায় এই সব দখলদারদের মদত দিয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যে পালাবদল হতেই এবার নড়েচড়ে বসে রেল কর্তৃপক্ষ। গত কয়েকদিন ধরে শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশন ও স্টেশন চত্বর থেকে বেআইনি দখলদার হঠানোর অভিযান শুরু করেছে রেল। এরই মধ্যে হাওড়া, শিয়ালদহ স্টেশনকে দখলদার মুক্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে স্টেশন চত্বরের অনেকটা অংশই পুনরুদ্ধার করা গিয়েছে। যদিও রাজ্যের শাসক বাদে প্রায় সব বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি রেলের এই অভিযানের কড়া সমালোচনা করেছে। কিন্তু মজার কথা, যারা নিত্যযাত্রী, যারা বারো মাস এই সব সহ্য করেন, তারা এক বাক্যে রেলের পাশেই দাঁড়িয়েছেন। তারা খুশি। তবে এই উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে একটাই প্রশ্ন তাদের, অতীতের মতো কিছুদিন পরে ফের একই জায়গায় হকাররা বসে পড়বেন কি না। কারণ, এর আগেও একাধিক বার অভিযান চালানো হলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফের দখল হয়ে গিয়েছে রাস্তা। ফলে, সাধারণ মানুষ চাইছে, শুধু উচ্ছেদ নয়, দীর্ঘমেয়াদি নজরদারিও চলুক।

বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালির উপেক্ষাও কম নয়!

স্বপনকুমার মণ্ডল

বিগত বছরে নবান্নে পাঠানো দিল্লি পুলিশের একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষা নিয়ে এ দেশের বাঙালিদের মধ্যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল । চিঠিতে বাংলা ভাষাকে 'বাংলাদেশি ভাষা' বলায় স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালিমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া জেগে উঠেছে । ভাষাকে অস্বীকারেরের মাধ্যমে বাঙালির অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলার বিষয়টি আপনাতেই বাঙালিবিদ্বেষী মনোভাবকে সক্রিয় করে তোলে । অথচ বাঙালির মাতৃভাষা যে ক্রমশ মাতৃত্বহীনতার শিকার হয়ে চলেছে,সেদিক সচেতনতার তীব্র অভাব আমাদের চোখে পড়ে না। আসলে আমাদের ভাষা নিয়ে আমরা অনেকটাই ভাষাহীন নীরবতা পালন করি । যে যেভাবে পারছে, বুঝছে, শুনছে বা দেখছে, সবেতেই হ্যাঁ সূচক সম্মতি চোখেমুখে । বিশেষ করে নিজের ভাষার প্রতি বাঙালি বড় উদাসীন । প্রাচুর্যের উদাসীনতা স্বাভাবিক, কিন্তু স্বতন্ত্র আভিজাত্যের পক্ষে তা কখনওই গর্বের বিষয় নয় । 'আ মরি বাংলা ভাষা'র প্রতি অমোঘ আবেগ আমাদের উদাসীনতাতে নিস্তেজ হয়ে পড়ে । সেখানে ভাষা আন্দোলন থেকে দেশোদ্ধার, দেশদেশান্তরে বাঙালির বিস্তৃতি থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রভৃতি বাংলা ভাষার গৌরব ও সৌরভ যত মুখরিত হয়েছে, ততই তার ভাষা সচেতনতায় উদাসীনতা নেমে এসেছে । প্রাচুর্য গরিমাবর্ধক হলেও তাতে উদাসীনতা অনিবার্য । সেক্ষেত্রে বাঙালির ভাষা জ্ঞান এখন ভাসা ভাসা । মাতৃভাষার সঙ্গে ভাষার পার্থক্যটি সেখানে লোপ পেতে চলেছে । মাতৃভাষার গৌরববোধই তার ভাষিক চেতনায় ব্রাত্য হয়ে পড়েছে । আসলে মা আর মাতৃত্ব যেমন এক নয়, ভাষা ও মাতৃভাষাও স্বতন্ত্র । রামপ্রসাদী গানের কথায় আছে, 'মা হওয়া কি মুখের কথা / কেবল প্রসব করলেই হয় না মাতা' কথাটি ধ্রুব সত্য । জন্ম দিলে মা হওয়ার প্রচলিত ধারণার ফাঁকটি সেখানে প্রকট হয়ে ওঠে । মায়ের গরিমা তার মাতৃত্বে । সেই মাতৃত্ববোধ সব মায়ের মধ্যে থাকে না । সম্পর্কের আত্মিক যোগে ও তার আন্তরিক বিস্তারেই তার সৌরভ । পশুরাও মা হয়, কিন্তু তাদের মাতৃত্ব অচিরেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে । কেননা তাদের মায়ের সঙ্গে সম্পর্কটি শুধু ক্ষণস্থায়ীই নয়, মাতৃত্বও সেখানে অস্বীকৃত হয় । মানুষের ক্ষেত্রে সেই মাতৃত্বের সম্পর্ক আজীবন থাকে । অন্যদিকে মা হলেই মাতৃত্ব থাকে না । সন্তানের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ নিবিড় না হলে তার মাতৃত্ব জাগে না । সন্তানের মা হলেও সেই মায়ের মাতৃত্ব আত্মসংযোগে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে । সেখানে সম্বন্ধে মায়ের চেয়ে সম্পর্কে মা হওয়া জরুরি । অনেক মা-ই সম্বন্ধে মা হলেও আত্মিক সম্পর্কের অভাবে মাতৃত্বহীন মা হয়ে থাকে। আমাদের মাতৃভাষার ক্ষেত্রেও বিষয়টি লক্ষণীয় । সেক্ষেত্রে বাংলা শুধু বাংলার ভাষা নয়, বিশ্বের আপামর বাঙালির মাতৃভাষা । বাঙালির অস্তিত্বের সঙ্গে তার আত্মিক সংযোগ মায়ের সম্বন্ধে নয়, মাতৃত্বের সম্পর্কে । বাঙালিত্বের পরিচয়ে তার মাতৃভাষার অসপত্ন অধিকার।

অন্যদিকে বাংলা একটি অভিজাত ভাষা, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই । তার শিল্প-সাহিত্যের বিস্তার ও বৈভব আবিশ্ব পরিচিত । কিন্তু সে আভিজাত্য যেভাবে পরমুখাপেক্ষী হয়েছে, সেভাবে বাঙালির মুখে বিকশিত হয়নি । আমাদের ভাষার ঐশ্বর্য বিস্তারের দিকে যতটা আমরা মুখিয়ে থাকি বা থাকতে ভালোবাসি, ততটা অন্যদের ভাষার ঐশ্বর্যকে আপন করায় সক্রিয় হতে পারিনি । অনুবাদের মাধ্যমে সেসব সম্পদ স্বদেশীয় ভাষায় আজও অধরা মাধুরী। বাংলাদেশের পক্ষে যাকিছু হয়েছে, এপার বাংলায় তাও লক্ষ করা যায় না। এজন্য বাঙালির আপনাতে আপনি তুষ্ট প্রকৃতি নিজের ভাষার ক্ষেত্রে শুধু উদাসীনতাই বয়ে এনেছে, বাংলাকেই বাঙালি মাতৃভাষার পরিবর্তে ভাষা করে তুলেছে । এই মানসিকতার মূলেই রয়েছে নিজের মাতৃভাষা সম্পর্কে আত্মিক সংযোগের তীব্র অভাব । সেখানে ভাষার সঙ্গে মাতৃভাষার পার্থক্য বোঝা যায় না। অন্যদিকে মাতৃভাষার প্রতি উদাসীনতায় তার ভাষিক চেতনায় আত্মিক যোগের অভাবে তার আভিজাত্যবোধ জেগে ওঠে না, উল্টে কাজের ভাষার চাহিদায় মাতৃভাষার প্রতি বিমুখতা স্বাভাবিক মনে হয়। বাংলা মাধ্যমের স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার মধ্যেই তা প্রতীয়মান । বাংলা ভাষার সঙ্গে বাঙালির মায়ের যোগ অমর একুশের দৌলতে মুখর হলেও তা অন্তরে স্থায়ী হতে পারেনি । কেননা মায়ের সম্বন্ধ অনাদরে উপেক্ষায় একসময় লোকে ভুলে যায়, মনে রাখতে চায় না। অথচ মাতৃত্বের স্মৃতি আজীবন বহন করে, আপন করে রাখে আজীবন । সেই মাতৃত্বের অভাবে অমর একুশে, উনিশে মে বা ১ নভেম্বরের গৌরব আমজনতার মধ্যে বিস্তার লাভ করেনি, শিক্ষিত সুধীজনের মধ্যেও তার পরিচয় আন্তরিক নয় । সেখানে মাতৃত্বের পরশে মাতৃভাষার মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বা আত্মপরিচয় খুঁজে পাওয়ার আন্তরিকতার বড় অভাব । 'কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,/ বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'র অন্ধ আনুগত্য বা 'তোমার গরবে, গরবিনী হাম, / রূপসী তোমার রূপে'র আত্মিকতাও কোনোটাই জরুরি নয়। কেননা তার আনুগত্যে আবেগ আছে, যুক্তি নেই ; তার আত্মিকতায় একাত্মতা আছে, স্বতন্ত্র সৌরভ নেই । সেখানে আমার মাতৃভাষা আমার অস্তিত্বই শুধু নয়, সন্তানের কাছে সবার সেরা মায়ের মতো গৌরব তার । বাঙালির মাতৃভাষার চেতনায় সেই আত্মিক অস্তিত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ববোধ দুটিরই সক্রিয়তার অভাব এখন আরও প্রকট ।

উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বাংলা ভাষাকে বনেদি আভিজাত্যে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন । সেই ভাষা বিশ্বের একটি সমৃদ্ধিশালী ভাষায় পরিণত হয়েছে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভাষায় পরিণত হয়েছে, আবার তাতে নির্বিকার উদাসীনতাও নিবিড় হয়ে উঠেছে । সেখানে বাঙালির ভাষা নিয়ে কোনো রূপ অস্মিতাবোধে আভিজাত্য প্রকাশ পায় না, নিজের মাতৃভাষার মধ্যেও নিজের ভাষা খুঁজে পায় না । শ্রেষ্ঠত্ববোধে পারলে ইংরেজির মতো বিজাতীয় ভাষাতে বাঙালিই বাংলা ভাষার দীনহীন অস্তিত্বকে জাহির করে । আসলে বাঙালিদের সঙ্গে তার মাতৃভাষার সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়েছে । এজন্য পুরনো ধারণাতেই বাংলা ভাষার গর্ব ও গৌরবের ঐতিহ্যের ধারাকে আমরা অভ্যাসের বশে বয়ে চলেছি, নতুন করে আর 'মোদের গরব, মোদের আশা / আ মরি বাংলা ভাষা'র আবেদনকে নিবিড় করতে পারি না । সেখানে বাংলা ভাষার দীনতা নয়, বাঙালির মনের হীনতাবোধই দায়ী । শ্রদ্ধাবোধের অভাব হলে অনাদর বা উপেক্ষাই শুধু স্বাভাবিক হয়ে আসে না, উদাসীনতাও অনিবার্য হয়ে ওঠে, দুর্বলতাও সক্রিয় হয় । সেই বাঙালির মাতৃভাষার সেই শ্রদ্ধাবোধের অভাবের মূলে তার সেই মাতৃত্ববোধের তীব্র সংকট। তার মায়ের সম্বন্ধ মাতৃত্বের সম্পর্কে পৌঁছায় না । শৈশবের মাতৃত্বকে মানুষ আজীবন মনের মধ্যে শ্রদ্ধায়, সম্মানে ও ভালবাসায় ধারণ করে চলে । সেখানে আমার মা আমারই মা-এর গৌরব আজীবন সৌরভ ছড়িয়ে যায় । সেই মা সবার থেকে ভালো কিনা বড় কথা নয়, আমার কাছে বড়'র চেতনা সদা সক্রিয় । সেই সক্রিয়তার অভাবে বাংলা আজ সম্পদশালী ভাষা হলেও বাঙালির মাতৃভাষায় গৌরাবান্বিত হয় না । মায়ের গৌরব মাতৃত্বের বিস্তারে । আবার সেই মাতৃত্বের মহত্ব প্রসব না করেও হতে পারে । সারদা দেবীর মতো সবার মা হওয়ার গৌরব শুধু সারদা মায়ের নয়, সমগ্র মাতৃকুলের । সেক্ষেত্রে একের মা অনেকের মা হতে পারে । আর তা হতে পারে মাতৃত্বের আপনত্ববোধে । বাংলা ভাষাকে যদি অবাঙালিদের মধ্যে মা বলে আপন করে নেয় বা নিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে, তা হলে বাঙালির মাতৃভাষার আসল সৌরভ প্রকাশ শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র । একের মা হওয়ার মধ্যে মায়ের স্বার্থপরতাই অনেকের মার হয়ে ওঠায় মহত্বের আধার হয়ে ওঠে । এজন্য মায়ের মাতৃত্ব জরুরি । সবাইকে আপন সন্তানের মতো উদার অন্তর্দৃষ্টি সেক্ষেত্রে একান্ত কাম্য । বাঙালিদের ক্ষেত্রে যেখানে নিজের মায়ের প্রতিই তীব্র উদাসীনতা বর্তমান, সেখানে অবাঙালিদের মধ্যে প্রত্যাশা কল্পনাতীত। মাতৃভাষার ক্ষেত্রে বাঙালির উগ্রতা কাম্য নয়, আবার উদাসীনতাও নয়, জরুরি মাতৃত্বের প্রতি সশ্রদ্ধ আত্মিক যোগ । সে যোগের অভাবে বাংলাও ক্রমশ বাংলা ভাষায় আত্মগোপন করে চলেছে, বাঙালির মাতৃভাষার ঐতিহ্যকে বিস্মৃতি ঘটিয়ে, ভাবা যায় !

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সরলতার পাঠশালা: তালপাতায় লেখা স্বপ্নের জীবন্ত উপাখ্যান

বেবি চক্রবর্তী

সকালবেলায় শিশিরভেজা বাতাস যখন তালগাছের পাতায় আলতো করে ছুঁয়ে যায়, তখন যেন প্রকৃতি নিজেই এক নিঃশব্দ পাঠশালার দরজা খুলে দেয়। সেই তালগাছ, যার ছায়ায় বহু প্রজন্ম বড় হয়েছে, সেই গাছেরই পাতা আজ হয়ে ওঠে শিক্ষার প্রথম খাতা। কচি হাতে ধরা থাকে একটি সরু কাঠি;কলমের বিকল্প, আর তালপাতার বুকে ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে অ, আ, ক, খ... যেন প্রতিটি অক্ষর একেকটি স্বপ্ন, একেকটি আলোর বিন্দু।

সবুজে ঘেরা শান্ত-নিরিবিলি এক জনপদ;বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলা-এর ডুমুরিয়া দক্ষিণ পাড়া গ্রাম; এই গ্রাম আজও সময়ের স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এক অনন্য গল্প বলে চলে। এই গল্প কোনো কোলাহলময় আধুনিকতার নয়, কোনো ঝলমলে প্রযুক্তির নয়; বরং এটি মাটির গন্ধমাখা এক সরল, প্রাচীন অথচ গভীর মানবিক চর্চার গল্প;তালপাতায় অক্ষর লিখে শিক্ষার আলো জ্বালানোর গল্প।

শিশুশিক্ষার হাতে খড়ির প্রচলন হিসেবে একটা সময় ছিলো তালপাতার প্রচলন। আর লেখনী হিসেবে বাঁশের কঞ্চি এবং কয়লারকালি। এই সনাতনী প্রথায় আগেরকার শিশুরা অক্ষরজ্ঞান নিতো। আধুনিকতার ছোঁয়ার সাথে-সাথে এখনকার শিশুদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে অক্ষরজ্ঞান দিলেও তাল পাতার প্রচলন গ্রাম-গঞ্জের অনেক স্থানে এখনও দেখা মেলে।

এই গ্রামের পথঘাটে হাঁটলে বোঝা যায়, এখানে শিক্ষা শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়; এটি জীবনের সঙ্গে মিশে আছে, প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তালপাতা সংগ্রহ করা হয় যত্ন করে, রোদে শুকিয়ে তার উপযুক্ত রূপ দেওয়া হয়, তারপর সেই পাতার ওপর খোদাই করে লেখা শেখানো হয়। এই প্রক্রিয়াটি যেমন শ্রমসাধ্য, তেমনি তা ধৈর্যের এক অনন্য শিক্ষা দেয়। প্রতিটি আঁচড়, প্রতিটি দাগ যেন শিশুর মনে এক গভীর মনোযোগের বীজ বপন করে।

এই ধারাবাহিকতাই প্রায় ২১ বছর ডুমুরিয়া দক্ষিণ পাড়া শিশুবিদ্যা নিকেতনদ ধরে রেখে দিয়েছে। ডুমুরিয়া দক্ষিণ পাড়া গ্রামের এই উদ্যোগটি শুরু হয় প্রায় দুই দশক আগে। স্থানীয় এক শিক্ষক বা শিক্ষানুরাগীর হাত ধরে এই ব্যতিক্রমী শিক্ষাচর্চার সূচনা। শুরুতে এটি ছিল সীমিত পরিসরে, কিন্তু ধীরে ধীরে গ্রামের শিশুদের মধ্যে এটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বর্তমানে প্রতি বছরই নতুন শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতিতে অক্ষরজ্ঞান অর্জন করছে। সময় বদলেছে, চারপাশে প্রযুক্তির বিস্তার ঘটেছে, স্মার্টফোন আর ডিজিটাল পর্দা মানুষের জীবনকে আচ্ছন্ন করেছে;তবুও ডুমুরিয়া দক্ষিণ পাড়ার এই ছোট্ট পরিসরে তালপাতার ওপর অক্ষর লেখার সেই প্রাচীন ধারা থেমে যায়নি। বরং প্রতিটি নতুন প্রজন্মের হাতে তা নতুন করে প্রাণ পেয়েছে, যেন অতীত আর বর্তমানের এক মেলবন্ধন ঘটেছে এখানে।

দারিদ্র্য যেখানে অনেক সময় শিক্ষার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে এই পদ্ধতি যেন আশীর্বাদের মতো। খাতা-কলম কেনার সামর্থ্য না থাকলেও তালপাতা তো প্রকৃতির দান;সহজলভ্য, বিনামূল্যে। তাই এই গ্রামে শিক্ষা কোনো বিলাসিতা নয়, বরং এক সহজ, স্বাভাবিক অধিকার। শিশুরা শেখে, বড় হয়, স্বপ্ন দেখে;সবকিছুই সেই তালপাতার সরল পটভূমিতে। এই শিক্ষাচর্চার মধ্যে এক ধরনের নীরব সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। এখানে শব্দ কম, কিন্তু অনুভব গভীর। শিশুদের চোখে যখন প্রথম অক্ষর চিনে নেওয়ার আনন্দ ঝিলিক দেয়, তখন মনে হয় যেন তালপাতার সেই খোদাই করা দাগগুলোই জীবনের প্রথম কবিতা হয়ে উঠছে। প্রতিটি অক্ষর যেন একটি দরজা;যার ওপারে আছে জ্ঞানের বিস্তৃত দিগন্ত।

স্থানীয়দের মতে, এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপদ্ধতিকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। যথাযথ উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এটি গ্রামীণ শিক্ষার এক মডেল হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। একই সঙ্গে এটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা উচিত।

তবে এই গল্প কেবল সাফল্যের নয়, কিছু সীমাবদ্ধতার কথাও বলে। আধুনিক শিক্ষার বিস্তৃত জগতে প্রবেশ করতে গেলে প্রযুক্তির ছোঁয়া, বইয়ের আধুনিকতা; সবকিছুর প্রয়োজন আছে। কিন্তু তবুও এই প্রাচীন পদ্ধতি তার নিজস্ব মর্যাদা ধরে রেখেছে, যেন শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখার এক নীরব প্রচেষ্টা।

ডুমুরিয়া দক্ষিণ পাড়ার এই তালপাতার পাঠশালা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, শিক্ষা কেবল উপকরণের ওপর নির্ভর করে না; এটি মানুষের ইচ্ছাশক্তি, সৃজনশীলতা এবং অধ্যবসায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। যেখানে একটি তালপাতাও হয়ে উঠতে পারে খাতা, একটি কাঠিও হয়ে উঠতে পারে কলম, আর একটি ছোট্ট গ্রাম হয়ে উঠতে পারে অনুপ্রেরণার উৎস।

এই গল্প যেন সময়ের বুকে লেখা এক দীর্ঘ কবিতা; যেখানে প্রতিটি পংক্তিতে আছে সংগ্রাম, প্রতিটি শব্দে আছে আশা, আর প্রতিটি অক্ষরে জ্বলজ্বল করে ওঠে শিক্ষার অমলিন আলো।

সবশেষে, চিতলমারী উপজেলা-এর এই নীরব জনপদ যেন আমাদের এক গভীর সত্যের সামনে দাঁড় করায়;সময়ের প্রবল স্রোতও সবকিছু ভাসিয়ে নিতে পারে না। কিছু কিছু আলো থাকে, যা মাটির কাছাকাছি থেকেই জ্বলে, ধীরে, স্থিরভাবে, কিন্তু অনন্তকাল ধরে।

ডুমুরিয়া দক্ষিণ পাড়ার তালপাতার সেই অক্ষরগুলো তাই নিছক লেখা নয়;সেগুলো স্মৃতি, শিকড় আর সম্ভাবনার এক অদ্ভুত সমন্বয়। প্রতিটি খোদাই করা বর্ণ যেন বলে যায়, শিক্ষা কোনো বিলাসিতা নয়, কোনো নির্দিষ্ট মাধ্যমের গণ্ডিতে বন্দি নয়; এটি মানুষের ভিতরকার আলোরই বহিঃপ্রকাশ। প্রযুক্তির ঝলকানি যতই বাড়ুক, সেই আলোর উৎস আজও লুকিয়ে থাকে সরলতায়, প্রকৃতির কোলে, এক টুকরো তালপাতার বুকে।

হয়তো একদিন এই গ্রামের শিশুরাও ডিজিটাল পর্দায় লিখবে, বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়বে তাদের স্বপ্ন। তবুও তাদের হাতের প্রথম আঁচড়, প্রথম অক্ষর, প্রথম শেখা; থেকে যাবে এই তালপাতার শরীরে খোদাই হয়ে, এক অমলিন সাক্ষী হয়ে।

এই পাঠশালা তাই শুধু একটি শিক্ষাকেন্দ্র নয়, এটি এক জীবন্ত উপাখ্যান;যেখানে অতীত হারিয়ে যায় না, বরং বর্তমানকে আলোকিত করে ভবিষ্যতের দিকে পথ দেখায়। আর সেই পথের প্রতিটি বাঁকে যেন প্রতিধ্বনিত হয় একটাই বাণী; জ্ঞান জন্মায় সরলতায়, আর আলো ছড়ায় হৃদয়ের গভীরতা থেকে।

শব্দছক ১৬৪

রবি দাস

১		■	২		৩		■
	■	৪		■		■	৫
৬	৭			■	৮	৯	
১০		■	■	১১			■
■	১২	১৩		■	■	১৪	১৫
১৬			■	১৭	১৮		
	■		■	১৯		■	
■	২০				■	২১	

পাশাপাশি: ১. চেহারা ২. যোগ সাধনার একটি আসন ৪. কর্ণ ৬. কৌশল ৮. সমাধি ১০. মাটির উঁচু পাহাড় ১১. অতি নগন্য মাত্রায় ১২. আপত্তি ১৪. বিনিময়-বিহীন প্রদান ১৬. এঁচড়ের পক্কাবস্থা ১৭. প্রশমনযোগ্য ১৯. কন্দর্প-পত্নী ২০. গুঁড়িয়ে ধূলাবস্থান ২১. ডর

ওপর-নিচ: ১. কাঁদন ও অমন আরো কিছু ২. বনে জাত ৩. শ্রদ্ধা-স্নেহের আদর ৪. শরীর ৫. প্রাণ ৭. কলেরা ৯. ফল রাখার পাত্র ১৩. জলেতে ক্রীড়া ১৫. তছনছ ১৬. কাঁকাল ১৭. পুজার ঋতু ১৮. মন

সমাধান ১৬৩ — পাশাপাশি: ১. অমল ৩. শ্বেতাভ ৫. বন্দিত ৬. রাগ ৮. বারণ ১০. কলা ১২. কমলাসনা ১৪. বনবিড়াল ১৬. জপা ১৭. গরব ১৯. ধার ২১. হাকিম ২২. শিকারা ২৩. নকল

ওপর-নিচ: ১. অথবা ২. লবণ ৩. শ্বেতকমল ৪. ভরা ৭. গহনা ৯. রন্ধন ১১. লালা ১২. কড়াপাহারা ১৩. সমর ১৪. বসুধা ১৫. বিজ ১৭. গমন ১৮. বদল ২০. রশি

আজকের দিন

■ **২০১৬** — ইজিপ্ট এয়ার ফ্লাইট ৮০৪ ভূমধ্যসাগরে বিধ্বস্ত হয়ে ৬৬ জন নিহত।

■ **২০১৮** — প্রিন্স হ্যারি ও মেগান মার্কেলের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

■ **২০২৪** — ইব্রাহিম রাইসি এবং হোসেন আমির-আব্দুল্লাহিয়ানকে বহনকারী হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়, এতে আরোহী আটজনেরই মৃত্যু হয়।

জন্মদিন

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯০৮ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯১৩ *ভারতের ষষ্ঠ রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডির জন্মদিন।*

১৯৩৮ *বিশিষ্ট অভিনেতা গিরিশ কারনাডের জন্মদিন।*

চর্চাবাসর ১৫২

বাংলা শব্দ অভিমৃষ্যকারিতা (অবিমৃষ্যকারিতা) এর মূল (ধাতু) হল (মৃষ্য), যার অর্থ বিবেচনা করা, স্পর্শ করা, বা প্রতিফলিত করা। শব্দটি সংস্কৃত (তৎপুরুষ) এবং (তদ্ধিতা) শব্দ দিয়ে গঠিত, যার গঠন নিম্নরূপ উপসর্গ (যার অর্থ 'না') + (S\text{\ SviV}\) (একটি নির্দিষ্ট উপায় বোঝানো উপসর্গ)। মূল \(\sqrt{}\) (মৃষ) + \(\text{\ SyaV}\)। সংযুক্ত বিশেষণ যা বিবেচনা করা হয় না বা ভালোভাবে ভাবা হয় না।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

একদিন
আমার বাংলা
কলকাতা, ১৯ মে ২০২৬
৫

আরামবাগে বিজেপির অভিনন্দন যাত্রায় জনজোয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগে বিজেপির অভিনন্দন যাত্রাকে ঘিরে কার্যত জনজোয়ারের ছবি ধরা পড়ল সোমবার। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক মিছিলে যোগ দেন। দলীয় পতাকা, ব্যানার, ঢাক-ঢোল এবং স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। দীর্ঘ এই অভিনন্দন যাত্রা আরামবাগ শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে।

এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ এবং পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা ও স্থানীয় নেতৃত্ব। মিছিল থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে একাধিক ইস্যুতে সরব হন বিজেপি নেতৃত্ব। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তারা। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে বহু মানুষকে মিছিলকে স্বাগত জানাতেও দেখা যায়। আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক হেমন্ত বাগ বলেন, 'আরামবাগের মানুষ আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে বিজেপির পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই অভিনন্দন যাত্রা প্রমাণ করে মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিলেন। তাই পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার হয়েছে। দুর্নীতি, সন্ত্রাস এবং সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ এখন একজোট হচ্ছেন। আগামী দিনে আরও উন্নয়নের পথে হাঁটবে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল মুছে যাবে।' অন্যদিকে পুড়শুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'এই ভিড় কোনও রাজনৈতিক দলের জোর করে আনা ভিড় নয়। সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অভিনন্দন যাত্রায় অংশ নিয়েছেন। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষ বিজেপিকে করছে। মিছিলকে কেন্দ্র করে এলাকায় কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মেলেনি।

গুড়াপে ৩ তৃণমূল নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কাজ শুরু। শনিবারই ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনাগুলির ফাইল নতুন করে খোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগে সোমবার তৃণমূল কংগ্রেস আঞ্চলিক সভাপতি-সহ মোট ৩ জনকে গ্রেপ্তার করল হুগলির গুড়াপ থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন শুকদেব মাহাতো, টুটুল দাস ও দেবাশিস ঘোষ। এদের মধ্যে শুকদেব মাহাতো ধনেখালি বিধানসভার গুঁড়বাড়ি পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। বাকি দু'জন সক্রিয় তৃণমূল কর্মী বলে এলাকায় পরিচিত। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, ২০২১ সালের নির্বাচনের পরে ধনেখালি বিধানসভার একাধিক জায়গায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি হয়। অভিযোগ, সেই সময়ে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হন একাধিক বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা। বিজেপি কর্মীদের দাবি, ভয়ের কারণে সেই সময় কেউ থানায় অভিযোগ জানাতে পারেনি। কিন্তু সদ্য সমাপ্ত রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন রাজনৈতিক পালাবদলের পরে আক্রান্ত বিজেপি নেতা কর্মীরা ভয়-ভীতি কাটিয়ে হুগলি জেলার গুড়াপ থানায় উপস্থিত হয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তারপরই তৎপর হয় গুড়াপ থানার পুলিশ।

রামপুরহাটে সৌজন্য সাক্ষাৎ ‘প্রাক্তন’ ও ‘বর্তমান’ বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: বীরভূমের রামপুরহাটের তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক ডা. আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন বিজেপির নতুন বিধায়ক ধ্রুব সাহা। ফুল, মিষ্টি দিয়ে প্রণাম করে রামপুরহাটের উন্নয়নে আশীর্বাদ চাইলেন। দু'জনেই মিষ্টি মুখ করিয়ে সৌজন্যের বার্তা দিলেন। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ধ্রুব মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে জিতেছেন। রামপুরহাটের উন্নয়নের জন্য আশীর্বাদ নিতে এসেছিলেন। সৌজন্য সাক্ষাৎকার হয়েছে। উন্নয়নের জন্য সাহায্য নিশ্চয়ই করব।' রামপুরহাটের নবনির্বাচিত বিধায়ক ধ্রুব সাহা বলেন, 'ডক্টর আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিনের বিধায়ক। তিনি অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ না, করলেও রাজনৈতিক অনেক ব্যাপারেই তিনি আমার অগ্রজ। রামপুরহাটে উন্নয়নের জন্য আশীর্বাদ চেয়েছি। তিনি কথা দিয়েছেন, আশীর্বাদ করেছেন।'

‘জন ভাগিদারী অভিযান’ কর্মসূচির সূচনা সিউড়িতেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: ডবল ইঞ্জিন সরকারের কাজ শুরু। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার গঠনের আটদিন পর 'সবসে দূর, সবসে পহেলে' কর্মসূচি সারা ভারতবর্ষে চালু হল। এই কর্মসূচি বীরভূমের প্রতিটি ব্লকের পাশাপাশি সিউড়িতেও চালু হল। সিউড়ি ১ নম্বর ব্লকের নগরী গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী অধ্যুষিত আমগাছি গ্রামে উদয়ন পাঠশালা প্রাথমিক স্কুলে 'জন ভাগিদারী অভিযান' কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন সিউড়ির বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। আদিবাসী উন্নয়ন ও অধিকার সুরক্ষায় শুরু 'জন ভাগিদারী অভিযান' বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, আদিবাসী লাটুবনা, লতামনি ও জামদই এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা, ওই এলাকায় স্কুলছুট সংখ্যা বাড়ছে। মাঝিথান-জাহের থান যাতে নতুন করে পরিকাঠামো অনুযায়ী বানানো হয়, তাঁর জন্য জেলাশাসক ধবল জৈনকে দেখার জন্য অনুরোধ করেন। আগামী ২৫ মে পর্যন্ত জনজাতীয় গরিমা উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত 'জন ভাগিদারী অভিযান' চলবে। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করা হবে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল পোস্ট এবং জেলা - হুগলি
পিন - ৭১২১০৩ ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪এ (রুল ৯(১) দ্রষ্টব্য) স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার স্বত্ব দখলীকৃত **''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যেমন আছে''** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **০৫.০৬.২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিনদত্ত ঋণদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বর্ণিত বকেয়া আদায়ের জন্য।

ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১. **শ্রীমতি সাহানা মিত্র গোস্বামী** স্বামী শ্রী তারক নাথ গোস্বামী, ৩৭৫, সাপুইপাড়া, নিশ্চিন্দা, লালবাড়ি, বালি, হাওড়া, প ব, ৭১১২২৭/ ৪২, বি আর বি সরণি, শ্রীরামপুর, হুগলি, ৭১২২০১,পব। ২. **শ্রী সম্রাট মিত্র,** পিতা শ্রী গোপাল চন্দ্র মিত্র, ৩৭৫, সাপুইপাড়া, নিশ্চিন্দা, লালবাড়ি, বালি, হাওড়া, প ব, ৭১১২২৭/ ৪২, বি আর বি সরণি, শ্রীরামপুর, হুগলি, ৭১২২০১,পব। শাখা : **বেগমপুর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাপ ৮৮০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) কমবেশি ফ্ল্যাট নং ৫০১,৬ষ্ঠ তল দক্ষিণ পূর্ব দিকে জি-৪ তলা ভবনে মৌজা - বালি,জেএল নং ১৪,আরএস দাগ নং ৬২২৩, এলআর দাগ নং ২২৬০৩, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৮৩৫, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,পো : বালি, থানা : নিশ্চিন্দা, জেলা : হাওড়া, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হাওড়া, উল্লেখ বিক্রয় দলিল নং ১৭১-২০১৯ সালের তারিখ ১১.০১.২০১৯, বুক নং ১, ভলুম নং ০৫০২-২০১৯ পৃষ্ঠা ৭২৫০ থেকে ৭২৮৬, সম্পত্তি সাহানা মিত্র (গোস্বামী) এবং সম্রাট মিত্র এর নামে।	**২৫,৩৫,৬১৪.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার ছশো চোদ্দ টাকা)** (উক্ত অ্যাকাউন্ট সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) ১৭.০৫.২০২৬ অনুযায়ী এবং ১৮.০৫.২০২৬ থেকে পরবর্তী সুদ সহ	ক) **১৪,০০,০০০ টাকা** (চোদ্দ লাখ টাকা) খ) **১,৪০,০০০ টাকা** (এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা) **০৫.০৬.২০২৬** তারিখে তার আগে বিকাল ৪টের মধ্যে জমা করতে হবে গ) **২০,০০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50472012744** ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞানমতে উক্ত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৫.০৬.২০২৬, সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি support.baanknet@psballiance.com এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর সাথে নিবন্ধনের স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য, অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিবরণ এবং ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com** এ যান এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় দরদাতাদের উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. শঙ্খ শুভ্র ঘোষ, শাখা ম্যানেজার (মোবাইল : ৮০১৭৭৯৯৭২০)/ ২. বিদ্যানেশ্বর প্রসাদ, অনুমোদিত অফিসার (মোবাইল : ৮২৫০৬৫৫৮৬৬)

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১৮.০৫.২০২৬
স্থান : ব্যান্ডেল
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পিকেএস লিমিটেডের সম্পদসমূহের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (দেউলিয়াগ্রস্ত)

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি কোড, ২০১৬ এবং ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর রেগুলেশন ৩৩(১) অনুসারে অ্যাসেট বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, পিকেএস লিমিটেডের নিম্নোক্ত বর্ণিত অ্যাসেটসমূহ লিকুইডেশনের অধীনে, নিম্নস্থ সারণিতে উল্লিখিত তারিখে ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'', ''যেমন অবস্থায় আছে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' বিক্রয় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নিম্নস্থ সারণিতে উল্লিখিত থাকবে। এই বিক্রয় নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home ওয়েব পোর্টালে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। সর্বসাধারণকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা যথাযথভাবে অনুমোদিত এজেন্টের মাধ্যমে বিড করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

সম্পদের তপশিল

লট নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিতকরণ পরিমাণ
১.	৩ মোটর ভেহিকেল ক) হোন্ডা সিটি ১.৫ জিএক্সআই এমটি, খ) হোন্ডা অ্যাকর্ড ভিটিআই এলএটি, এবং গ) অ্যাম্বাসাডর মোটর কার	২,১০,০৫০	২১,০০৫	৪,২০১
২.	শেয়রাসমূহ ক) ক্রিসেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং প্রা লি, খ) পিকেএস কমার্সিয়াল প্রা লি, গ) অ্যাপোলো কমার্সিয়াল প্রা লি, এবং ঘ) ইম্পেরিয়াল কমার্সিয়াল প্রা লি	৪০,৪৬,৩৫০	৪,০৪,৬৩৫	৮০,৯২৭

ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩০.০৫.২০২৬
নিলামের শেষ তারিখ/সময় : ০১.০৬.২০২৬, দুপুর ২টো

এই বিক্রয় প্রক্রিয়া নথিতে নির্ধারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে হবে :
১. উপরে উল্লিখিত তফসিলে উল্লেখিত সম্পদের বিবরণ লিকুইডেটরের সর্বোত্তম তথ্য অনুযায়ী বিবৃত করা হয়েছে, কিন্তু এই ঘোষণাপত্রে কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য লিকুইডেটর দায়ী থাকবেন না।
২. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পদ এবং তার বিবরণ পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হওয়া দরদাতাদের দায়িত্ব। নিলামে তোলা সম্পদ পরিদর্শনের জন্য আগ্রহী দরদাতারা প্রকাশের তারিখ থেকে নথি ও ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পর্যন্ত সাইটে পরিদর্শনের অনুমতি পাবেন। ই-নিলামে তোলা সম্পদের ক্ষেত্রে সরকার বা অন্য কারো কাছে কোনো চার্জ, লিয়েন, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনো পাওনার জন্য লিকুইডেটর দায়ী থাকবেন না। আগ্রহী দরদাতাকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তিনি যেন সম্পত্তির উপর থাকা দায়, যেমন;বিধিবদ্ধ দেনা, বকেয়া সম্পত্তি কর, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি বিষয়ে নিজস্ব ও স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করে নেন।
৩. আগ্রহী দরদাতাগণ ই-নিলাম ওয়েব পোর্টালে ইএমডি জমা দেবেন।
৪. দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁদের দরপত্র জমা দেওয়ার এবং ই-নিলাম কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার আগে, ই-নিলাম প্রক্রিয়ার বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী জানার জন্য ই-নিলাম ওয়েব পোর্টালটি পরিদর্শন করুন।

তারিখ : ১৯.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অশোক কুমার আগরওয়াল
লিকুইডেটর, পিকেএস লিমিটেড
আইবিবিআই রেজি. নং : IBBI/ IPA-002/IP-N00626/2018-2019/11898

যোগাযোগের ঠিকানা : প্রযত্নে সিংঘি আইপি সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড, রাজা চেম্বার, ২য় তল, ৪ কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ashok.agarwal@singhiipsolutions.com, ফোন ৯৮৩১০৬০৪৫২
নিবন্ধিত ঠিকানা : অশ্বিনী - ডি/৪, নীলাচল আবাসন কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, ৯৮ রাজডাঙ্গা গোল্ড পার্ক, কসবা, ই.কে.টি., পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০ ১০৭, ashok.agarwal@singhiipsolutions.com

SBI

এসবিআই ডায়মন্ড হারবার শাখা (০০০৭০)
পো. এবং থানা - ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
পিন - ৭৪৩৩৩১ ইমেল - sbi.00070@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার : ৩৬৮৮৩২৬১০৫২ (ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট)
অ্যাকাউন্ট নাম : জয় মা বাসন্তী ফিশ ট্রেডারস

যেহেতু
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, নিম্নস্বাক্ষরকারী আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৩ এর সহিত পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে **২৭.০২.২০২৬ তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতি বাসন্তী মণি, স্বামী শ্রী অজিত কুমার মণি, রাজারতালুক, ধানবেরিয়া, ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৩১** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৭,৪৯,৭৪২.৪৭ টাকা (সতের লাখ উনপঞ্চাশ হাজার সাতশ বিয়াল্লিশ টাকা এবং সাতচল্লিশ পয়সা) ২৮.০২.২০২৬ অনুযায়ী থেকে পরবর্তী সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১৮ মে ২০২৬ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** নিকট বকেয়া **১৭,৪৯,৭৪২.৪৭ টাকা (সতের লাখ উনপঞ্চাশ হাজার সাতশ বিয়াল্লিশ টাকা এবং সাতচল্লিশ পয়সা) ২৮.০২.২০২৬ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয়** ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ৩২, পৃষ্ঠা ৩৩৭ থেকে ৩৪৬, দলিল নং ১-১৫৩৪-২০০৪ সালের, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর ডায়মন্ড হারবার।
২. নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ৪০, পৃষ্ঠা ৩৬৭ থেকে ৩৭৪, দলিল নং ১-২০৪০-২০০৭ সালের, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর ডায়মন্ড হারবার।
৩. নথিবুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ০২, পৃষ্ঠা ৫৬৪৯ থেকে ৫৬৬০, দলিল নং ১-০১০৩৬-২০১০ সালের, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর ডায়মন্ড হারবার।
মালিক : শ্রীমতি বাসন্তী মোনি।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং একতলা এবং দুইতলা ভবন লিফট সুবিধা ব্যতীত, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা এবং এডিএসআরও ডায়মন্ড হারবার, জেএল নং ১৪৩, তৌজি নং ৩৭, ডায়মন্ড হার পুরসভার ওয়ার্ড নং ০৭ অধীন, মৌজা- ধানবেড়িয়া, এলআর খতিয়ান নং ৬১০, এলআর খতিয়ান নং ১৫৭৭,আরএস দাগ নং ১৬২৯, এলআর দাগ নং ১৭১৬,বাস্তু জমি কমবেশি **০১.৮০ শতক** (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে) **-০৯ শতক** থেকে (পূর্ব দিকে) - **১৮ শতক থেকে চৌহদ্দি : উত্তরে :** সন্তোষ মোনি এর ভবন। **দক্ষিণে :** অজিত মোনি এবং অন্যান্য। **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ এবং গোপাল মোনি। **পশ্চিমে :** জমির দাগ নং ১৬২৯ গৌর বার।

দ্রষ্টব্য : ৩০.০৪.২০২৬ তারিখের পূর্বের দখল নোটিশ বাতিল করা হল

তারিখ : ১৮.০৫.২০২৬
স্থান : ডায়মন্ড হারবার
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট ৪এ [দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া শাখা জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত ''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যেমন আছে'' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৫.০৬.২০২৫ তারিখ** ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কর্তৃক নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে উল্লিখিত।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক. নির্ধারিত ঋণ/বকেয়া পরিমাণ (টাকা) খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
১	**সাঁইথিয়া শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **বুদ্ধদেব ঘোষাল,** **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী বুদ্ধদেব ঘোষাল,** **বসবাসের ঠিকানা :** সাঁইথিয়া, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি বসবাসের প্লট তদস্থিত ভবন সহ অবস্থিত মৌজা -বারকেন্দ্রা, জেএল নং ১০, এলআর খতিয়ান নং ৪৫১, প্লট নং ৭১০, পো এবং থানা - সাঁইথিয়া, জমির এরিয়া ০.০৫ একর, জেলা -বীরভূম (পব)। সম্পত্তি শ্রী বুদ্ধদেব ঘোষালের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : রবীন্দ্র নাথ ঘোষালের ভবন। পশ্চিমে : সড়ক। উত্তরে : মীরা চ্যাটার্জির ভবন। দক্ষিণে : পঞ্চায়েত রোড।	**ক. ১৭.৪০ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ** খ. ০৫.১২.২০২৪ গ. ২৪.০২.২০২৫	১. ২০,১৫,০০০.০০ টাকা ২. ২,০১,৫০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
২	**ধাত্রীগ্রাম শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **মধুসূদন দাস,** **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী মধুসূদন দাস,** **নিবাস :** গ্রাম -পো : সিমলান, কালনা, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি এক দোতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত গ্রাম-পো : সিমলান, প্লট নং ১২২২, এলআর খতিয়ান নং ১৮৭১, জেএল নং ৫৭, থানা : কালনা, জেলা -বীরভূম। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : সুকুমার দাস এর ভবন। পশ্চিমে : ডোবা। উত্তরে : গ্রাম পঞ্চায়েত রোড। দক্ষিণে : দুর্গাপদ সাঁতরার ভবন।	**ক. ২১.১৭ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ** খ. ০৭.০৪.২০২১ গ. ১১.০৯.২০২১	১. ২০,৬২,০০০.০০ টাকা ২. ২,০৬,২০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৩	**জামুড়িয়া শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **সুনীল পাল,** **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী সুনীল পাল** **নিবাস :** রাধানগর রোড, থানা : হীরাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ	সম্পত্তি এক দোতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা- সান্তা, জেএল নং ২০, সিএস খতিয়ান নং ৭৭১, আরএস খতিয়ান নং ১২৫৩, সিএস প্লট নং ৩৩৩৩ এবং ৩৩৩১, আরএস প্লট নং ২৪৪৫, এলআর খতিয়ান নং ৮১, এলআর প্লট নং ২৪১০, পরিমাপ এরিয়া ১ কাঠা ২ ছটাক বাস্তু জমি। সম্পত্তি শ্রী সুনীল পালের নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক। পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া রোড। উত্তরে : রুবি মিত্র এর জমি। দক্ষিণে : অনিল পালের জমি।	**ক. ৮.১৭ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ** খ. ২৯.১১.২০২৫ গ. ৩১.০১.২০২৬	১. ২২,০৬,০০০.০০ টাকা ২. ২,২০,৬০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৪	**জামুড়িয়া শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **তাপস মুখার্জি এবং সুমনা মুখার্জি।** **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী তাপস মুখার্জি এবং শ্রীমতি সুমনা মুখার্জি,** **নিবাস :** আসানসোল, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ	সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং এফ-৩, একতলায় বিজয়া রেসিডেন্সি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৭৮ বর্গফুট) এবং এক দ্বিচক্র যানের বাইকের খোলা পার্কিং স্পেস পরিমাপ ২৪ বর্গফুট। অ্যাপার্টমেন্ট অবস্থিত জেএল নং ৩৫, মৌজা-আসানসোল, গভ এলওপি -২০৭, অংশ সিএস প্লট নং ১১৭ (অংশ) এবং ১১৯ (অংশ) আরএস প্লট নং - ২৪১, পরবর্তী এলআর প্লট নং ৩৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৩৭৫৯। সম্পত্তি শ্রী তাপস মুখার্জি এবং শ্রীমতি সুমনা মুখার্জি এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : কলোনি রোড। পশ্চিমে : এলওপি ২০১১ রিঙ্কু সাহা এর ভবন। উত্তরে : এলওপি ২০৬ এবং ভি/এল সুজাতা ব্যানার্জি। দক্ষিণে : এলওপি ২০৮ এবং সুব্রত রায় এর ভবন।	**ক. ৩৩.৫০ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ** খ. ২৯.১০.২০২৫ গ. ০৮.০১.২০২৬	১. ২৭,২৫,০০০.০০ টাকা ২. ২,৭২,৫০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী :
(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল ''অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং'' প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ২৫.০৬.২০২৫ সকাল ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি **২৪.০৬.২০২৫ বিকেল ৪টে পর্যন্ত** দেখতে পারেন।
(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://BAANKNET.com -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য, এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি উপরে উল্লিখিত লিংক অনুসারে হবে। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা পঙ্কজ সিং (+৯১ ৮০৫১৮ ০২৭৭৭) -এর সঙ্গে।**
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ ''যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে'', ''যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে'' বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময়। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া ক্ষেত্রে।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** দ্বারা **BAANKNET** পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে **২৫.০৬.২০২৫** তারিখে বা তার পূর্বে।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে যার মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা ইএমডি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দর মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি সর্বদা বিড করার জন্য বৈধভাবে যোগ্য হন।
(৯) দর /ক্রয়ের অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয়ের **১৫তম দিনে** বা তার আগে প্রদেয় হবে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের (ব্যাংকিং চলাকালীন সময়ে) অথবা শুধুমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের জন্য। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরদাতার ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করতে পারেন।
(১০) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের জন্য তিরিশ (৩০) দিনের নোটিশ।

তারিখ: ১৮.০৫.২০২৬ স্থান: দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম জি এর সংশোধনী (জয় অ্যামবে মেটালস প্রাইভেট লিমিটেড)

এতদ্বারা উল্লেখ্য জয় অ্যামবে মেটালস প্রাইভেট লিমিটে এর ফর্ম জি তে-আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান ০৩.০৫.২০২৬ অনুযায়ী ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ এর সাব রেগুলেশন (১) অধীনে আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ সম্প্রসারিত হয়েছে ২৫.০৫.২০৬ পর্যন্ত, অন্যান্য তারিখগুলিও সংশ্লিষ্ট মতে সম্প্রসারিত হবে এবং ফর্ম-জি তে কোনও পরিবর্তন হবে না।

ক্রম	বিবরণ	মূল	সংশোধিত
১.	আগ্রহ প্রকাশক গ্রহণের শেষ তারিখ	১৮.০৫.২০২৬	২৫.০৫.২০২৬
২.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৮.০৫.২০২৬	০৪.০৬.২০২৬
৩.	সাময়িক তালিকায় আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	০২.০৬.২০২৬	০৯.০৬.২০২৬
৪.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	০৮.০৬.২০২৬	১৫.০৬.২০২৬
৫.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের মেমোরান্ডাম তথ্য, মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনার জন্য অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১১.০৬.২০২৬	১৮.০৬.২০২৬
৬.	প্রস্তাব পরিকল্পনা দাখিলের শেষ তারিখ	১১.০৭.২০২৬	১৮.০৭.২০২৬

স্বা/-
ক্লাস ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রফেশনালস প্রাইভেট লিমিটেড
(এর অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী শ্রী জিতেন্দ্র লোহিয়ার মাধ্যমে)
জয় অম্বে মেটালস প্রাইভেট লিমিটেড - রেজোলিউশন প্রফেশনাল
রেজি. নং IBBI/IPE-0024/IPA-1/2024-25/50083
রেজি. ঠিকানা ২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ৩য় তল, কলকাতা-৭০০০২০
রেজি. ইমেল - jitulohia@knjainco.com
এএফএ নং AA1/50083/02/300627/20090, এএফএ বৈধ ৩০/০৬/২০২৭ পর্যন্ত
তারিখ : ১৯.০৫.২০২৬
স্থান : কলকাতা

ফর্ম নং আইএনসি-২৬

[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং

সংস্কৃতি ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51909WB2008PTC128496) (১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ১২৫/১, কটন স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০০১) সম্পর্কিত
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **মঙ্গলবার ১২ মে ২০২৬** তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''ওড়িশা রাজ্যে'' স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার (রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা) সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর ঠিকানা ''কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫'' ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিস ১২৫/১, কটন স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০০১ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

সংস্কৃতি ডিস্ট্রিবিউটরস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
বিশাল সারালিয়া
ডিরেক্টর
ডিন - ০৩৫৭৭৫৭৬
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৮.০৫.২০২৬

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক — দাবি বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

এসএমই ফিনান্স শাখা
৭, রেড ক্রস প্লেস
কলকাতা - ৭০০ ০০১

দাবি বিজ্ঞপ্তি

রেফ. এসএমই ফিনান্স/এনপিএ/সুলতা সর্দার
তারিখ ১৭.০৪.২০২৬

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি

প্রতি,
১. **শ্রীমতি সুলতা সর্দার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** স্বামী অশোক সর্দার, রোজ গার্ডেন অ্যাপার্টমেন্ট, প্লট নং ২৫এ,ফ্ল্যাট নং এস-৪, ৩য় তলা, ব্লক নং এ, মহাত্মা গান্ধি রোড, থানা -হরিদেবপুর, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০০৬৩।
আরও ঠিকানা : ১৩৯, ভট্টাচার্যি পাড়া রোড, পো এবং থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০০৬৩।
২. **শ্রীমতি সুস্মিতা ভক্ত (জামিনদাতা),** স্বামী বাপন ভক্ত, ভক্ত পাড়া, ভেটকাখালি, নোদাখালি, বাওয়ালি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩৩৮৪।
আরও ঠিকানা : প্লট নং ২৫এ, ফ্ল্যাট নং এস-৪, ৩য়তল, ব্লক নং এ, মহাত্মা গান্ধি রোড, থানা : হরিদেবপুর, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা- ৭০০০৬৩।

মহাশয়,
বিষয় : আমাদের ইন্ডিয়ান ব্যাংক, এসএমই ফিনান্স শাখায় আপনার লোন অ্যাকাউন্ট নং ৭৬০৭৮৪৩৪০৯ (হোম লোন) এবং ৭৬২৮৩৮৬৮৭৬ (হোম লোন অ্যাডিশনাল কনস্ট্রাকশন)
আপনাদের মধ্যে প্রথমজন সব সময় ঋণগ্রহীতা। আপনাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন প্রথমজনের নেওয়া লোনের জামিনদার। আপনাদের মধ্যে প্রথমজন বন্ধকদাতাও, যিনি আপনার নেওয়া লোন অ্যাকাউন্টগুলোর জন্য আপনার সম্পদ জামানত হিসেবে দিয়েছেন।
ব্যাংকিং কার্যক্রম চলাকালীন, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনারা সকলে তা গ্রহণ করেছেন। অনুমোদিত এই ধরনের ঋণ সুবিধাগুলোর বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা (টাকা)
হোম লোন	৩৫,০০,০০০.০০ টাকা
হোম লোন এক্সটেনশন অফ হাউস / অ্যাডিশনাল কনস্ট্রাকশন	১৫,০০,০০০.০০ টাকা
মোট	৫০,০০,০০০.০০ টাকা

আপনারা প্রত্যেকে উল্লিখিত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিগুলি সম্পাদন করেছেন।

সুবিধার প্রকৃতি	নথিতথ্যাদির প্রকৃতি
হোম লোন ৭৬০৭৮৪৩৪০৯ **হোম লোন ৭৬২৮৩৮৬৮৭৬**	১. অনুমোদন পত্র ২. ডিমান্ড প্রমিসরি নোট ৩. স্বত্ব দলিলের হস্তান্তর নিশ্চিত করে বন্ধকদাতার চিঠি ৪. গ্যারান্টির চুক্তি ৫. মেয়াদী ঋণ চুক্তি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নথি।

উক্ত ঋণের পরিশোধ, সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট দ্বারা সুরক্ষিত প্লট নং ২৫এ (ফ্ল্যাট নং এস৪, ব্লক নং এ) মহাত্মা গান্ধী রোড, থানা - হরিদেবপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০ ০৬৩।
সুদসহ সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করার জন্য আপনাকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আপনি প্রদেয় অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত নির্দেশাবলী/গাইডলাইন অনুসারে, এই লোন অ্যাকাউন্টটিকে ১০/০৪/২০২৬ তারিখ থেকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
***১৬.০৪.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আপনার প্রদেয় বকেয়ার পরিমাণ নিম্নরূপ

অ্যাকাউন্ট	বুক ব্যালান্স	এমওআই	এমএলই/ এমওএক্স	ক্লোজার (১৬.০৪.২০২৬ অনুযায়ী) (রাউন্ডেড অফ)
৭৬০৭৮৪৩৪০৯	৩৩,৩০,১৩৯.৫৬ টাকা	৭২,২১৫.০০ টাকা	০.০০	৩৪,০২,৩৫৫.০০ টাকা
৭৬২৮৩৮৬৮৭৬	১২,৭৫,৬৬৫.২৫ টাকা	২৭,৯০৪.০০ টাকা	০.০০	১৩,০৩,৫৬৬.০০ টাকা
মোট	৪৬,০৫,৮০৪.৮১ টাকা	১,০০,১১৯.০০ টাকা	০.০০	৪৭,০৫,৯২১.০০ টাকা

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ অনুযায়ী 'ঋণগ্রহীতা' বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় যাকে ব্যাংক আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে অথবা যিনি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত আর্থিক সহায়তার জামানত হিসাবে কোনো গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনো বন্ধক/চার্জ সৃষ্টি করেছেন।
অতএব, আপনাদের সকলকে এবং আপনাদের প্রত্যেককে এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে যে, ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, **১৬.০৪.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী প্রদেয় **৪৭,০৫,৯২১.০০ টাকা** (সাতচল্লিশ লক্ষ পাঁচ হাজার নয়শত একুশ টাকা) সুদ, খরচ এবং ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী এই তারিখ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য চার্জসহ পরিশোধ করুন। অন্যথায়, ব্যাংক উক্ত আইনের অধীনে আপনাদের সাথে আর কোনো যোগাযোগ না করেই তার জামানতি স্বার্থ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাংক অধস্তন তফসিলভুক্ত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তার প্রয়োগমূলক অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এবং আপনার দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে, ব্যাংক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল গ্রহণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আইনের ধারা ১৩ (১৩)-এর বিধান অনুসারে, ব্যাংকের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত এই নোটিশের তারিখের পরে বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে সুরক্ষিত সম্পদের (নীচে তফসিলভুক্ত) কোনো হস্তান্তর করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, ব্যাংকের জন্য উপলব্ধ অন্য কোনো প্রতিকারের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ না করেই এই নোটিশটি আপনাকে প্রদান করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, ডিআরটি/ডিআরটি-এর আর ও/ডিআরএটি/আদালতের সামনে বর্তমানে বিচারাধীন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্তব্য আদেশ/ডিক্রি কার্যকর করার ব্যাংকের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ না করেই এই নোটিশ জারি করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, আপনার পক্ষে ইস্যুকৃত ও প্রতিষ্ঠিত বকেয়া বিল ডিসকাউন্ট, ব্যাংক গ্যারান্টি এবং লেটার অফ ক্রেডিটের অধীনে উদ্ভূত দায় এবং অন্যান্য সম্ভাব্য দায় পরিশোধের জন্য আপনাকে আহ্বান জানানোর অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।
''আমরা সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) এবং তদনুসারে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যা জামানতগুলির উপর আপনার খালাসের অধিকার নিয়ে আলোচনা করে।''
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তি জারি করার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।
যে সম্পদগুলিতে জামানতি স্বত্ব তৈরি করা হয়েছে তার নির্দিষ্ট বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

সম্পত্তির তপশিল
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এস-৪, তিনতলায় , ব্লক নং এ, দক্ষিণ পশ্চিম মুখী, উক্ত জি-৩ তলা ভবনে পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২০২ বর্গফুট ভবনে পরিচিত রোজ গার্ডেন, ৩ বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং, দুই টয়লেট, এক কিচেন,এক বারান্দা, ঢাকা কার পার্কিং স্পেস নং ০৪, ব্লক-এ, একতলায় পরিমাপ এরিয়া ১২০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা- পূর্ব বড়িশা, থানা -ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে হরিদেবপুর, দাগনং ২০৯৭, আরএস খতিয়ান নং ৩১১, জেএল নং ২৩, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, পরগনা-খাসপুর, মৌজা পূর্ব বড়িশা।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী স্বপন মিস্ত্রি এবং শ্রী অঞ্জন মন্ডলের জমি এবং ভবন, দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া প্রাইভেট রোড পরে শ্রী তরুণ মিত্র এবং অন্যান্যর জমি। পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া কেএমসি রোড। পশ্চিমে : শ্রী তাপস অধিকারীর জমি এবং কেএমসি এর জমি।

তারিখ : ১৭.০৪.২০২৬
স্থান কলকাতা
আপনার বিশ্বস্ত,
অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাংক

বিজেপি কর্মী পতিত পবন মণ্ডল 'খুনে' মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শাস্তির আবেদন পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: বিজেপি করার অপরাধে খুন করা হয় আমবেড়িয়ার বাসিন্দা পতিত পবন মণ্ডলকে। নতুন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে শাস্তির দাবি পরিবারের। দিনটা ছিল ৭ সেপ্টেম্বর ২০১১, তখন সবে সিপিএমের ৩৪ বছরের রাজত্বকালের পালা বদল হয়ে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই সময় বিজেপি করার অপরাধে উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের এক নম্বর আমবেড়িয়া বিজেপি কর্মী পতিত পবন মণ্ডলকে পিটিয়ে খুন করেন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। সেখান থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছর রাজত্বকাল শেষ হওয়ার পরেও পরিবার পায়নি কোনও বিচার। হয়নি দুষ্কৃতীদের কোনও শাস্তিও। তাঁরা এখনও এলাকায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুই মেয়ে, স্ত্রীকে নিয়ে ছিল তাদের চারজনের সংসার, সংসারের একমাত্র ইনকামের ভরসা ছিলেন পতিত পবন মণ্ডল। তিনি চলে যাওয়াতে ভেঙে পড়েছে সংসারে আর্থিক ব্যবস্থা। বর্তমান রাজ্য সরকারের নয়া মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি দাবি করেছেন, গত কয়েক বছর ধরে সারা রাজ্য জুড়ে যে সমস্ত বিজেপি কর্মী, সমর্থকদের খুন করা হয়েছে সেই সমস্ত পরিবারকে আর্থিক সহায়তা যেমন দান করা হবে, তেমনি ফিরিয়ে দেওয়া হবে তাঁদের ন্যায্য বিচার। তাই পতিত পবন মণ্ডলের স্ত্রী সুপ্রিয়া মণ্ডল ও তাঁর মেয়ে টুম্পা মণ্ডলের আবেদন, 'মুখ্যমন্ত্রী ও এলাকার নব বিধায়িকা রেখা পাত্র যেন এই শহিদ পরিবারের পাশে দাঁড়ায় এবং দোষীদের কঠিন থেকে কঠিনতর সাজার ব্যবস্থা করেন।'

জঙ্গলমহলে শক্তি বৃদ্ধিতে তৎপর হচ্ছে আরএসএস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রাজ্যে বিজেপির বিপুল জয়ের পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের খাতায় নাম লেখাতে লম্বা লাইন দেখা যাচ্ছে জঙ্গলমহলের জেলাগুলিতে। জঙ্গলমহলের চার জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার মোট ৪০টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৩৮টিতেই বিজেপি প্রার্থীরা জয় পেয়েছেন। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রাম জেলার মোট ২৫টি আসনের সবকটিতেই তৃণমূলকে দুরমুশ করে বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছে বিজেপি। ৪০টির মধ্যে শুধুমাত্র পশ্চিম মেদিনীপুরের দু'টি আসন পেয়েছে তৃণমূল। এরপরে আরএসএস-এর পক্ষ থেকে এইসব বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে গ্রামস্তরে শক্তি বৃদ্ধির প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তাদের লক্ষ্য প্রতিটি গ্রামে অন্তত দশ জন করে সংঘ সদস্য তৈরি করা। সংঘের এক কর্তা জানিয়েছেন, ঝাড়গ্রাম জেলা দিয়ে সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু করা হচ্ছে। বর্তমানে এই জেলায় ২২৬০টি গ্রাম রয়েছে। এই জেলায় মোট সদস্য ৩,৪৮৮ জন। এরপর প্রতি গ্রামে ১০ জন করে সদস্য করা হলে এই জেলায় ২২,৬০০ জন সংঘ সদস্য হয়ে যাবে। তখন সংঘের পক্ষ থেকে গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্রবাদের আদর্শ প্রচার এবং তৃণমূল স্তরে সামাজিক সেবা পৌঁছানোর কাজ সহজ হবে। সংগঠনের সদস্য স্বয়ংসেবকরা সেই কাজ করবে। এজন্য নতুন সদস্যদের বৌদ্ধিক ও শারীরিক প্রশিক্ষণ দেবে সংঘ। নির্বাচনের অন্তত দশ মাস আগে থেকে জঙ্গলমহলে কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, মহিলা ও জনজাতিদের নিয়ে প্রায় ১৫ হাজারের বেশি বৈঠক করা হয়েছে বলে সংঘের একটি সূত্র জানিয়েছে। তাদের দাবি, সংঘের পক্ষ থেকে প্রতিটি গ্রামে নিবিড় জনসংযোগ তৈরি করার যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, তাতে হিন্দুদের জোটবদ্ধ করতে পারা গেছে। তারই প্রতিফলন ঘটেছে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে। হিন্দু ও অন্যান্য জনজাতির মানুষেরা রাষ্ট্রবাদের পক্ষে ঢেলে ভোট দিয়েছেন। জঙ্গলমহলের জেলাগুলিতে বিজেপির এই বিপুল জয়ের পর সংঘ পরিবারের যুক্ত হওয়ার জন্য কার্যালয়গুলিতে লাইন পড়ছে। তাদের সবাইকেই সংঘের বিভিন্ন শাখায় যুক্ত করার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে বলে সংঘের ঝাড়গ্রাম জেলার কার্যকরী প্রধান সুমন সিনহা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। বিজেপির দলীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠন হওয়ার পর ঝাড়গ্রামের পাশাপাশি জঙ্গলমহলের সব জেলাতেই তাদের শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘ, ছাত্র সংগঠন অখিল ভারত বিদ্যার্থী পরিষদ, কৃষক সংগঠন ভারতীয় কৃষাণ সংঘ ও মহিলা সংগঠন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির মতো সমস্ত সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মালদায় কোটি টাকার মাদক, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার-সহ ধৃত ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পৃথক দুটি থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে আবারও কোটি টাকা মূল্যের ব্রাউন সুগার, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল পুলিশ। পাশাপাশি দুটি চোরাই বাইক-সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার। কালিয়াচকে ব্রাউন সুগার ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, ইংরেজবাজারে চোরাই বাইক চক্রের তিন পাণ্ডাকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি দুটি চোরাই বাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ। যার মধ্যে একটি বিহারের নম্বর প্লেট লাগানো মোটর বাইক রয়েছে। সোমবার দুটি পৃথক ঘটনায় মোট পাঁচজনকে মালদা আদালতে পেশ করে কালিয়াচক এবং ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে কালিয়াচক থানার দক্ষিণ লক্ষ্মীপুর এলাকার একটি গোপন ডেরায় হানা দেয় পুলিশ। সেখানে তিন কেজিরও বেশি মাদক তৈরির কাঁচামাল এবং ৩২৭ গ্রাম তৈরি হওয়া ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়। ওই এলাকায় একটি বাড়িতে ওই মাদকের সঙ্গেই মজুত করে রাখা ছিল আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ। তল্লাশিতে একইসঙ্গে উদ্ধার হয় দুটি সেভেন এম এম পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন এবং চার রাউন্ড কার্তুজ। ঘটনায় বাড়ি মালিক শাহাদাত শেখ এবং তার সঙ্গী ইব্রাহিম শেখ-কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, এদিন গভীর রাতে চোরাই মোটরবাইক চক্রের খোঁজে ইংরেজবাজার থানার সুস্থানি মোড় এলাকার সড়কের ধারে একটি ধাবার কাছে অভিযান চালায় পুলিশ। পুলিশি অভিযানে রাজিকুল ইসলাম, তৌফিক শেখ এবং আমিন শেখ নামে তিনজন গ্রেপ্তার হয়। পালানোর চেষ্টা করার সময় ধাওয়া করে তাদের ধরে ফেলে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে দুটি চোরাই মোটরবাইক। এরমধ্যে একটি মোটরবাইক বিহার থেকে চুরি করে আনা হয়েছিল। ধৃতদের জেরা করে পুলিশ আরও জেনেছে এই চক্র আরও তিন-চারটি মোটরবাইক চুরি করে ইতিমধ্যে কেটে বিক্রিও করেছে। এই চক্রের সঙ্গে বাংলাদেশী দুষ্কৃতীদের কোনও যোগসাজশ রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মালদার পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, 'গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে কালিয়াচক থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুই মাদক কারবারীকে। উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজার মূল্য এক কোটি টাকারও বেশি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে মাদকের কারবারে প্রচুর নগদ লেনদেনের কারণেই সম্ভবত আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করেছিল ওই চক্র। এছাড়াও বাইক চুরি চক্রের ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বাড়ি কালিয়াচক থানার সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদপাড়া এলাকায়। ধৃতদের পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

ভোট পরবর্তী হিংসা ইস্যু

মেমারিতে তৃণমূলের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন শেষ হতেই একের পর এক জায়গা থেকে হিংসার ঘটনার খবর সামনে আসতে থাকে। সেই মত ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা ক্ষতিয়ে দেখতে জেলায় জেলায় পৌঁছায় তৃণমূলের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। সোমবার মেমারি-সহ জেলার বিভিন্ন ব্লকে আক্রান্ত তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের বাড়ি গিয়ে সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে দলের সদস্যরা। দলে ছিলেন দুই সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল (সাংসদ, জয়নগর) সামিরুল ইসলাম (সাংসদ, রাজ্যসভা) নেতৃত্বে প্রাক্তন মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা-সহ ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল। তাঁরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে পরিস্থিতি ক্ষতিয়ে দেখেন। তৃণমূল কর্মীরা তাদের কাছে অভিযোগ জানান, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর ও মারধরে ঘটনা ঘটিয়েছে। এদিন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম প্রাক্তন মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা-সহ ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল প্রথমে মেমারি থানার শেখ পুরে মেমারি ১ যুব তৃণমূলের সভাপতি সাবির মণ্ডলের বাড়িতে যান। অভিযোগ, ভোট পরবর্তী সময়ে তাঁর বাড়িতে যে হামলার ঘটনা ঘটে, সবিস্তারে প্রতিনিধি দলকে সেই বিষয়ে জানানো হয়। এরপর মেমারির উলরা গ্রামে গ্রামে ভোট পরবপর্তী হিংসায় আক্রান্ত সরস্বতী রায়ের বাড়িতে যান তাঁরা। ভোটের ফল বের হতেই গণেশ মলের বাড়িতে হামলা ও মারামারির করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। এরপর উলরা গ্রামে যুব তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে যান। দলীয় কার্যালয়ে তালা মেরে বিজেপির পতাকা ও ব্যানার লাগানোর প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁরা অবিলম্বে দলীয় কার্যালয় ফেরত দেওয়ার দাবি জানান। তৃণমূলের অভিযোগ, ভোটের ফলাফল বের হতেই বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের দলীয় কর্মী, সমর্থকরা আক্রান্ত হচ্ছেন। তাদের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করা হচ্ছে। বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে বলে দাবি করা হয়। এই হামলা অবিলম্বে বন্ধ না হলে তারা বৃহত্তর প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করবেন বলে জানিয়েছেন। বিজেপির পাল্টা দাবি, হামলা ও কার্যালয় দখলের সঙ্গে বিজেপি কোনও ভাবেই যুক্ত নয়। ভালো করে খোঁজ নিলে দেখা যাবে, তৃণমূলকেই তৃণমূল মেরেছে। বিজেপি জয়লাভ করায় রাতারাতি ভোল পাল্টানো তৃণমূলের কর্মীরাই এই ঘটনার সাথে জড়িত। প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে অভিযোগ করলে, পুলিশ ঠিকই আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।

কাউন্সিলরের দখলে থাকা কমিউনিটি সেন্টার মুক্ত করল আসানসোল পুরনিগম

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: দীর্ঘ বিতর্কের পর আসানসোল পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কমিউনিটি সেন্টার নিজেদের দখলে নিল আসানসোল পুরনিগম। ২০২১ সালে ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে পুরনিগমের উদ্যোগে কমিউনিটি সেন্টার তৈরি করা হয়। টেন্ডারের মাধ্যমে সেই কমিউনিটি সেন্টার তুলে দেওয়া হয় এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হাতে। ওই সংস্থার কর্ণধার হলেন ওই ওয়ার্ডেরই তৃণমূল কাউন্সিলার সি কে রেশমা। ২০২৫ সালে ওই টেন্ডার বাতিল করে দিয়ে পুরনিগমের পক্ষ থেকে নতুন টেন্ডার ডাকা হয়। কিন্তু টেন্ডারে এই কমিউনিটি হলটি চলে যায় অন্য সংস্থার হাতে। বাতিল হয় আগের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার টেন্ডার। এরপরই শুরু হয় বিতর্ক। পুরনিগমের অভিযোগ নতুন করে টেন্ডার পাওয়া সংস্থা ওই সেন্টারটি নিতে গেলে বাধা দেন সি কে রেশমা। পুরনিগম বারবার নোটিশ পাঠালেও কাউন্সিলর দখল করে রাখেন ওই কমিউনিটি সেন্টার বলে অভিযোগ। অবশেষে সোমবার আসানসোল পুরনিগমের আইনজীবী ও ইঞ্জিনিয়ার পুরো কর্মীদের নিয়ে এসে তালা ভেঙে পুরনিগমের কব্জায় নেয়। পুরনিগমের আইনজীবী সুদীপ্ত ঘটক বলেন, 'অন্যায়ভাবে এই কমিউনিটি হল দখল করে রেখেছিলেন কাউন্সিলার। বারবার নোটিশ পাঠানো সত্ত্বেও তিনি কর্ণপাত করেন নি। বাধ্য হয়ে আইনের দ্বারস্থ হতে হয় পুরনিগমকে। নতুন করে যে সংস্থা টেন্ডার পেয়েছিল তাকেও হস্তান্তর করতে দেয়নি ওই কাউন্সিলার। পরে গত বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয় ওই কমিটির সেন্টারটি পুরনিগম নিজেদের অধীনে রাখবে।' আসানসোল পুরনিগমের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আর কে শ্রীবাস্তব বলেন, 'নতুন টেন্ডারে অন্য সংস্থা বরাত পেলেও দখল ছাড়তে চাননি কাউন্সিলার। ২০২৫-এ আগস্ট মাসে তাকে খালি করার জন্য নোটিশ পাঠানো হয়। কিন্তু তাও তিনি খালি করেন নি। ওই বছরই নভেম্বর মাসে কর্পোরেশন কমিউনিটি হল পুরনিগম দখল নিতে এলে তিনি দখল নিতে দেননি। উল্টে তিনি থানায় সুয়োমোটো অভিযোগ করেন। বর্তমান মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পলের নির্দেশে পুরনিগমের দখলে নিল।' প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক প্রসেনজিৎ পুইতুন্ডি অভিযোগ করেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ওই কাউন্সিলর অন্যায় ভাবে দখল করে রেখেছিলেন। অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া নিতে আসা ব্যক্তিদের কাছে চড়া মূল্য নেওয়া হতো। কিন্তু কোন টাকায় পুরনিগমের জমা করতেন না।' সি কে রেশমা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, '২০১৮ সালে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়েছিল এই ভবনটি। নিজের উদ্যোগে নতুন করে তৈরি করি। কিন্তু করোনার জন্য এই ভবনটি চালু হয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে। ২০২৫ সালে নতুন টেন্ডারে তাদেরকে বাতিল করে দেওয়া হয়। কিন্তু যে সংস্থা বরাত পায় তারা সমস্ত শর্ত পূরণ না করা সত্ত্বেও তাদেরকে বরাত দেওয়া হয়। তারই প্রতিবাদ তিনি করেন। কিন্তু আমি নিজে থেকে কয়েকদিন আগে পুরনিগমকে চাবি হস্তান্তর করেছি।'

হুগলির ঈশ্বর গুপ্ত সেতু পেরোতে টোল বৃদ্ধির অভিযোগ যাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ঈশ্বর গুপ্ত সেতু পেরোতে টোল বৃদ্ধির পরেই অভিযোগ তোলেন যাত্রীরা। আগে ছিল গাড়ি প্রতি ১০ টাকা, হঠাৎ করেই সেটা নাকি হয়ে গিয়েছে ১৫ টাকা। হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া থেকে নদিয়া এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলাকে যুক্ত করে ঈশ্বর গুপ্ত সেতু। ওই সেতু পেরোতে দিতে হয় টোল। পূর্ত দপ্তরের অনুমোদন নিয়ে টোলগেট বসিয়ে গাড়ি থেকে টোল আদায় করেন বীরভূমের একজন ঠিকাদার। কোন গাড়িকে কত টোল দিতে হবে, তার তালিকা তৈরি করে দিয়েছে পূর্ত দপ্তর।

চারচাকা গাড়ি হলে সেতু পেরোতে ১০ টাকা করে নেওয়া হয়। অভিযোগ, হঠাৎ করে টোলের দাম পাঁচ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গাড়ি চালকদের থেকে অভিযোগ পেয়ে সপ্তগ্রামের বিধায়ক স্বরাজ ঘোষ ঈশ্বর গুপ্ত সেতুতে পৌঁছে যান। বিধায়কের প্রশ্ন, কোনও বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে কীভাবে বাড়ানো হল টোল ট্যাক্স? সরকারি বিজ্ঞপ্তি কেন পত্রিকায় বা অন্য কোথাও দেওয়া হয়নি? বিধায়ক বলেন, 'সবাইকে সরকারের নিয়ম মেনে চলতে হবে।' আপাতত টোল নেওয়া বন্ধ করতে বলেছেন তিনি। বাঁশবেড়িয়া মন্ডল বিজেপির সভাপতি সুরেশ চৌধুরীর অভিযোগ, 'কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই টোল ট্যাক্স বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিধায়ক এসে সেই বিষয়টা জানতে চান। ওরা কোনও কাগজ দেখাতে পারেনি। সরকারি নির্দেশ যদি থাকে সেটা ওদের দেখাতে বলা হয়েছে আপাতত টোল আদায় বন্ধ থাকবে।'

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: জামুড়িয়ায় কারখানার গেটে বিক্ষোভ ঠিকা শ্রমিকদের। বেতন বৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবিতে সোমবার সকালে উত্তাল হয়ে ওঠে জামুড়িয়ার ইকড়া শিল্পতালুকের গিরিধন কারখানা চত্বর। অভিযোগ, কারখানার ঠিকা শ্রমিকদের সরকার নির্ধারিত মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। শ্রমিকদের দাবি, যেখানে দৈনিক ৭৮৩ টাকা মজুরি পাওয়ার কথা, সেখানে তাদের মাত্র ৩৩৫ টাকা দেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি নিরাপত্তার অভাব, মাসে চারদিন ছুটির দাবিতেও সরব হন শ্রমিকরা। সোমবার সকালে কারখানার সমস্ত ঠিকা শ্রমিক একজোট হয়ে কারখানার মূল গেটের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন। বিক্ষোভের জেরে কিছু সময়ের জন্য কারখানার উৎপাদনও বন্ধ হয়ে যায় বলে দাবি কারখানা কর্তৃপক্ষের। বিক্ষোভকারী শ্রমিকদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরেই তারা কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। বারবার কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই আন্দোলনের পথে নামতে হয়েছে। অন্যদিকে কারখানা কর্তৃপক্ষ জানায়, তাদের পক্ষ থেকে সমস্ত নিয়ম মানা হয়। তবে ঠিকাদার সংস্থার মাধ্যমে নিয়োগ হওয়া শ্রমিকদের বেতন সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। ঠিকাদারের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সঠিক ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়।

অধিকার রক্ষা, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দাবিতে বিক্ষোভ আদিবাসী সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আদিবাসী অধিকার রক্ষায়, প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দাবিতে কাঁকসা বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন আদিবাসী সংগঠনের সদস্যরা। সোমবার দুপুরে দিশম আদিবাসী গাঁওতা, পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিডিও অফিসের সামনে ব্যানার হাতে বিক্ষোভ দেখায় সংগঠনের সদস্যরা। এদিন এই বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন জেলা ও রাজ্য কমিটির সদস্যরা। এদিন বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিক্ষোভ দেখানোর পর কাঁকসার বিডিওকে একটি ডেপুটেশন জমা দেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা।

সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য গোরাচাঁদ হেমব্রম জানিয়েছেন, গত প্রায় ৫৭ দিন ধরে মহকুমা জুড়ে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে দুর্গাপুরে আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে ধরনায় বসেছেন তাঁরা। সেই সমস্ত দাবিগুলিকে সামনে রেখেই কাঁকসা ব্লকের পক্ষ থেকে কাঁকসার বিডিওকে ডেপুটেশন দেন। মূলত কাঁকসা ব্লকে মূল সমস্যাটি হল, কাঁকসার রঘুনাথপুরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের জন্য ইংরেজিতে পড়াশোনার একমাত্র ইংরেজি মাধ্যম ফিডার স্কুল রয়েছে। সেখানে প্রথম শ্রেনি থেকে ইংরেজিতে পড়াশোনা করানো হয়। ২০১৭ সালে সরকার থেকে একটি নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই স্কুলটি বন্ধ অবস্থায় পড়ে। বিদ্যালয়ে পড়াশোনা চালু করার জন্য তারা বহু জায়গায় আবেদন জানিয়েছিলেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সেই বিদ্যালয়টি চালু করার জন্য কাঁকসা ব্লকের পক্ষ থেকেও দুর্গাপুরের ধর্ম মঞ্চে তাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাদের দাবি নিয়ে। সরকারের বদল হয়েছে, নতুন সরকারের মন্ত্রী হয়েছেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ ক্ষুদিরাম টুডু। তিনিও আশ্বাস দিয়েছেন তাঁদের বিদ্যালয়ের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার। নতুন সরকারের ওপর তাদের ভরসা রয়েছে। ক্ষুদিরাম টুডু দ্রুত বিদ্যালয়টি চালু করার জন্য তাদের আশ্বাস দিয়েছেন। তার কথামতো কাজ হয় কিনা সেই দিকেই তাকিয়ে তারা বসে রয়েছেন। পাশাপাশি বিগত সরকারের কাছ থেকে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে গিয়ে যে সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা জমির পাট্টার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনও রকম তদন্ত বা খোঁজখবর নেওয়া হয়নি। তাই যাতে দ্রুত আদিবাসী সম্পদের মানুষরা তাদের পাট্টার জমির কাগজ হাতে পায় প্রশাসন সেই ব্যবস্থা করুক। এই সমস্ত বিষয়গুলি-সহ একাধিক দাবি নিয়ে তারা কাঁকসার বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন জমা দিলে কাঁকসার বিডিও বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

বুদবুদে বিজেপির বিজয় মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বুদবুদ: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয় বিজেপি। বিজেপির সরকার গঠনের পর রাজ্য জুড়ে আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা। সেই মত সোমবার বুদবুদের রঘুনাথপুর গ্রামে বিজেপির বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এদিন একে অপরকে গেরুয়া আবির মাখিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা। বিজেপি নেতা অভিজিৎ আঁকুরে জানিয়েছেন, গ্রামটি বুদবুদ থানার অধীনে হলেও, এটি আউশগ্রাম বিধানসভার অধীনে। এবার নির্বাচনে আউশগ্রাম বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে জয়ী হয় বিজেপির প্রার্থী। পাশাপশি রাজ্যে বিজেপি জয়ী হয়ে ক্ষমতায় এসেছে। তাই এলাকার মানুষকে ধন্যবাদ জানাতে তারা বিজয় মিছিলের আয়োজন করেন। এই বিজয় মিছিল থেকেই এলাকার মানুষকে ধন্যবাদ জানানো হয় বিজেপির পাশে থাকার জন্য।

ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে ধৃত ব্লক তৃণমূলের সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: তোলাবাজি, ও ভোট পরবর্তী সন্ত্রাস আর সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শতদ্বীপ ঘটক। তিনি দুর্গাপুর ফরিদপুরের লাউদোহা এলাকার বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছিল তৃণমূল নেতৃত্ব এমনটাই অভিযোগ। বিজেপি কর্মীদের হুমকি দেওয়া এবং সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠছিল তার বিরুদ্ধে। বিধানসভা নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়ে বিরোধী কর্মীদের উপর চাপ সৃষ্টি করে গণতন্ত্রকে স্তব্ধ করার চেষ্টার অভিযোগও সামনে আসে। এলাকায় বহু মানুষ অভিযোগ করলেও এতদিন প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। এদিকে রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই রাজ্য পুলিশকে কড়া বার্তা দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কোনও রকম রাজনৈতিক প্রভাব বরদাস্ত করা হবে না বলেও স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর থেকেই বিভিন্ন জেলায় একের পর এক অভিযানে সক্রিয় হয়েছে পুলিশ প্রশাসন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সন্ত্রাস ও তোলাবাজি-সহ অসামাজিক কাজকর্মের অভিযোগে তৃণমূলের প্রধান, উপপ্রধান, ব্লক সভাপতিরা গ্রেপ্তার হচ্ছেন। সেই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতেই রবিবার রাতে অভিযান চালিয়ে শতদ্বীপ ঘটককে গ্রেপ্তার করে লাউদোহার ফরিদপুর থানার পুলিশ। নিজের গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি শতদ্বীপ ঘটক তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, '২০২১ সালের নির্বাচনে ভোট পরবর্তী হিংসা ও তোলাবাজির অভিযোগে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২০২১ সালে আমার পিতৃ বিয়োগ হয়েছিল, সেই সময় আমি শোকাহত ছিলাম। আজ এতদিন পর কেন আমার গ্রেপ্তারি সেই বিষয়েই আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

বিপুল শ্রমিক ছাঁটাইয়ের চক্রান্তের প্রতিবাদে ডিএসপি গেটে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: চল্লিশ শতাংশ ঠিকা শ্রমিক ছাঁটাইয়ের চক্রান্তের অভিযোগে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার (ডিএসপি) গেটে বিক্ষোভ। ৪০ শতাংশ ঠিকা শ্রমিককে বসিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলল ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)। এই অভিযোগকে সামনে রেখে সোমবার সকালে কারখানার প্রধান গেটের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন বিএমএস ও দুর্গাপুর ঠিকাদার মজদুর সংঘের সদস্যরা। শ্রমিক সংগঠনের অভিযোগ, সম্প্রতি একটি নোটিশের মাধ্যমে তারা জানতে পারেন যে কারখানা কর্তৃপক্ষ বিপুল সংখ্যক ঠিকা শ্রমিককে কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। এর প্রতিবাদেই এদিন গেটের সামনে জোরালো আন্দোলনে নামেন শ্রমিকরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই ঠিকা শ্রমিকদের মজুরিতে কাটমানি চলছে। সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবার সংগঠিতভাবে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। শ্রমিকদের বক্তব্য, কোনও ঠিকাদারের মাধ্যমে নয়, সরাসরি শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মজুরি প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি ইএসআই, পিএফ-সহ সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার দাবিও তোলা হয়। বিএমএস নেতৃত্ব হুঁশিয়ারি দিয়ে জানায়, শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে সংগঠন।

কোন্নগরে গ্রেপ্তার তিন তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ২০২১ সালে ভোটের সময় বিজেপি কর্মীদের মারধর ও বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে উত্তরপাড়া থানার কানাইপুর এলাকায়। সেই ঘটনায় সোমবার কানাইপুর বিট হাউসের এস আই রাহুল বিশ্বাসের নেতৃত্বে তিনজন তৃণমূল কর্মীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। জানা গিয়েছে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন সনৎ কর, দিলীপ ঘোষ, শৈলেন ঘোষ। এরমধ্যে সনৎ কর বর্তমানে কোন্নগর পুরসভার কর্মী। রবিবার অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার একজনকে কোন্নগর স্টেশন এলাকা ও দু'জনকে কানাইপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে কানাইপুর বিট হাউসের পুলিশ। সোমবার তাদের প্রথমে মেডিক্যাল করানোর পর শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হয়।

আজও শ্যামাপ্রসাদকে পুজো করে দিন শুরু করেন অশীতিপর শ্যামসুন্দর সাঁতরা

মনোজ চক্রবর্তী

আমতা: আজও ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে পুজো করেই দিন শুরু করেন অশীতিপর শ্যামসুন্দর সাঁতরা। এখন রাজ্যে বিজেপি সরকার চলছে। কিন্তু এই বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার পিছনে বর্ষীয়ান বিজেপি কর্মীদের অবদান ভোলার নয়। বিশেষত বাম আমলে বিজেপি কর্মীদের লড়াইকে রাজ্য নেতারা ভোলেননি। আর তার ফল মিলেছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর শপথের দিনই তা প্রমাণ করে দিয়েছেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। জনসংঘ তথা বিজেপির প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগীকে মঞ্চে ডেকে সংবর্ধনা দেওয়াই তার প্রমাণ। হাওড়ার আমতা থানার কুশবেড়িয়া, তাজপুর-সহ সন্নিহিত এলাকার মানুষের কাছে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে একটা আবেগের নাম তার প্রমাণও মিলেছে।

শ্যামসুন্দর সাঁতরা। বয়স ৮১। বাড়ি কুশবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পানশিলা গ্রামে। দামোদর নদের তীরের এই গ্রামের বাসিন্দা শ্যাম বাবু রাজনৈতিক দল বলতে প্রথম থেকেই জনসংঘ পরে বিজেপির আদর্শকে সম্বল করে দিন যাপন করছেন। বাম আমলেও পানশিলা আজও বিজেপি শক্ত ঘাঁটি। ছিল, এখনও আছে। একাশি বছর বয়সী শ্যামবাবু সকালে উঠে স্নান সেরে এখনও দিন শুরু করেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে পুজো করে। তাঁর মা, বাবার ছবির সঙ্গে পুজো পান ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও। জানা গিয়েছে, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের শিষ্য পল্লী প্রাণ বলে আখ্যায়িত প্রয়াত প্রসাদ চক্রবর্তীর কাছে থেকেই সামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৭১ সালে জনসংঘ পরে ১৯৮০ সালে বিজেপির সদস্য হন। বিজেপির প্রথম সভাপতি হরিপদ ভারতীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল নিবিড়। শ্যামবাবু জানান, 'আমার মতো পশ্চিম বাংলার মানুষের কাছে তিনিই ভগবান। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না থাকলে, পশ্চিম বাংলা হতো না। আমার কাছে তিনি আমার জন্মভিটের জনক। তাই সকালে তাঁকে পুজো করেই দিন শুরু করি।' উল্লেখ্য, শ্যামবাবুর এ হেন ভক্তিকে সম্মান জানিয়েছেন সবাই।

৫ দেশ সফর শেষে স্মৃতিচারণ মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৮ মে: পাঁচ দেশ সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সফর শেষে তারই স্মৃতিচারণ করলেন তিনি। সুইডেনে সফর কেমন ছিল তাঁর, তাই তুলে ধরলেন নিজের কলমে।

দুই দিনের সফরে রবিবার সুইডেনে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁকে বাঙালি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রীকে রবীন্দ্রনাথের লেখা দু'টি কবিতার প্রতিলিপি তুলে দেন সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী। সুইডেনের সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে তাঁকে। সে দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'রয়্যাল অর্ডার অফ দ্য পোলার স্টার কমান্ডার গ্র্যান্ড ক্রস'-এ ভূষিত করা হয় প্রধানমন্ত্রী মোদীকে।

এ দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স হ্যান্ডলে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে লেখেন, 'সুইডেনে আমার সফর দুই দেশের সম্পর্কের জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল এনেছে। কৌশলগত অংশীদারিত্বের সম্পর্কের ক্ষেত্রে জয়েন্ট ইনোভেশম পার্টনারশিপ ২.০ এবং ভারত-সুইডেন টেকনোলজি এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স করিডর লক্ষ করা হয়েছে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দ্বিগুণ করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। অত্যন্ত ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। আমি সুইডেনের মানুষ, সুইডেন সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী উলফ ক্রিস্টারসনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই তাদের উষ্ণ আতিথেয়তা এবং বন্ধুত্বের জন্য।'

পতনের রেকর্ড গড়ে ৯৭ ছুঁইছুঁই টাকার দাম

নয়াদিল্লি, ১৮ মে: সেঞ্চুরির পথে আরও একধাপ এগিয়ে গেল ডলার পিছু টাকার দাম। সোমবার বাজার খুলতেই সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে ১ ডলার পিছু টাকার দাম হল ৯৬.২৫। অর্থাৎ এদিন আরও ৪৪ পয়সা কমেছে টাকার দাম। মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক উত্তেজনা ও অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির জেরে টাকার দাম ক্রমাগত নিম্নমুখী হচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। টাকার দামের পাশাপাশি দেশের শেয়ার বাজারেও বিরাট রক্তক্ষরণ দেখা গিয়েছে এদিন।

গত ৪ মার্চ প্রথমবার মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের ধাক্কায় টাকার দাম ৭০ পয়সা বেড়ে ৯২-এর গণ্ডি ছাপিয়ে যায়। মার্কিন ডলারের দাম দাঁড়ায় ৯২.১৭ টাকা। এরপর থেকে টানা রক্তক্ষরণ চলছে টাকার দামে। ১২ মে সর্বকালীন রেকর্ড পতনের জেরে এক মার্কিন ডলার পিছু টাকার দাম হয় ৯৫.৫৮। এরপর সোমবার ফের নিচে নামে টাকা ৪৪ পয়সা কমে বর্তমানে টাকার দাম দাঁড়িয়েছে ৯৬.২৫।

শুধু টাকার দাম নয়, আন্তর্জাতিক অস্থিরতার বিরাট প্রভাব পড়েছে ভারতের শেয়ার বাজারেও। সোমবার বাজার খোলার পর প্রায় ৯৫০ পয়েন্ট পড়ে যায় সেনসেক্স। পাল্লা দিয়ে নামে নিফটিও। তবে শেষ পর্যন্ত বাজার কিছুটা সংশোধন হয়েছে। সকাল ১০.৫০ নাগাদ বিএসই সেনসেক্স ৬৪৫.০০ পয়েন্ট অর্থাৎ ০.৮৬ শতাংশ নেমে দাঁড়িয়েছে ৭৪,৫৯২.২৯তে। পাল্লা দিয়ে নেমেছে নিফটিও। রিপোর্ট বলছে, নিফটি ২০৬.৩০ পয়েন্ট অর্থাৎ ০.৮৭ শতাংশ নেমে দাঁড়িয়েছে ২৩,৪৩৭.২০তে। ব্যাঙ্ক নিফটিতেও বিরাট পতন দেখা গিয়েছে। ৬৮৫.৫০০ পয়েন্ট অর্থাৎ ১.২৮ শতাংশ নেমে বর্তমানে ব্যাঙ্ক নিফটির অবস্থান ৫৩,০২৪.৭৫-তে।

বিশ্লেষকদের মতে, ইরান-আমেরিকা যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং তার জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধি-এই কারণেই ভারতীয় মুদ্রার উপরে চাপ বাড়ছে।

আমিরশাহির পরমাণুকেন্দ্রে ড্রোন হামলার নিন্দা ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৮ মে: সংযুক্ত আরব আমিরশাহির পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রে ড্রোন হামলার ঘটনায় রীতিমতো উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। এবার সেই ঘটনার নিন্দায় সরব হল ভারত। নয়াদিল্লি সাফ জানিয়ে দিয়েছে, এধরনের হামলা গ্রহণযোগ্য নয়। সোমবার বিদেশ মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বরাকা পরমাণুকেন্দ্র লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। এই ঘটনায় ভারত গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এই ধরনের হামলা অগ্রহণযোগ্য নয়। শুধু তা-ই নয়, এই ঘটনা চলমান উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। কূটনৈতিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানাচ্ছি।' রবিবার আলো দাফরা অঞ্চলে অবস্থিত বরাকা পরমাণু কেন্দ্রিটি লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালানো হয়। এর জেরে পরমাণু কেন্দ্রটিতে আগুন লেগে যায়। জানা গিয়েছে, পরমাণুকেন্দ্রের বাইরে একটি বৈদ্যুতিক জেনারেটরকে নিশানা করা হয়। তবে হামলায় হতাহতের কোনও ঘটনা না ঘটলেও, তেজস্ক্রিয়তা ছড়ানোর আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল।

বিহারে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

পাটনা, ১৮ মে: মধ্যপ্রদেশে রাজধানী এক্সপ্রেসের পর এবার বিহারের প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। সোমবার সকালে বিহারের রোহতাস জেলায় সাসারাম স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের কামরায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার সময় ট্রেনটিতে বহু যাত্রী উপস্থিত ছিলেন। তবে আগুন লাগার অল্প সময়ের মধ্যেই ট্রেন থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হন তাঁরা। ফলে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি বলেই জানা যাচ্ছে।

প্রাথমিক তদন্তে রেলের অনুমান শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা জানতে তদন্তে নেমেছে রেল কর্তৃপক্ষ। ঘটনার পর দ্রুত যাত্রীদের সেখান থেকে সরিয়ে না নিলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারত বলে মনে করছে রেল কর্তৃপক্ষ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সাসারাম থেকে পাটনা যাওয়ার এই প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই সময় হঠাৎ আগুন লাগে ট্রেনটিতে। বিষয়টি নজরে পড়তেই হুড়মুড়িয়ে ট্রেন থেকে নেমে আসতে থাকেন যাত্রীরা। মুহূর্তের মধ্যে বিধ্বংসী আকার নেয় আগুন। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে ট্রেনের কামরা। যাত্রীদের আতঙ্ক চিৎকারের মাঝেই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসে আরপিএফ, রেল কর্মীরা। তাঁদের তরফে দীর্ঘ চেষ্টার পর নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন।

আমেরিকার ষড়যন্ত্রেই গদি হারিয়েছিলেন ইমরান

ইসলামাবাদ, ১৮ মে: আমেরিকার ষড়যন্ত্রেই গদি হয়েছিলেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। এমনটাই দাবি করা হয়েছে খোদ একটি রিপোর্টে। শুধু তা-ই নয়, সেখানে অন্তর্ঘাতের তত্ত্বেরও উল্লেখ রয়েছে। বারবার অভিযোগ করেছিলেন ইমরান। এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই সেই অভিযোগেই যেন সিলমোহর পড়ল।

মার্কিন তদন্তমূলক খবরের ওয়েবসাইট 'ড্রপ সাইট'-এর একটি গোপন নথি সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে। নথিটির নাম 'সাইফার'। সেখানে দাবি করা হয়েছে, ২০২২ সালের মার্চে আমেরিকায় পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত আসাদ মাজিদ খান এবং এক মার্কিন কর্তা ডোনাল্ড লু একটি বৈঠক করেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে তার কয়েকদিনের মধ্যেই পাক সংসদে অনাস্থা ভোটে ক্ষমতা হারান ইমরান। তিনি অভিযোগ করেছিলেন, বিদেশি শক্তির মদতেই তাঁকে গদিচ্যুত করা হয়েছে।

রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, জো বাইডেন প্রশাসনের ওই আধিকারিক পাক রাষ্ট্রদূতকে সরানোর জন্য

প্রকাশ্যে রিপোর্ট

উৎসাহিত করেছিলেন। প্রথমত, রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েছিলেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী। দ্বিতীয়ত, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযানে মার্কিন বাহিনীকে নিজেদের ঘাঁটি ব্যবহার করতে দেননি তিনি। এসব নিয়েই ইমরানের উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিল ওয়াশিংটন। সূত্রের খবর, বৈঠকে ডোনাল্ড জানিয়েছিলেন, যদি পাকিস্তান কোনওভাবে ইমরানকে সরাতে পারে, তাহলে ইসলামাবাদের সব কিছু ক্ষমা করে দেবে আমেরিকা।

রিপোর্টে আরও দাবি করা হয়েছে, ইমরান ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার অনেক আগে থেকেই পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী গোপনে ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছিল। ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল এক প্রাক্তন সিআইএ-ঘনিষ্ঠ আধিকারিকের সঙ্গেও। ইমরান সরকারের পতনের পর নতুন সরকার এবং পাক সেনাবাহিনী ধীরে ধীরে আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ায়। শুধু তা-ই নয়, ইউক্রেন যুদ্ধে গোপনে গোলাবারুদও সরবরাহ করেছিল ইসলামাবাদ। মধ্যস্থতার দায়িত্বে ছিল আমেরিকা।

ময়দান

আইপিএলে তাঁর শেষ ম্যাচে নামলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। আইপিএলের প্রথম সিজন থেকে তাঁর হাত ধরেই কয়েক বার ট্রফি জিতেছে চেন্নাই। মাঠে তাঁকে নিয়ে দেখা যায় একটি আলাদা আবেগ।

আইপিএলে নাইট রাইডার্সের ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলেন ছিলেন দমদম উত্তরের বিজেপি বিধায়ক সৌরভ সিকদার। তিনি নিজেও ক্রীড়াপ্রেমী। সাদার্ন সমিতির সহ সভাপতিও। ইডেন গার্ডেন্সে ম্যাচ দেখার ফাঁকেও বাংলার ক্রীড়া উন্নয়নের জন্য আলোচনা সেরে ফেললেন সিএবি-র প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া, বিসিসিআই গভর্নিং কাউন্সিল সদস্য মামন মজুমদার এবং প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা ভারতীয় নির্বাচক শিবশঙ্কর দাসের সঙ্গে। ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ, পরিকাঠামো উন্নয়ন ও নতুন সম্ভাবনার কথাও উঠে আসে তাঁদের আলোচনায়।

বাংলার ফুটবলের হারানো ঐতিহ্য ফেরানোর লক্ষ্য নিয়েই দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছেন সাদার্ন সমিতির অন্যতম কর্ণধার সৌরভ পাল। সেই ভাবনা থেকেই এবার জলপাইগুড়িতে নেতাজি মডার্ন ক্লাব ও পাঠাগার এবং সুরনন্দন সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি। আলিপুরদুয়ারের একাধিক প্রতিভাবান মহিলা ফুটবলারের সঙ্গেও দেখা করেন সৌরভ। উত্তরবঙ্গে ক্রীড়া পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং নতুন প্রতিভা তুলে আনার বিষয়েও জোর দেন সৌরভ পাল।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ১৩.০৫.২০২৬। ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.ঃ টিএন-৩৪-২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে সিনিয়র ডিইএন/সি/শিয়ালদহ-র আওতাধীনে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত খারাপ হয়ে থাকা পাড়ের স্থানগুলিতে সেস এর মেরামতি সমেত বর্ষার সময়কালীন সাবধানতা হিসাবে পাড়ের সুরক্ষার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩০,৫২,০০৬.৯৫ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৬১,১০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপ্রস্তার দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

SDAH-44/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি- ০৭-২৬, তারিখ ১৩.০৫.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং. **ইএলডি- ১২৫- ডব্লুসি-ওটি- ০৭-২৬** -এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছেঃ **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে আইসোলেটর-এর জন্য জাম্পার এবং ড্রপ জাম্পার প্রতিস্থাপন। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩,৯৭,৬৭,৩২৯.৯৫ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৭,৯৫,৪০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র প্রদানের তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩ টেয়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যেকোনো সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতাগণ সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/ নির্দিষ্টকরণের জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না ও সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

HWH-71/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি- ১২-২৬, তারিখ ১৩.০৫.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক টেন্ডার নং. **ইএলডি-১২৫- ডব্লুসি-ওটি- ১২-২৬** -এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছেঃ **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে মুরারই এবং গুমানী স্টেশনে এফওবি-র সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ কেভি ওএইচই-র উন্নয়নের কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ২৯,৪৭,৫৯৬.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৫৯,০০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র প্রদানের তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩ টেয়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** টেন্ডার বন্ধের পরে যেকোনো সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারদাতাগণ সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/ নির্দিষ্টকরণের জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না ও সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

HWH-75/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নাম ঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ব্লু লাইনের পাঁচটি স্টেশন অর্থাৎ নেতাজী (কেএনটিজে) থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম (কেএসকেডি) পর্যন্ত অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ রুফ শীট-এর প্রতিস্থাপন। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৭,২৭,২৪,৬৬৩.৭৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১৪,৫৪,৫০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৯ (নয়) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১২.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জনা/সংশোধনী, থাকে তবে সেটি কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ সিভিল-২৫৭৪-২০২৬-(ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 01 to 12/2026-2027, Dated- 18-05-2026

e-Tenders are invited by the Executive Engineer/General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for Civil an Electrical work at Bankura, Purba Medinipur and Purulia District. Tender document may be downlaoded from **http://wbtenders.gov.in.** Bid submission start date- **19-05-2026 after 9.00 am.** Bid submission end date- **02-06-2026 upto 3.00 pm**

Date: 18.05.2026 **Sd/- Executive Engineer/General Manager**

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএলডি-৩০০- ডব্লুসি -৬-২০২৬-২৭, তারিখ ১৪.০৫.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং ঃ ইএলডি-৩০০- ডব্লুসি -৬-২০২৬-২৭। কাজের নাম ঃ** "শিয়ালদহ ডিভিসন ঃ সাম্প্রতিকতম স্পেসিফিকেশন অনুসারে শিয়ালদহ ডিভিসনের এসসিএডিএ সিস্টেম-এর আধুনিকীকরণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৯০,০৮,০৯৬ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না মূল্য ঃ** ৯,৮০,২০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ১৮.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। SDAH-46/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ i) আরএসও-কেজিপি-এসএএনডি-এসআরসি-এডিএল-২৬, তারিখ ১৫.০৫.২০২৬, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ ওপি/খড়গপুর, ডিআরএম বিল্ডিং, ২য় তল, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১ ৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** দুই (০২) বছরের মেয়াদের জন্য দিন রাত সাঁতরাগাছি এবং আন্দুল স্টেশন ইয়ার্ডে সব শ্রেণির ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ-এ ব্যবহৃত স্পেসিফিকেশন এএআর এম-৯১৬-৫১ অনুসারে কাদা, দোঁআশ মাটি, অভ্র এবং অন্যান্য অবাঞ্ছিত দ্রব্য মুক্ত পরিষ্কার, শুষ্ক সিলিকা বালি সরবরাহ এবং ভরাট করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** জিএসটি সমেত ১,৩৩,১৮,৭৯৫ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৬৬,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** ০৮.০৬.২০২৬। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০২ বছর (৭৩০ দিন)। **দাখিল করার তারিখ ঃ** ০৮.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/ বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-186)**

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৭৫৭, তারিখ ঃ ১৫.০৫.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৬১৭। কাজের নাম ঃ** ২ বছরের জন্য টিকিয়াপাড়া এবং সর্টিং ইয়ার্ড ডিপো থেকে যাত্রাকারী বিভিন্ন কামিনস ইন্ডিয়া লিমিটেড নির্মিত রেকসমূহের ডিজি সেট দ্বারা সজ্জিত পাওয়ার কারগুলির এসকর্টিং, পরিচালনা এবং এ-চেক রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৩,২৮,৫৩,০৩১.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৮,১৪,৩০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৪ মাস। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৬১৮। কাজের নাম ঃ** ২ বছরের জন্য টিকিয়াপাড়া এবং সর্টিং ইয়ার্ড ডিপো থেকে যাত্রাকারী বিভিন্ন কির্লোস্কর অয়েল ইঞ্জিনস লিমিটেড (কেওইএল) নির্মিত রেকসমূহের ডিজি সেট দ্বারা সজ্জিত পাওয়ার কারগুলির এসকর্টিং, পরিচালনা এবং এ-চেক রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৫৩,৩৬,০৭৫.০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ৪,২৬,৭০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৪ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য ২৯.০৫.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

HWH-67/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Tender ID-2026_WBPWD_5014151_1. NIeQ Reference No.- 22/A.E./J.S.D./ P.W.D. of 2026-27. Kishore Bharati Krirangan, Kol-75- Administrative Building (2nd floor) - Change of Wall Paper and Curtain in Guest Room. Last Date of Bid Submission 30.05.2026 up to 5.00 pm Corrigendum if any will be published in website only. Details may be seen from the departmental Website & in office notice board. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Jadavpur Sub-Division.

ICA- T8044(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

AE/RGKARESD/P.W.Dte. invites online e-tender for the work "Replacement of Old damaged Distribution Boards under the jurisdiction of R G Kar MCHES-I " e-N.I.Q No.: 07/Q of 26-27. Tender Id: 2026_WBPWD_5014163_1. Bid Submission Start: 19/05/2026. Bid Submission Closing: 29/05/2026 upto 4:00 PM. Corrigendum if any will be Published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be download from http://wbtenders.gov.in Sd/-Assistant Engineer, P.W.Dte. R.G.Kar Electrical Sub-Division

ICA- T8043(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-QUOTATION NOTICE

e-Quotationis invited by The Executive Engineer, New Town Kolkata W/S Divn.-II, P.H.E. Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. No. PHE/NTKD-II/eq-01 OF 2026 - 2027, ID: 2026_PHED_1024225_1 & 2026_PHED_1024225_2 for Sl. No. 1 & 2 (i) Last date of submission: 30.05.2026 Upto 12:00 p.m. (ii) Date of Opening: 01.06.2026 After 12:00 p.m. (iii) Intending Bidders are requested to visit the website: http://wbtenders.gov.in Sd/- for Executive Engineer, New Town Kolkata W/S Divn.-II, P.H.E. Dte.

ICA- T8030(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
PWD e-Tender Reference Number : WBPWD/AE/eNIT17/2025-26/2nd Call
Tender ID: 2026_WBPWD_5014150_1

Name of Work : **SITC of Fire Detection and alarm system at newly renovated Administrative Building and Old Academy Building of Calcutta Pavlov Hospital, Kol-46.** Last date of Submission of Bid : **27.05.2026 up to 12:05 Hrs.** Details information may be had from the Office of the undersigned on any working days & Website: http://wbpwd.gov.in/ & https://tenders.wb.gov.in/ Sd/- Assistant Engineer, PWD NMCH Electrical Sub-Division.

ICA- T8027(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

NOTICE INVITING_TENDER NO : 05 of 2026-2027 OF EXECUTIVE ENGINEER, HOOGHLY DIVISION, P.W.D. Tender reference No : WBPWD/EE/HOOGHLY DIVISION/NIT_05/2026-27. Tender ID No : 2026_WBPWD_ 5014147_1. Bid submission start date (online) : 21.05.2026, at 2:30 P.M. Bid Submission Closing Date (online) : 30.05.2026 upto 11:00 A.M. Details may be downloaded from : **http://etender.wb.nic.in** or may be seen from the office of the u/s in working hours or from the Departmental website **http://pwdwb.in** Corrigendum, if any will be published in website only. Sd/- Executive Engineer, P.W.D. Hooghly Division.

ICA- T8026(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Sealed eNIT-01 of 2026-27 invited by the AE/BHTHSD/P.W.(R) Dte. from bonafide agency for 02 Nos work. Bid closing date 25.05.2026 upto 14:00 Hrs. Tender id. 2026_WBPWD_5014146_1_2. Other details may be seen from website **etender.wb.nic.in** & **wbpwd.in** Sd/- AE/BHT.HSD/P.W.(R) Dte.

ICA- T8025(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the undersigned for the work "Annual maintenance contract for the entire electrical installation of khadyashree Bhawan, kolkata for the year 25-26 Re-insulation of chilled water pipeline & modification of pipeline support structures of AC Plant at Khadyashree Bhawan." e-Tender No: WBPWD/AE/01/PR/T/KCESD/I of 2026-27 and Tender ID: 2026_PWDE_5014121_1. Documents Submission end date 30.05.2026 up to 02.00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Sub-Division-I

ICA- T8013(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
IRRIGATION AND WATERWAYS DIRECTORATE
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
MAYURAKSHI HEAD QUARTERS DIVISION
SURI, BIRBHUM
CORRIGENDUM-1
ABRIDGED BUDGETARY QUOTATION NOTICE
e-N.I.Q. No. WBIW/EE/MHQD/ e-Quotation -01/2026-27

e-NIQ is being invited by the undersigned for supply 2 (Two) no Items from the eligible Bonafide Manufacturer or Suppliers or Agency having credentials of similar kind works for Tilpara Mihirlal Barrage palliative rehabilitation work under Mayurakshi Head Quarters Division Suri. Last date & time of Submission of tender documents is extended upto **21.05.2026 at 14:00 Hours IST.** Other details of N.I.Q may be seen at website **www.wbiwd.gov.in** & **https://wbtenders.gov.in** Tender ID-2026_IWD_1023743_1. Sd/- Executive Engineer, Mayurakshi Head Quarters Division, Suri, Birbhum.

ICA- T8007(1)/2026

বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড
BCL
রেজিস্টার্ড অফিস: ৭/১ আনন্দীলাল পোদ্দার সরণি (রাসেল স্ট্রিট), ৫ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং : ৫বি, কাঞ্চনা বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-৪০০৩ ০২১২, ই-মেল: cs@burnpurcement.com, ওয়েবসাইট: www.burnpurcement.com, CIN No.: L27104WB1986PLC040831

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের নির্যাস

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	-	-	-
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(২০৭৪.১২)	(৭৯২৩.৮৬)	(১৬৪৩.৬৭)
৩	করপূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(২০৭৪.১২)	(৭৯২৩.৮৬)	(১৬৪৩.৬৭)
৪	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(২০৭৩.৯১)	(৭৯২২.৯৮)	৭৬৬.৯৫
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	(২০৭২.৫৫)	(৭৯২১.৬২)	৭৬৯.৭৩
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ভারতীয় ১০/- টাকা মূল্যের)	১,৭২২.৪৯	১,৭২২.৪৯	১,৭২২.৪৯
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত ব্যতীত)		(৫৯৫৪৭.১২)	
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ভারতীয় ১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য)			
	মৌলিক :	(১২.০৩)	(৪৫.৯৯)	৪.৪৭
	মিশ্রিত :	(১২.০৩)	(৪৫.৯৯)	৪.৪৭

দ্রষ্টব্য :

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ বিএসই **(www.bseindia.com)** এবং এনএসই **(www.nseindia.com)** -তে ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে। কোম্পানির ওয়েবসাইট **(www.burnpurcement.com)** -তেও একই ফলাফল পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
পবন পারীক
হোলটাইম ডিরেক্টর এবং সিএফও
DIN: 07125401

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৮ মে, ২০২৬

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

টার্গেট

মঙ্গলবার • ১৯ মে ২০২৬ • পেজ ৮

ঘরে ও বাইরে

শিশুর সার্বিক বিকাশে প্রথাগত ও প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার মেল বন্ধন

পার্থজিৎ বণিক

যুগ যুগ ধরে আমাদের সমাজে একটি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, শিক্ষা মানেই হলো প্রতিদিন সকালে পিঠে ভারী ব্যাগ ঝুলিয়ে স্কুলে যাওয়া, ক্লাসরুমের বেঞ্চে বসে শিক্ষকের কথা শোনা এবং খাতায় তা টুকে নেওয়া। আমরা ধরেই নিই, যে শিশুটি স্কুলে যাচ্ছে না, সে বোধহয় কিছুই শিখছে না। কিন্তু শিক্ষা কি সত্যিই কেবল বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালে আর পাঠ্যবইয়ের পাতাতেই আবদ্ধ? প্রকৃত শিক্ষা কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আটকে থাকে না। এটি ক্লাসরুমের ভিতরে যেমন ঘটে, তেমনি ক্লাসরুমের বাইরেও অনবরত চলতে থাকে।

বিদ্যালয়ের ক্লাসরুমের একটি নিজস্ব এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এটি হলো শিশুর আনুষ্ঠানিক বা প্রথাগত শিক্ষার মূল কেন্দ্র। ক্লাসরুমে শিশু প্রথম নিয়মশৃঙ্খলা শেখে। নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে আসা, শিক্ষকের কথা মন দিয়ে শোনা, সহপাঠীদের সাথে মিলেমিশে থাকা, এই অভ্যাসগুলো তাকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে। অক্ষর পরিচয়, গণিতের প্রাথমিক হিসাব, বিজ্ঞানের সূত্র কিংবা ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ; এসবের কাঠামোগত জ্ঞান শিশু শ্রেণিকক্ষ থেকেই লাভ করে। ক্লাসরুমে একজন দক্ষ শিক্ষক কেবল তথ্য দেন না, তিনি শিশুর মেধা ও আগ্রহ অনুযায়ী তাকে সঠিক পথ দেখান। গ্লোব ঘুরিয়ে যখন শিক্ষক পৃথিবীর মানচিত্র চেনান, তখন শিশুর মনে এক নতুন জগতের জানালা খুলে যায়।

তবে, কেবল চার দেওয়ালের মাঝেই যদি শিক্ষাকে আটকে রাখা হয়, তাহলে তা হয়ে ওঠে পুঁথিগত এবং অনেকাংশেই মুখস্থবিদ্যা-নির্ভর। এখানেই আসে ক্লাসরুমের বাইরের শিক্ষার গুরুত্ব।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ক্ষুদ্রশিক্ষা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণতার বিকাশ।ক্ষুদ্র এই পরিপূর্ণতার বিকাশ কেবল বই পড়ে হয় না, এর জন্য প্রয়োজন বাস্তব পৃথিবীর সংস্পর্শ। ক্লাসরুমের বাইরে প্রতিটি মুহূর্তই হলো শেখার এক নতুন সুযোগ।

প্রকৃতির চেয়ে বড় শিক্ষক আর কেউ নেই। বইয়ের পাতায় ভূগোলের সংজ্ঞা পড়ার চেয়ে, খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে মেঘের আনাগোনা দেখা, বৃষ্টির জলে মাটি ভেজার গন্ধ নেওয়া বা একটি বীজ থেকে কীভাবে অঙ্কুরোদ্গম হয় তা স্বচক্ষে দেখা;শিশুর মনে অনেক বেশি স্থায়ী রেখাপাত করে। পরিবেশ সচেতনতার পাঠ কেবল বই পড়ে হয় না। যখন কোনো শিশু নিজের হাতে গাছ লাগায় বা 'জল ধরো, জল ভরো'- এর মতো উদ্যোগগুলো নিজের চোখে দেখে ও শেখে, তখনই প্রকৃত শিক্ষা অর্জিত হয়।

পাশাপাশি পরিবার হলো শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। মা-বাবার কাছ থেকে শিশু শেখে সততা, ভালোবাসা, এবং দায়িত্ববোধ। অন্যদিকে, সমাজ তাকে শেখায় কীভাবে বিভিন্ন মানুষের সাথে মিশতে হয়। খেলার মাঠে যখন শিশুরা একসাথে খেলে, তখন তারা অলক্ষ্যেই দলবদ্ধভাবে কাজ করা, হার মেনে নেওয়া এবং অন্যকে সম্মান করার মতো দক্ষতা গুলো শিখে নেয়, যা কোনো সিলেবাসে থাকে না। ক্লাসরুমে শেখা তত্ত্ব যখন শিশু বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে, তখনই শিক্ষার বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কোনটি বেশি জরুরি;ক্লাসরুমের শিক্ষা নাকি বাইরের শিক্ষা? উত্তর হলো, দুটোরই সমান প্রয়োজন রয়েছে।

ক্লাসরুম শিশুকে তত্ত্ব শেখায়, আর বাইরের পৃথিবী তাকে সেই তত্ত্বের প্রয়োগ করতে শেখায়। ক্লাসরুম শিশুকে দেয় তথ্য, আর বাইরের পরিবেশ তাকে দেয় সেই তথ্যকে জ্ঞানে রূপান্তর করার অভিজ্ঞতা। একটি পাখির যেমন উড়তে গেলে দুটি ডানার প্রয়োজন, তেমনি একটি শিশুর 'সার্বিক বিকাশ' এর জন্য প্রথাগত এবং বাস্তবমুখী; উভয় শিক্ষারই সুষম মেলবন্ধন অত্যন্ত জরুরি।

শিক্ষা কোনো চার দেওয়ালের বন্দি বিষয় নয়, এটি এক নিরবচ্ছিন্ন ও জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। একজন ভবিষ্যৎ শিক্ষক, সচেতন অভিভাবক এবং সমাজের একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আমাদের সবার উচিত শিশুদের কেবল বইয়ের পাতায় আটকে না রাখা।

তাদের প্রশ্ন করতে দিন, চারপাশের জগতকে পর্যবেক্ষণ করতে দিন। খাতায় আঁকা ছবির রঙের বাইরেও যে পৃথিবীতে কত রং ছড়িয়ে আছে, তা তাদের দেখতে দিন। যেদিন আমরা বুঝতে পারব যে, শিক্ষা শ্রেণিকক্ষের দরজা পেরিয়ে খেলার মাঠ, পরিবার, সমাজ এবং প্রকৃতির বিস্তীর্ণ আঙিনায় ছড়িয়ে আছে, সেদিনই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা তার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনে সফল হবে। আসুন, আমরা আমাদের শিশুদের জন্য এমন এক মুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলি, যেখানে তারা কেবল পরীক্ষার্থী নয়, বরং জীবনের সত্যিকারের শিক্ষার্থী হয়ে উঠবে।

শিক্ষার প্রসার এবং মুদ্রণশিল্পের অগ্রগতি

ডা শামসুল হক

বই এবং শিক্ষা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলেই শিক্ষার কথা ভাবলে প্রথমেই মনে পড়ে শিক্ষার একমাত্র অবলম্বন বই এর কথাই। কারণ বই ব্যতীত যে সম্ভব নয় শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বিকাশ সেটা সব বয়সের শিক্ষার্থীদের ই মনে রাখা প্রয়োজন। আর তার মূল মাধ্যম্যই যে হল ব ই সেটা অনুভব করা গিয়েছিল হাজার বছর কিংবা তারও আগে থেকে। কারণ সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথেই যে ভীষণভাবে জড়িয়ে আছে শিক্ষার নামটাও সেই সত্যটাকেও মেনে নিয়েছেন সকলেই।

এই বই এর কথা বলতে গিয়ে সর্বপ্রথমই মনে পড়ে যায় তার একাল এবং সেকালের অনেক কথাও। আজকাল সর্বত্র ই আমরা দেখতে পাই রঙিন রঙিন মলাটে মোড়া ঝকঝকে তকতকে হাজারো পুস্তকের সমাহার। কিন্তু আজ থেকে পাঁচ সাতশো বছর আগেও ব ই নিয়ে এত স্বাভাবিকতা দেখা যায় নি কোন অবস্থাতেই। আজকের দিনে বই এর জগতের এই যে এত রমরমা তার জন্য আমারা অতি অবশ্যই ঋণী মুদ্রণ শিল্পেরই কাছে।

যখন এই বিশাল পৃথিবীর কোন প্রান্তেই ছিল না কোন মুদ্রণ যন্ত্র তখনও বই এর অস্তিত্ব ছিল , কিন্তু সংখ্যার দিক দিয়ে তা এত ই কম ছিল যে সেটার সাহায্যে শিক্ষায় আগ্রহী মানুষের মধ্যে কাড়াকাড়ি পর্যন্ত শুরু হয়ে যেত। অনেকেই তাই ইচ্ছে থাকলেও পড়াশোনা করার সুযোগ অথবা সুবিধা কোনটাই তেমনভাবে পেতেন না কেবলমাত্র বই এরই স্বল্পতা এবং অতি অবশ্যই মূল্যের কারণেও।

তখন নামী অনামী সব লেখকদেরই বই লিখতে হত নিজের ই হাতে। অনেক সময় আবার পারিশ্রমিকের মাধ্যমে বই লিখে দেবার জন্য লেখকরা লোক নিয়োগ ও করতেন। তাই একটা বই লেখার কাজ শেষ হতে সময় ও লাগত অনেক। অনেক সময় আবার সেটা ঠিক মনের মতোও হয়ে উঠত না লেখক বা পাঠক কার ও কাছেই। আর হাতের লেখা ভালো না হলে তো কোন কথাই নেই। ব ই পড়ার আগ্ হটাই তখন তাঁরা যেন হারিয়ে ফেলতেন। আর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল, তারপর থেকে তাঁরা আর সেইদিকে ফিরেও তাকাতেন না। তাই আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছিল পাঠকের সংখ্যাও এবং খুব উৎসাহী পাঠক পাঠিকা ছাড়া সেইসময় কোন বইপত্তরই ছুঁয়ে দেখারও প্রয়োজন মনে করতেন না তাঁরা।

বই নিয়ে এহেন সঙ্কটময় পরিস্থিতি চলেছিল দীর্ঘদিন ধরেই। অবশেষে তা দূর হয়েছিল গুটেনবার্গের তৎপরতাতেই। এই কাজে তিনি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন টাইপের। তারপর সেগুলোকে কম্পোজ করে নিয়ে যান মুদ্রণের পর্যায়ে।

এরপর তিনি তার ছাপানোর ব্যবস্থাও করে ফেলেন। প্রস্তুত করেন ছাপানোর কালিও। ফলে তখন থেকেই মুদ্রণ শিল্পের জগতে শুরু হয়ে যায় একটা নতুন দিগন্তের বলাই বাহুল্য, তারপর থেকেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সেই সংবাদ পৌঁছাতে সময় ও লাগেনি খুব বেশি।

আধুনিক মুদ্রণ শিল্পের জনক জোহান গুটেনবার্গের জন্ম জার্মানির মৈনাজ শহরে ১৪০০ সালে। অতি দরিদ্র ঘরের সন্তান ছিলেন তিনি। তাই নিদারুণ দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করেই লেখাপড়া পর্ব শেষ করেছিলেন তিনি। ১৪৩৪ সালে তিনি চলে আসেন স্ট্রেনবার্ক শহরে। সেখানে নিজেরই বুদ্ধিতে বেশ কয়েকটা ধাতুর সংমিশ্রণে তিনি তৈরি করেন নতুন একটা ধাতুর এবং পরে তা থেকেই প্রয়োজনীয় টাইপগুলি।

তারপর তিনি শুরু করেন ছাপার কাজ। আর এই ব্যাপারে তিনি প্রথমেই হাতে নেন ক্যাথলিকদের একটা ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনার মাধ্যমেই। কিন্তু সেই কাজ করার সময় একটু আর্থিক অনটনের মধ্যেও তখন পড়তে হয়েছিল তাঁকে। কারণ টাইপ তৈরি, প্রেস নির্মাণ ইত্যাদি বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল তাঁকে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই সেইসময় একটু বেকায়দায় পড়েছিলেন তিনি।

যাইহোক ঋণ করেই তখন চলতে হয়েছিল তাঁকে। একটা সময় তাঁকে আবার পড়তে হয়েছিল ভীষণ সঙ্কটময় পরিস্থিতির মধ্যেও। কিন্তু তবুও নিজ সঙ্কল্পে অটল ছিলেন তিনি এবং এক সময় তিনি প্রকাশ করেন সেই গ্রন্থটিও। সেইসময় বিশ্বের সর্বপ্রথম যে বাইবেলটি মুদ্রিত অবস্থায় বাজারে প্রকাশিত হয়েছিল তা ভীষণভাবেই সমাদৃত হয়েছিল সকল পাঠকের কাছেই। ১২৮২ পৃষ্ঠার অমূল্য সেই গ্রন্থটা তখন সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিতি লাভ করেছিল গুটেনবাগম্বস বাইবেল নামে।

তারপর সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে খুব বেশি সময়ও লাগেনি সেই মানুষটার। কিন্তু তা হলে কি হবে চর্তুদিকে তখন বিশাল দেনার দায়ে জর্জরিত হয়ে উঠেছিলেন গুটেনবার্গ। সেইসময় আবার তাঁর আত্মীয় পরিজনেরাও সেই ভয়েই তাঁর সঙ্গে দুরত্ব বজায় রেখেই চলার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ভাগ্যবানদের বোঝা ভগবানই বহন করেন। কারণ ঠিক সেইসময়ই তিনি কাছে পেয়েছিলেন মেইনজ নগরের আর্চ বিশপের আন্তরিক সহযোগিতা। সেই মানুষটাই তখন সেই দুঃস্থ মানুষটাকে অন্ধকার থেকে আবারও ফিরিয়ে আনেন আলোরই মহাস্রোতে।

আর্চের সহায়তাতেই গুটেনবার্গ আবার ফিরে আসেন মুদ্রণ শিল্পের জগতে। সেই শিল্পেরই নতুন নতুন অনেক কারুকার্যের দিশা তারপর থেকেই প্রকাশ করতে শুরু করেন তিনি আগামী প্রজন্মের কথা ভেবেই। বলাই বাহুল্য, তারই প্রভাবে আজ বিশাল সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমগ্র ভুখণ্ডই। আর আমরাও তারই প্রভায় প্রভাবশালী হয়ে নিজেদের মনটাকেও ভরিয়ে তুলছি নিত্য নতুন জ্ঞানেরই ধারায়।

শারীর শিক্ষায় কর্মসংস্থান উপযোগী পড়ার সুযোগ

ড.জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

গত ৭ এপ্রিল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকের পর ছাত্র ছাত্রীদের নিজেদের পছন্দের কোর্স নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ। আজকে শারীর শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনার কি কি সুযোগ আছে , তাই নিয়ে কিছু পরামর্শ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে । গত ২০১৫ সালে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, উচ্চ মাধ্যমিকে শারীর শিক্ষাকে সামান্য নামের পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা নাম দিয়ে চালু করা হয়েছে । উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের দেরীতে হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগ বাদে কলা এবং বাণিজ্য বিভাগে যে সব বিষয় পড়ানো হয় , এবং সেই সব বিষয়ে উচ্চ শিক্ষায় যে কাজের পরিধি আছে, আমার মতে শারীর শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করলে, তার চেয়ে অনেক বেশী পেশাগত কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে ।

প্রথমত এখন যেহেতু স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা কোর্স পড়ানো হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারও সুযোগ রয়েছে , তাই উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর শারীর শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করলে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়া যেতে পারে । যেমন স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং অধ্যাপনার সুযোগ রয়েছে । এছাড়া শারীর শিক্ষার ডিপ্লোমা কোর্স (বি পি এড বা এম পি এড) করে কেন্দ্রীয় সরকারের স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার অধীনে বিভিন্ন খেলার কোচিং ডিগ্রী কোর্স করা যায় । এতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়া দপ্তরের বিভিন্ন খেলার কোচ হিসাবে নিয়োগ পাওয়া যায়। তাছাড়া ক্ষুয়োগক্ষ্ম এর উপরে ডিপ্লোমা এবং মাস্টার্স কোর্স করেও কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। শুধু 'যোগ' ব্যায়ামের উপর কোর্স করে যোগ ব্যায়াম কেন্দ্র করে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

প্রতিটি জেলায় থাকে একজন শারীর শিক্ষা এবং যুব কল্যান আধিকারিক (DOPE) এবং একজন সংগঠক (Organizer) ।শারীর শিক্ষার উপর কোর্স করে রাজ্য সরকারের এই অফিসার পদে কর্মসংস্থান হওয়ার সুযোগ রয়েছে। শারীর শিক্ষার ডিপ্লোমা বা মাস্টার্স কোর্স করে সুযোগ রয়েছে ফিজিওথেরাপি কোর্স করার। আর বর্তমানে ফিজিওথেরাপি খুবই জনপ্রিয় চিকিৎসা ব্যবস্থা। এই কোর্স করেও স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

বর্তমান পৃথিবীতে প্রতিবছর গেমস এন্ড স্পোর্টসের উপর কোটি কোটি ডলার খরচ করা হয় । তাই খেলাধুলা শুধু বিনোদন নয়, খেলাধুলা আক্ষরিক অর্থেই এক বৃহৎ শিল্প। এই শিল্পের সাথে যুক্ত বিভিন্ন ক্রীড়া সরঞ্জাম তৈরীর কারখানা। সেখানে দরকার উন্নত প্রযুক্তির । আর এই কাজটি করতে পারে শারীর শিক্ষার পর খেলাধুলার সাথে যুক্ত বিভিন্ন কোর্স করে। বর্তমানে আর একটি কোর্স খুবই জনপ্রিয় । তা হলো স্পোর্টস ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোর্স । আছে পিচ কিউরেটর, বিভিন্ন খেলার ক্রীড়া পরিচালক , স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট কোর্স ইত্যাদি ।

বর্তমানে ক্রীড়া বিজ্ঞান অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় , যা খেলোয়াড়দের উন্নত দক্ষতার উন্নয়নের সহায়ক।

তাই আমি মনে করি শুধু সাধারণ ডিগ্রি কোর্সে বাংলা ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি বিষয় থেকে শারীর শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশী। যদিও এখনো আমাদের দেশে শারীর শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের সচেতনতা কম। সরকারও উদাসীন । তারপরেও এই বিষয়টি কোনো একজনকে দিতে পারে আন্তর্জাতিক পরিচিতি এবং বড় কর্মসংস্থানের সুযোগ ।

রুবি পার্ক পাবলিক স্কুল অ্যাকাডেমিক সাফল্যের এক স্বর্ণাক্ষরে রচিত সুর !

সমপ্রিত দত্ত

ধীরাজ সারাফ

অন্বেষা দে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রুবি পার্ক পাবলিক স্কুল আবারও উজ্জ্বলভাবে জ্বলে উঠেছে তার অসামান্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ কৃতিত্বের আরও একটি গৌরবময় অধ্যায় নিয়ে। CBSE দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা ২০২৬-এ ৮০.১৮ শতাংশ এর দুর্দান্ত স্কুল গড় নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা এক অসাধারণ সাফল্যের ইতিহাস রচনা করেছে।

এই উজ্জ্বল সাফল্যের শিরোমণি হলেন সমপ্রিত দত্ত, যার ৯৭ শতাংশ নম্বরের দুর্দান্ত স্কোর অদম্য নিষ্ঠার সাক্ষ্য বহন করে। তার পরেই আছেন ধীরাজ সারাফ, যিনি ৯৪.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, এবং অন্বেষা দে সুন্দরভাবে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন ৯৪.৪ শতাংশ নম্বর নিয়ে। ২৫ জন ছাত্রছাত্রী ৯০ শতাংশ এবং তার বেশি নম্বর পেয়েছে, ৪৮ জন ছাত্রছাত্রী ৮০-৮৯ শতাংশ এর মধ্যে নম্বর পেয়েছে এবং চারটি বিষয়ে সম্পূর্ণ ১০০ নম্বর অর্জিত হয়েছে।

এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অগণিত ঘন্টার শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রচেষ্টা, নিবেদিত শিক্ষকদের অনুপ্রেরণামূলক পরামর্শ এবং অভিভাবকদের অবিচল উৎসাহের সাক্ষ্য দেয়। রুবি পার্ক পাবলিক স্কুল তার অগ্রগতির যাত্রায় শিক্ষার প্রকৃত সারমর্ম অর্জনের সংকল্পে অবিচল রয়েছে।

'ছাত্রছাত্রীরা তাদের সহনশীলতা এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সত্যিই এক অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এটি নিঃসন্দেহে স্কুলের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত', বললেন রুবি পার্ক পাবলিক স্কুলের অধ্যক্ষা শ্রীমতী মৌসুমী মহাপাত্র।

CBSE দ্বাদশ শ্রেণির টপার্স ২০২৫-২৬

সমপ্রিত দত্ত	**(৯৭ শতাংশ)**
ধীরাজ সারাফ	**(৯৪.৬ শতাংশ)**
অন্বেষা দে	**(৯৪.৪ শতাংশ)**